উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,২৪৮.৬১ (-২৭.৪৬)
নিফটি : ২৫,৪৯৬.৫৫ (+১৪.০৫)

পাঠ্যবই বিতর্কে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩১° সর্বনিম্ন ১৫°	সর্বোচ্চ ৩১° সর্বনিম্ন ১৪°	সর্বোচ্চ ৩১° সর্বনিম্ন ১৫°	সর্বোচ্চ ২৬° সর্বনিম্ন ১৫°

কেরালা স্টোরি-২ মুক্তিতে 'না' ৭

দু'বার বিয়ের পাকে রশ্মিকা-বিজয়
তারাদের কথা ৮

শিলিগুড়ি ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 27 February 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 279

ব্যাটিংয়ে বাজিমাত

রাজকীয় প্রত্যাবর্তন সূর্যদের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

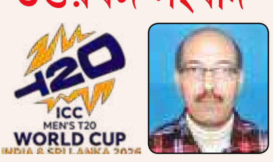

সঞ্জীবকুমার দত্ত

ভারত- ২৫৬/৪
জিম্বাবোয়ে-১৮৪/৬

চেন্নাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে চ্যাম্পিয়নরা ঠিক এভাবেই ঘুরে দাঁড়ায়। আগের ম্যাচে প্রোটিয়াদের কাছে ধাক্কা খেয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার প্রবল চাপ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সে বসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। ভারতের হেভিওয়েট ব্যাটিং লাইন আপ যখন মেজাজে থাকে, ক্রিকেট যে কতটা মোহময়ী আর একইসঙ্গে কতটা বিধ্বংসী হতে পারে, চিপক আজ তার সাক্ষী।

সুপার এইটের 'ডু অর ডাই' মহারণে জিম্বাবোয়ের বোলারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করে ভারত তুলল ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৫৬ রান। টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর, যা ২০০৭ সালে ডারবানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করা ২১৮ রানের রেকর্ডকে অবলীলায় ম্লান করে দিল।

অন্ধের মতো ব্যাট চালিয়ে রান তোলার কোনও মরিয়া চেষ্টা ছিল না। বরং প্রতিটি ব্যাটার ক্রিজে এসেছিলেন একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা আর নিখাদ আগ্রাসী মানসিকতা নিয়ে। আর সেই ব্লু-প্রিন্টের বাস্তবায়ন হল আক্ষরিক অর্থেই শিল্পীর তুলির টানে।

এরপর দশের পাতায়

মারমুখী মেজাজে হার্দিক পান্ডিয়া। ২৩ বলে অপরাজিত ৫০।

আজ স্বপ্নার তৃণমূল যোগের সম্ভাবনা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নিতে চলেছেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। সব ঠিক থাকলে তাঁকে প্রার্থীও করবে তৃণমূল। জিতলে মন্ত্রিত্বও পাকা বলে আভাস মিলেছে।

স্বপ্না গত সোমবার থেকে কলকাতায় আছেন। নমশূদ্র উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্যের

উপস্থিতিতে এই ক'দিন বেশ কয়েকবার তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা এই ক্রীড়া প্রতিভার আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনা যে ফলপ্রসূ, মুকুলের ফেসবুক পোস্টে তার ইঙ্গিত মিলেছে বৃহস্পতিবার।

মুকুল লিখেছেন, 'সুপ্রিম নির্দেশে আমি, শিবুকান্ত বর্মন ও প্রেমানন্দ দাস কয়েকদিন স্বপ্নাদের বাড়ি যাই। স্বপ্নার ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মেনেছে সমস্ত বাধাবিপত্তি।' এই বাধাবিপত্তি কী? তাঁর ইচ্ছা থাকলেও জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করতে রাজি না হওয়ায় ক'দিন আগে মুষড়ে পড়েছিলেন স্বপ্না।

রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আশায় থেকে এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি না নেওয়ায় আক্ষেপ করেছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে। সেই খবর প্রকাশের পরপরই স্বপ্না কলকাতা চলে যান গত সোমবার। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের ইঙ্গিতে আইপ্যাক-এর ডাক পেয়ে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাচক্রে সেদিন মুকুল রায়ের মৃত্যু হওয়ায় দিনভর ব্যস্ত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে তারপর গত তিনদিনে আলোচনা গতি পায়।

এরপর চারের পাতায়

উত্তরকন্যার পথে ইটবৃষ্টির পালটা লাঠিচার্জ

অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ফাঁসিদেওয়ায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা এবং এক সিভিক ভলান্টিয়ারের লাথিতে আদিবাসী মহিলার গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যুর অভিযোগকে ইস্যু করে বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিল আদিবাসীদের একটি সংগঠন।

সেই কর্মসূচিকে ঘিরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে-২ এলাকা। ব্যারিকেড ভাঙার পাশাপাশি পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি চালিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি সামলাতে পালটা লাঠিচার্জ করতে হয় উর্দিধারীদের। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান চালানো হয়, একের পর এক টিয়ার গ্যাসের শেলও ফাটানো হয়েছে। ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাতের দিকে অবশ্য তাঁদের ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর শরীরেও লাঠির আঘাত লাগে। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা কোনওক্রমে সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে আনেন। তবে সন্ধ্যায় এব্যাপারে দুর্গার সঙ্গে কথা বলতে একাধিকবার ফোন করা

- 'জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ'-এর ব্যানারে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক
- প্রায় ২০০০ মানুষের কর্মসূচির নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু
- দ্বিস্তরীয় ব্যারিকেডের প্রথমটি ভাঙতেই জলকামান চালু
- ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়

হলেও তিনি সাড়া দেননি।

এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। রাস্তার দুই লেনে যান চলাচল কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ির ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং, ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল সেখানে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ডিসিপি'র (পূর্ব) বক্তব্য, 'আমরা ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভের কারণে মামলা রুজু করা হচ্ছে।'

গতবছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বেধেছিল। অভিযোগ, ওইসময় এক সিভিক ভলান্টিয়ার আদিবাসী এক অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারে। এই কারণেই তাঁর বাচ্চার মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক ঘটনায় রাজনৈতিক রং চড়তে শুরু করে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট সহ বিজেপির নেতৃত্ব স্থানীয় অনেকেই ওই মহিলার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরাও।

অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি এবং জনজাতিদের সুরক্ষার দাবি জানিয়ে 'জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ' নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে এদিন উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই কর্মসূচিতেও বিজেপির একাধিক বিধায়ক এবং নেতাদের অংশ নিতে দেখা যায়। সামনের সারিতে থেকে জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

বঙ্গবিভূষণ, বঙ্গভূষণ যখন রঙ্গবিভূষণ, রঙ্গভূষণ

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মমতা সরকারের বঙ্গভূষণ ও বঙ্গবিভূষণ প্রাপকদের তালিকা দেখে যে কোনও লোকের মনে হতে বাধ্য, এই রাজ্যে বোধহয় গানের রমরমা চলছে প্রচুর। গানই সব।

এত ভালো ভালো সর্বভারতীয় শিল্পী রাজ্যে, যাঁদের দাপটে শ্রেয়া ঘোষাল, অরিজিৎ সিংদের আসন একেবারে টলমল আজ। গানে ভারতসেরা সব শিল্পী বাংলার। সংস্কৃতির অন্য বিভাগে সবাই শুধু শূন্য পাওয়া লোক। তাই ভূষণ, বিভূষণ অধিকাংশই গানের লোক। গান ছাড়া অন্য কিছু হয় না। সব সংস্কৃতি শূন্যতে গিয়ে ঠেকেছে।

একটু মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়বে, অপাত্রে দান করার ব্যাপারে তুলনাহীন এই সরকার। যত দিন যাচ্ছে, ণত্বষত্ব জ্ঞান একেবারে উধাও। বিরোধীরা অস্তিত্বহীন, আরও ছন্নছাড়া বুঝে সরকার লাজলজ্জাহীন আরও।

বহুদিন তাঁকে ঝুলিয়ে রেখে রাজ্য সরকার আরতি মুখোপাধ্যায়কে এবার ফিল্ম ফেস্টিভালের সময় বঙ্গবিভূষণ খেতাব দিল। খুবই ভালো কথা! আরতি সত্যিই খেতাব পাওয়ার যোগ্য! আর ভাষা দিবসে বঙ্গবিভূষণ কারা পেলেন? শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা মিত্র, বাবুল সুপ্রিয়, ইমন চক্রবর্তী।

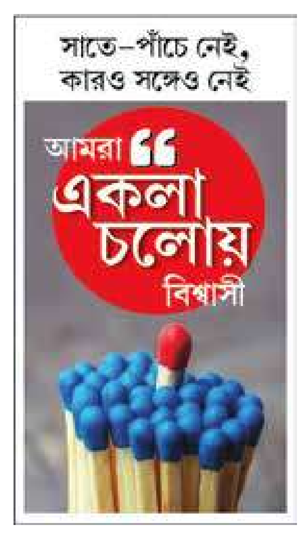

তার মানে আমাদের ধরে নিতে হবে, সরকারের চোখে আরতি মুখোপাধ্যায় আর ইমন চক্রবর্তী একই সারির এখন। আরতির কত হিট গান রয়েছে, আর এঁদের কতগুলো সেটা কেউ কি ভাববে? নচিকেতা, লোপামুদ্রার কথা বাদ দেওয়া গেল! দুজনেই অনেকদিন গাইছেন, দুজনেরই অনেক বাংলা গান হিট। বাকিরা? অনেকে বুঝে গিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর করা গান গাইলেই কেল্লা ফতে। মন্ত্রীদেরও আর কিছু কাজ না করলেও চলবে!

বঙ্গভূষণ হলেন মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, কার্তিক বাউল ও অদিতি মুন্সি। গানে গানে একেবারে ভরে গেল বাংলা। শুধু প্রশ্ন থেকে গেল, ইমন চক্রবর্তী কি রাঘব-মনোময়-রূপঙ্করের থেকে এক ধাপ উপরে? নাকি তৃণমূলের কর্মী অদিতি মুন্সি রূপঙ্কর-রাঘবদের সমপর্যায়ে? কীসের ভিত্তিতে? এটা কি রাঘব, মনোময়, রূপঙ্করদের পক্ষে চরম অপমানজনক নয়?

কিছু করার নেই। সরকার দিয়েছে, নিতে হবে। নইলে ইন্দ্রনীল সেন অ্যান্ড কোং অনেককে গানমেলার মতো সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বাদ দিয়ে দেবেন। যা গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর শিল্পীর ক্ষেত্রে হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

চাকচিক্যের আড়ালে মন খারাপের ছবি

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলার অধীন। নগরায়ণের ছোঁয়া পেলেও উন্নয়ন নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ৪১ থেকে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : শপিং মল এবং আকাশছোঁয়া আবাসনকে যদি উন্নয়নের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়, তবে সেবক রোডের পার্শ্ববর্তী শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ থেকে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড গত দুই দশকে রকেটের গতিতে এগিয়েছে। এই ওয়ার্ডগুলোর বাইরের চাকচিক্য দেখলে এখানকার নাগরিক পরিষেবা হয়তো অত্যন্ত ঝাঁ চকচকে বলে যে কেউই মনে করতে পারেন। সাধারণ মানুষের ধারণা হতে পারে যে, হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া কিংবা দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দারা ঠিক যেমন নাগরিক সুবিধা পান, গান্ধিনগর, প্রকাশনগর বা বিবেকানন্দনগরের মানুষও বুঝি তেমনই পরিষেবা পাচ্ছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই সংযোজিত ওয়ার্ডগুলোর বাহ্যিক আড়ম্বর কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলে এক করুণ ও রূঢ় বাস্তব চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শালুগাড়া চেকপোস্ট পার হয়ে সেবক রোড ধরে কিছুটা এগোলে হাতের বাঁদিকে একটি বিশাল শপিং মল চোখে পড়ে। সেই মলের পাশ দিয়েই ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকে রীতিমতো চমকে যেতে হয়। ওয়ার্ডে বিলাসবহুল শপিং মল রয়েছে, আবার ওয়ার্ডের ভেতরের

রাস্তার দুই ধারে একরকম গড়ে ওঠা 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড'ও রয়েছে। ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ নগরে ২ নম্বর পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অবস্থিত। সেটির ঠিক সামনেই আবর্জনার বিশাল স্তূপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে রোগীদের ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়। একটু এগোলে দেখা যায় যে, রাস্তার ভ্যাট উপচে

এরপর দশের পাতায়

পাহাড়ের বাঁকে বুনোফুলের কান্না

গত এক শতাব্দীতে পূর্ব হিমালয়ের গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপাতভাবে সামান্য মনে হওয়া এই পরিবর্তনটুকুও অর্কিডদের কাছে মরণফাঁদ।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পাকদণ্ডি বেয়ে ওঠা পাহাড়ের বাঁকে বা সিঙ্গালিলা অভয়ারণ্যের নির্জন এলাকায় যে রডোডেনড্রন একসময় বৈশাখের শুরুতে লাল আগুন জ্বালিয়ে দিত, এখন তা ফাগুনের মাঝপথেই জ্বলে উঠেছে। দার্জিলিং হিমালয়ের উচ্চতাভেদে যে ফুলগুলোর ফোটার একটা অলিখিত পঞ্জিকা ছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের করাল গ্রাসে সেই ক্যালেন্ডার আজ ওলটপালট। হিমালয়ের এই নিভৃত কন্দরে নিঃশব্দে ঘটে চলেছে এক বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয়, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন, 'ফেনোলজিক্যাল শিফট', গোদা বাংলায় ঋতুচক্রের বিবর্তন। মেঘ-কুয়াশার চাদরে ঢাকা এই পাহাড়ে অর্কিড এবং বন্যফুলেরা কেবল সৌন্দর্যের পসরা নয়, তারা আসলে পাহাড়ের স্বাস্থ্যের ব্যারোমিটার। অথচ গত দুই দশকে দার্জিলিংয়ের গড় তাপমাত্রা যে হারে বেড়েছে, তাতে এই নীরব শিকারদের অস্তিত্ব আজ খাদের কিনারায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছেন, অর্কিড এবং বন্যফুলেরা পালটে দিচ্ছে তাদের জৈবিক আচরণ, যা হিমালয়ের সামগ্রিক প্রাণবৈচিত্র্যের জন্য এক অশনিসংকেত।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, গত এক শতাব্দীতে পূর্ব হিমালয়ের গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপাতভাবে সামান্য মনে হওয়া এই পরিবর্তনটুকুও অর্কিডদের কাছে মরণফাঁদ। অর্কিড অত্যন্ত সংবেদনশীল উদ্ভিদ। তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট আর্দ্রতা এবং বিশেষ এক ধরনের মাইক্রোক্লাইমেট। গবেষকরা বলছেন, 'ডেনড্রোবিয়াম' বা 'সিম্বিডিয়াম' প্রজাতির অর্কিডগুলো এখন আর আগের মতো গভীর জঙ্গলে দেখা যাচ্ছে না। তাদের অভিমত, বৃষ্টির ধরনে ব্যাপক বদল আসার ফলে অর্কিড যে গাছগুলোর ওপর আশ্রয় নিয়ে বাঁচে (এপিফাইট), সেই গাছগুলোর বাকল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে পর্যাপ্ত আর্দ্রতার অভাবে ওই পরজীবী বা আশ্রয়ী উদ্ভিদগুলো অকালে মারা পড়ছে। আগে জুন-জুলাই মাসের মৌসুমি বৃষ্টির যে ছন্দ ছিল, এখন তা বদলে গিয়ে কখনও দীর্ঘ খরা আবার কখনও মেঘভাঙা বৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই অনিয়মিত বর্ষণ অর্কিডের পরাগায়ন বা পলিনেশন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এরপর দশের পাতায়

কোচবিহার বিমানবন্দর।

পরিষেবা বন্ধের আশঙ্কা

বৃহস্পতিবারও বিমান নামল না কোচবিহারে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সপ্তাহে একদিন করে বিমান নামার কথা। কিন্তু ১৯ ফেব্রুয়ারির পর ২৬ তারিখেও বিমান নামল না কোচবিহার বিমান বন্দরে। শুধু নতুন করে পরিষেবা চালুর দিন, অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি বিমান নেমেছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেল? এ নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে কোচবিহারজুড়ে।

রাজ আমলে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালু ছিল। কিন্তু বাম আমলে নানা কারণে দীর্ঘদিন অনিয়মিতভাবে চলার পর অবশেষে ১৯৯৫ সালে বিমান পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসার কিছুদিন বাদে বিমান পরিষেবা চালু করে। সেই পরিষেবা তিন-চার বছরে ধাপে ধাপে কয়েকদিন চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর নিশীথ প্রামাণিক মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর উদ্যোগে ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ আসনের বিমান পরিষেবা এখান থেকে শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান স্কিম প্রকল্পে চলা সেই পরিষেবাও গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রশাসন সহ বিভিন্ন মহলের উদ্যোগে ওই বিমান সংস্থা ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে সপ্তাহে একদিন করে বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

কোচবিহার বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ৫ মার্চের পর থেকে তাদের নিয়মিত বিমান চালানোর কথা ছিল। এতে কোচবিহারবাসী আশায় বুক বেঁধেছিলেন- তাহলে কোচবিহারে বিমান পরিষেবা বন্ধ হচ্ছে না।

■ ৫ মার্চের পর থেকে নিয়মিত বিমান চালানোর কথা ছিল সংস্থার

■ সাপ্তাহিক পরিষেবাই যখন মিলছে না, তখন নিয়মিত পরিষেবা কীভাবে চলবে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

কিন্তু এক সপ্তাহ নামার পর পরপর দু'সপ্তাহ বিমান না নামায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি কোচবিহার বিমানবন্দরে পরিষেবা চালু রাখা নিয়ে সংস্থাটি আগ্রহী? এব্যাপারে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক শুভাশিস পাল বলেন, 'বিমান না নামানোর জন্য ওরা অপারেশন গ্রাউন্ডে সমস্যার কারণ দেখিয়েছে।'

উমরের 'বদলে যাওয়া' নিয়ে জল্পনা

আজাদ

মানিকচক ২৬ ফেব্রুয়ারি : মানিকচকের আসিনটোলা গ্রামের উমর ফারুকের বিরুদ্ধে জঙ্গিযোগের অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। তারপরই শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। তাঁদেরই প্রতিবেশী, অল্পভাষী তরুণ উমর জঙ্গি, এই কথাটাই তো বিশ্বাস করতে পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা। তবে তাঁরা বলছেন, গত এক-দেড় বছরের মধ্যে তাঁর আচরণে কিছু বদল টের পেয়েছেন। বাড়ির লোকজনও সেকথা মানছেন পরোক্ষে।

এমনিতে এলাকা তো থমথমে। সংবাদমাধ্যমের লোকজন দেখলেই এলাকার বাসিন্দারা ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তার মধ্যে দুই-একজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, উমর দীর্ঘদিনই ঘরছাড়া। কাজের সুবাদে বাড়ির বাইরে বাইরেই থাকতেন। তবে আগে মাঝেমধ্যেই বাড়ি আসতেন। কিন্তু গত একবছরে সেভাবে বাড়ি আসেননি বললেই চলে।

উমরের এক প্রতিবেশীর দাবি, 'ও আগে পাড়ার সবার সঙ্গে মিশত, আড্ডা দিত। কিন্তু পরবর্তীতে কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। পাড়ার কারও সঙ্গে তেমন কথা বলত না। বাড়ি এল কি এল না বুঝতে পারতাম না। কারণ বাড়ি ফিরলেও বাইরে খুব একটা বের হত না। বাড়িতেই থাকত।'

উমরের এক বন্ধু এদিন দাবি করলেন, 'আগে ওর সঙ্গে আমার ভালো যোগাযোগ ছিল। মাঝেমধ্যে ফোনে কথা হত। কিন্তু গত এক-দেড় বছর ধরে ফোন মারফত ও কারও সঙ্গেই কথা বলত না। কী হয়েছিল কে জানে!'

গত এক-দেড় বছরে ফারুকের এই পরিবর্তন ভাবাচ্ছে সকলকে। গত সোমবার উমরের স্ত্রী সেমি

■ অল্পভাষী তরুণ উমর জঙ্গি, বিশ্বাস করতে পারছেন না এলাকাবাসী

■ তবে তাঁরা বলছেন, গত এক-দেড় বছরের মধ্যে তাঁর আচরণে কিছু বদল টের পেয়েছেন

■ বাড়ির লোকজনও সেকথা মানছেন পরোক্ষে

খাতুন দাবি করেছিলেন যে তাঁর স্বামী গত পাঁচ বছর ধরে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। আরও দাবি করেছিলেন যে তাঁর স্বামী সপ্তম শ্রেণি পাশ। এখন তিনি বয়ান বদলে ফেলেছেন। বলছেন উমর উচ্চশিক্ষিত। আর বছর পাঁচেক নয়, বছর দুয়েক ধরে নাকি তিনি বাইরে ছিলেন। কেন দু'বার দু'ধরনের বয়ান? সেমি বলছেন, 'স্বামীর গ্রেপ্তারির ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি বলে এসব বলছি।'

ধৃত ফারুকের বাড়ির চার-পাঁচটা বাড়ির পরেই গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তৈয়ব আলির বাড়ি। কথা হচ্ছিল একদা সিপিএমের দাপুটে নেতা তৈয়বের সঙ্গে। বললেন, 'উমর ভদ্র ও নম্র স্বভাবের ছেলে। কেন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তার নাম জড়াল, বুঝতে পারছি না। পাড়ায় আগে উমরকে দেখতে পেতাম। তবে গত এক বছর ধরে উমরকে তেমন দেখতে পাইনি।'

তৈয়ব আরও জানালেন, উমরের বাবা আখতার আলি ২০০৬ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে পিডিএস-এর টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন।

আসিনটোলা থেকে বেরোনোর সময় গ্রামের রাস্তায় দেখা হল গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর এক প্রাক্তন প্রধান মোহাম্মদ মোস্তাকের সঙ্গে। তাঁরও একই কথা, 'উমরের মতো নিরীহ গ্রাম্য ছেলের সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের যোগ-মেনে নিতে পারছি না।'

চা বাগানের ২ তরুণ দিল্লির সেমিনারে

নাগরাকাটা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্সের জঙ্গলের নানা ধরনের গাছগাছালির ঔষুধি গুণ নিয়ে নিজেদের বক্তব্য দিল্লিতে আয়োজিত সেমিনারে জানিয়ে এলেন কলাবাড়ি চা বাগানের ডায়না লাইনের দুই তরুণ সাওন কুজুর ও মুন্না মুন্ডা। সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গের 'অর্কিড ম্যান' আশিসকুমার রায়। সম্প্রতি তাঁরা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)-এর তিনদিনের সেমিনারে যান। সেমিনারের বিষয় ছিল জঙ্গলজাত ঔষুধি গাছপালার সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার। এ রাজ্য থেকে শিলিগুড়ির নরসিংহ বিদ্যাপীঠের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক আশিসই একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে ডাক পেয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান নাগরাকাটার ওই দুই তরুণকে।

W.B.C.A.D.C
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST. DARJEELING
E-Tender Notice No. 03/2025-26 dt.26.02.2026 &
E-Tender Notice No. 04/2025-26 dt. 26.02.2026

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project Invites e-Tender for following works: (A) Electrification works at Satvaiya Farm for newly constructed i) Mushroom production unit, ii) Poultry Brooder house & iii) 2(two) nos. Duckery unit, & (B) Supply, Delivery, Installation & commissioning of electrical fitting, fixture, fan & AC machine at newly constructed Community Hall and Laboratory. Both works at Satvaiya Farm. The intending tenderers are requesting to inspect the website www.wb.tenders.gov.in before quoting their rates from 02/03/2026.

Sd/- Officer-in-Charge
WBCADC S-N Project

NOTICE INVITING QUOTATIONS

Tender Ref. No.: F69.V3/REG/0301-26
Dated : 19.02.2026
Quotations are invited from persons interested in purchase Laptop from Overhead fund of ANRF funded file no: SUR/2022/002974 for official use.
Last Date of quotation submission : 06.03.2026
Please visit **https://cbpbu.ac.in/tender-notice.php** for further details.

Sd/- Registrar (Addl. Charge)
Cooch Behar Panchanan Barma University

E-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block
Banarhat, Jalpaiguri

Notice inviting Tender by the undersigned for different works vide BANARHAT/BDO/NIT-032/2025-26 (2nd Call), Dt.-25.02.2026
Last date of online bid submission 05-03-2026 uoto 13:00 Hrs.
For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Banarhat Development Block

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/ bidders for **NIeT No. 363/2025-26** dated **24-02-2026**, for Repairing and Renovation of 8 nos. of Primary Schools under Maynaguri Block, Jalpaiguri District.

For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from **27-02-2026 at 11:00 A.M.** Last date for submission of tender is **13-03-2026 upto 17:00 Hrs.** Other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

Office of the
Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No-622, Dated- 25-2-26, NIT-02(BDO)/2025-26. Last date of bid submission are 11.03.2026. Intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Development Block

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আনন্দধারা (WBSRLM) প্রকল্প এর আওতায় পরিচালিত আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশনের অন্তর্গত সমস্ত ব্লকের অধীনস্থ সকল সংঘ সমবায়-এ CLF Accountant & MIS পদে অস্থায়ী নিযুক্তিকরণের জন্য সেই ব্লকের যোগ্য আনন্দধারা প্রকল্পের স্বনির্ভর দলের সদস্যা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

Application form will be received on & from 27.02.2026 to 27.03.2026. For details, please visit www.alipurduar.gov.in /BDO Office/DRDC Office, DM Office/SDO Office, Alipurduar.

Sd/-
Chairperson
&
Sub Divisional Officer
Alipurduar.

Corrigendum

NIT No.: PBSSM/COB/02/25-26 for Construction of Science Laboratory, Cooch Behar

The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar extend for submission of bid date. The details can be obtained from **http://wbtender.gov.in.**

Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৭_২০২৬/কে/১৭০৩, তারিখ: ২০-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, **টেন্ডার নং. :** ০৭_২০২৬; **কাজের নাম : (ক)** "নিউ জলপাইগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ:- ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে অফিসার (জিও-এর) রেস্ট হাউসের মেরামত ও সংস্কার"। (খ) "নিউ জলপাইগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ - ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির বিনোদন হলের সংস্কার"। (গ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ "৪বিএন/আরপিএসএফ/ নিউ জলপাইগুড়িতে আরপিএসএফ জিও-এর মেসে ০১টি স্যুট এবং ২টি কক্ষ নির্মাণ, টয়লেট এবং বাথরুম (সম্পূর্ণ সজ্জিত), আরও স্টাফের জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ, ১৫০০ মিটার (গভীরতা ১ মিটার) ড্রেন নির্মাণ।" (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ "নিউ জলপাইগুড়ি:- টয়লেট ও বাথরুম সহ বিকিউএম অফিস এবং ০৫টি স্টোর রুম সংস্কার"। (ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ "নিউ জলপাইগুড়ি:-৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে সংযুক্ত টয়লেট সহ ডিউটি রুম ও ডায়েরি রুম এবং উভয় রুম নির্মাণ"। **টেন্ডার মূল্য:** ৭২,৪৮,৫৩১/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১,৪৫,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **টেন্ডার খোলা** ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নং.: **C-APNFRACWTNG। একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট) :** ০৩-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টা।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	শেষ তারিখ/সময়
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-কেওজে-ডব্লিউআরএল-৪১-২২-২ (পে এন্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	০৩-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:৩০ টায়।

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, এপিডিজে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিন:** ১০৯৬।

অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৪৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশনে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের ধুবড়ি স্টেশনে মিশ্রত পার্কিং।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এইচএসএ-এমএক্স-২৬-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ড
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স- ১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	গোসাইগাঁও হাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ড
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ মাল জং স্টেশন পরিসরের প্রবেশদ্বারের ডানদিকে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-জেপিই-এমএক্স-১-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১১-০৩-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১২.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন। **টোকা:** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

কোলকাতায় মহিলা P.G-এর জন্য বিশ্বস্ত রান্না, পরিচর্যা এবং মেয়েদের দেখাশোনার জন্য একজন মহিলা চাই। বয়স সীমা (৩৫-৫০), যার কোনও পিছুটান নেই এই রূপ মহিলা হলে ভালো। এই কাজে যারা ইচ্ছুক তারা এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। মাইনে - ১০,০০০ টাকা। ফোন নং - 7908233320. (C/119589)

●

শিলিগুড়ি ও আশপাশে কাজ করবার জন্য গার্ড চাই। বেতন 11000 টাকা + OT+PF+ESI থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (M) 8170837161, 9434603126. (C/120481)

অ্যাফিডেভিট

আমার P.N.B S.B A/C No - 0790010152839 তে নাম ভুল থাকায় গত 25.02.2026 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Tarakumari Magar এবং Josna Magar একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120819)

●

আমি বুল্টি রায় সরকার স্বামী মলয় সরকার গ্রাম - দেবোত্তর চাড়াল জানি, পোস্ট - নাটাবাড়ি, থানা - তুফানগঞ্জ, জেলা - কোচবিহার, আমার সমস্ত সরকারি নথিতে আমার নাম রয়েছে বুল্টি রায় সরকার। কিন্তু আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম রয়েছে বুল্টি সরকার। গত ২৩/১২/২০২৫ ইং তারিখে তুফানগঞ্জ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে বুল্টি রায় সরকার হইলাম। (C/120943)

●

আমার জন্ম শংসাপত্রে (No. 3855, Dt. 17-11-1998) আমার নাম Alamgir Ahamedh থাকায়, গত ০৩-১১-২৫ JM 1st ক্লাস সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Alamgir Ahmed হলাম ও আমার মায়ের নাম (আমিনা বিবি খাতুন) ভুলবশত: শংসাপত্রে না থাকায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য হলফনামা করলাম। Alamgir Ahmed ও Alamgir Ahamedh- এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Alamgir Ahmed, মোয়ামারী, দোমুখা নয়ারহাট, কোচবিহার- 736157.

E-Tender Notice

NIT No.: PBSSM/COB/03 (2nd Call)/25-26 for procurement of different type of materials relating to Integrated Science Laboratory with Equipments in Secondary Schools, Cooch Behar.
The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender. The details can be obtained from **http://wbtender.gov.in**.

Sd/-
District Education Officer

SITUATION VACANT

SARADA VIDYA MANDIR, CBSE (English Medium), Sudarshanpur Raiganj, U/D, invites applications for recruitment of Asst. Teacher (PGT/TGT) for following subjects:
ECO, POL.SC, HIST, MATHS, HINDI, ENG, PHYSICS, CHEM, COM.SC, ACCOUNTANCY, BUSINESS STUDIES
Qualification: For PGT & TGT, M.A/M.SC/M.COM/B.A/B.SC with B.Ed./DEIEd Candidates should be efficient to teach in English.
Eligible candidates are requested to submit their bio-data/CV by 10TH MARCH, 2026 to the school office personally or through E-mail:saradavidyamandir12@gmail.com.
Mob: 9475717194, 9474730044

DDP/N-74/2025-26

Corrigendum of e-Tenders for 3 (three) no. of works under Rural Roads - 2025 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-74/2025-26 is 10/03/2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.tenders.wb.gov.in**.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ এবং O+ বয়স 40 এর মধ্যে। পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No.- 9046081533. (C/120940)

জ্যোতিষ

বশীকরণ সম্পত্তি গুপ্তশত্রু বিচ্ছেদ মাঙ্গলিক মারণদোষ কাটাতে জ্যোতিষী বাবুদাকে ফোন করুন। ২৮/০২ ও ০১/০৩ শিলিগুড়িতে : 7044304585 /9163736098. (K)

ভর্তি চলছে

PCI স্বীকৃত SMFWB অনুমোদিত জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur College of Pharmacy তে 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা অফ ফার্মাসি দুই বছরের কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ : 9832632235/ 9933390405.

অ্যাফিডেভিট

I, Prafulla Mandal, S/o Lalit Mandal, Vill Uttarjai, P.S: Bamangola, Dist: Malda, declare that name change of my minor child, old name is Pranita Mandal to new name is Prabhuta Mandal vide affidavit dt. 17.12.25 sworn before 1st class Magistrate. (C/120137)

●

কন্যার (Aheda Khatun) জন্ম শংসাপত্রে Regd. No. B-2019:19-00788-004323 বাবার ও মায়ের নাম ভুল থাকায় গত 9.2.26, J.M. 1st চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট (নং 464) দ্বারা আমি Nemful Bibi, W/o- Md Saifuddin এবং Memful Bibi, W/o- Saifuddin উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সং- সোনাপুর, কারিয়ালি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা। (S/T)

●

আমি, Binod Kumar Mishra আমার আধার কার্ডে আমার নাম ও ভোটের কার্ডে আমার নাম ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 21/2/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে 1st ক্লাস LD. J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (আমি) Binod Mishra এবং Binodh Kumar Misra থেকে Binod Kumar Mishra নামে পরিচিত হলাম। (বাবা) Jadunandan Misra থেকে Jadu Nandan Mishra নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি, এবং আমার সঠিক জন্ম তারিখ 17/08/1975 বদলে 20/03/1974 করা হলো। (C/120942)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2008 0936854 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18-02-26, J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Tapas Barman, S/o. Biswanath Barman এবং Tapash Barman, S/o. Hedlo Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার এবং আমার বাবার পুরো, শুভ এবং সঠিক নাম প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ লটকার পাড়, পোঃ মোয়ামারী, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119587)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2001 0907954 আমার এবং বাবার নাম ভুল নথিবদ্ধ হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। গত 23-02-26, J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Shyamal Kumar Saha এবং Shyamal Kr. Saha, বাবা Anil Kumar Saha এবং Anil Kr. Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম ও ঠিকানা সর্বত্র Shyamal Kr. Saha, S/o. Anil Kr. Saha, ঠিকানা ঃ Sahebganj Road, Dinhata, Dist. Cooch Behar, Pin- 736135- এর পরিবর্তে আমার সঠিক নাম Shyamal Kumar Saha, S/o. Anil Kumar Saha, ঠিকানা ঃ Magazine Road Extn. South End, Newtown, Ward No. 13, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Cooch Behar-736101 প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। (C/119586)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
MERI WARRANT
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস — SHOW TIME 10.45 AM 4.15 PM BENGALI (A)
বধূ ডাকাত — SHOW TIME 1.15 PM 7.00 PM BENGALI (U/A)

আজ টিভিতে

ময়ূখকে টাকা দেওয়ার জন্য গয়না চুরি করে লাজুর ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা বনলতার। **কনে দেখা আলো** রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ অ্যাকশন (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.০০ দেবী, বিকেল ৪.১৫ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.১৫ অগ্নি, রাত ১০.৩০ বলো না তুমি আমার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ইনকিলাব, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ বড় বউ, রাত ১০.৩০ দুজনে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তোমায় পাব বলে, বেলা ১১.৩০ বাবা কেন চাকর, দুপুর ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ লোফার, রাত ৮.০০ আধো আলো ছায়া তে, ১০.০০ বচ্চন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পরিবর্তন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগ পঞ্চমী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৪০ ফর্জ, দুপুর ১২.৪০ দিল কা রিস্তা, বিকেল ৩.৫০ কচ্চে ধাগে, সন্ধে ৬.৫০ ওয়েলকাম, রাত ১০.২০ সন অফ সর্দার

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৮ ভেট্টাইয়ান-দ্য হান্টার, দুপুর ১.৩৬ রেইড-টু, বিকেল ৪.২৬ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ স্কাই ফোর্স

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৩ মেহরবাঁ, দুপুর ২.০৪ জীবন এক সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৫৬ ময়দান ই জঙ্গ, সন্ধে ৭.৫০ দিল হ্যায় বেতাব, রাত ১০.৪০ সাজন চলে সসুরাল

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৫৮ ব্যাং ব্যাং, দুপুর ২.৩৪ রাজনীতি, বিকেল ৫.২৫ বরফি, সন্ধে ৭.৫৭ পিঙ্ক, রাত ১০.১৮ মেরি কম

জি বলিউড : সকাল ১০.৫৭ সংসার, দুপুর ১.৪৩ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৪.৫৫ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৫৯ মর্দ, রাত ১১.২০ আদমি

মাশরুম চিকেন উইথ হোয়াইট সস তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন শিল্পা শাট। **রাঁধুনি** দুপুর **১.৩০ আকাশ আট**

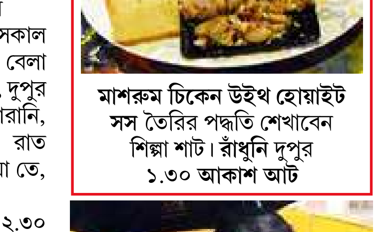

খট্টা মিঠা বিকেল ৪.৫৫ **জি বলিউড**

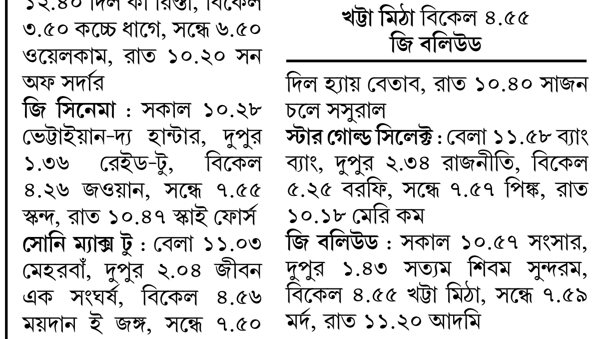

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ দিনের শুরুতেই ভালো খবর আশা করতে পারেন। কোনও কাজের সুবাদে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বৃষ : দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য কেটে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কোনও কাজের আজ সমাধান হবে। মিথুন : আর্থিক সচ্ছলতা ফিরবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু উদ্বেগ থাকবে। কর্কট : চালু থাকা কোনও প্রকল্প সাময়িক বন্ধ রাখতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার সাহায্যে পদোন্নতি। সিংহ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বয়স্কদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আজ দেখা হবে। কন্যা : বন্ধুর কাছ থেকে নেওয়া ঋণের টাকা শোধ করে স্বস্তি পাবেন। আজ সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। তুলা : দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন আজ। অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে পেরে শান্তি পাবেন। বৃশ্চিক : বন্ধুর উসকানিতে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হবে। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। ধনু : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা বাড়ির সংস্কারে হাত দিতে পারেন। অন্যের জন্য কিছু করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। মকর : প্রিয়জনের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্তদের ভালো সুযোগ মিলতে পারে। প্রেমে দোলাচল কাটবে। কুম্ভ : সম্পর্ক নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ আজ মিটে যাবে। ব্যবসায় বন্ধুর হস্তক্ষেপে আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। মীন : কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে সামান্য কারণে অসম্মানিত হতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৮ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪ ফাগুন, সংবৎ ১১ ফাল্গুন সুদি, ৯ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৬, অঃ ৫।৩৫। শুক্রবার, একাদশী রাত্রি ১০।২৩। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।৫৮। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৮।৩। বণিজকরণ দিবা ১১।২৬ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১০।২৩ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৫৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৯ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।৫৮ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।২৩ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১০।২৩ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৮।৫৮ গতে ১১।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৩ গতে ১০।১৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১০।১৭ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ১০।২৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৫৮ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (আমলকী)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৬ মধ্যে ও ৮।১৩ গতে ১০।৩৫ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৯ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।২৬ গতে ৪।১৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২২ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৬।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অবশেষে পাঁচিল নিয়ে জট কাটল

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সড়কের জমির উপর পাঁচিল দিতে পারবে না হোটেল কর্তৃপক্ষ। মাটিগাড়া হরসুন্দর উচ্চবিদ্যালয়ের সামনের অংশ নিয়ে বিবাদ মেটাতে ডাকা বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার মেয়র বলেন, 'জাতীয় সড়কের রাস্তা সবাই ব্যবহার করতে পারবে। স্কুলের গেটও খোলা থাকবে। সেই অংশে পাঁচিল হবে না। মিড-ডে মিলের খাবারের ঘরের শেডটা করে দিতে বলা হয়েছে। নিকাশিনালা নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে, সেটাও মহকুমা পরিষদকে দিয়ে সমাধান করে দেওয়া হবে।'

হোটেল মালিক ব্রিজকৃষ্ণ প্রসাদের দাবি, 'আমাদের জমিতেই আমরা পাঁচিল দেব বলে ঠিক হয়েছে। আমরা কারও জমি দখল করিনি।'

এদিকে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কমলেন্দু আচার্য বলছেন, 'স্কুলের গেট রাস্তার পাশ দিয়ে থাকবে।'

প্রসঙ্গত, বর্তমানে দশ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলছে। বালাসন থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত রাস্তার কাজ করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। সেজন্য স্কুলের মিড-ডে মিলের খাবারের জায়গায় শেডের একাংশ ভাঙা পড়ে। অভিযোগ, তার পাশ দিয়েই একটি পাঁচিল দিচ্ছিল পাশের নির্মীয়মাণ একটি হোটেল কর্তৃপক্ষ। ওখানে পাঁচিল উঠলে স্কুলের গেটটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। তাই স্কুলের তরফে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে গেটটি খোলা রাখার দাবি তোলা হয়েছিল। তা নিয়েই এদিন বৈঠক হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪০৯, তারিখ ২৩.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : ৩ বছরের জন্য মালদা ডিভিসনে ভাগলপুর/মালদা টাউন ডিপোর ইওজি/এইচওজি ধরনের এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির পাওয়ার কারগুলিতে ফিট করা গ্রিভস কটন নির্মিত ৫০০ কেভিএ ৭৫০ভিএ (ডিজেল অল্টারনেটর)-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। প্রত্যেক পাওয়ার কারে ২টি করে ডিজি সেট রয়েছে। টেন্ডার মূল্য : ১,৭৯,৭৪,১৯৩ টাকা। বায়না অর্থ: ২,৩৯,৯০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ১৭.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে ০৩.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা স্বপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-348/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১৪, তারিখ ২৩.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : ৩ বছরের মেয়াদের জন্য এমএলডিটি এবং বিজিপিতে (আইসিএফ এবং এলএইচ ধরনের) এসি কোচসমূহের ফেডার্স লয়েডস/লয়েডস/সিডওয়াল/ইনটেক/অমিত/দৌলতরাম/স্টেস্যালাইট নির্মিত আরএমপিইউ প্ল্যান্ট সমূহের বার্ষিক সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য : ৪,৮৩,৩৩,৬৫৪.৮১ টাকা। বায়না অর্থঃ ৩,৯১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০৩.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে ১৭.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা স্বপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-349/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং ২০২- এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ২৩.০২.২০২৬ (পিওয়ে ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং ২০২-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নামঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে মুর্শিদাবাদ জেলায় কিমি ২৬০-১৮২.৯৩ কিমি পর্যন্ত নিউ ফারাক্কা-আজিমগঞ্জ শাখার মধ্যে এবং মালদা জেলায় কিমি ২৯২.০৫-২৬০.০ পর্যন্ত মালদা টাউন নিউ ফারাক্কা শাখার মধ্যে রেলওয়ে জমিগুলির মিউটেশন কাজ সহ সীমানার হালনাগাদ করা, সংগতি আনয়ন এবং শংসাপত্র প্রদানের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৫২,২৮,৮৬০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৮.০৩.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং ডিআরএম কার্যালয়/মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাদের এই ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-350/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আদিবাসীদের উত্তরকন্যা অভিযানে রাজনীতির রং

সামনের সারিতে বিজেপি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনজাতি গোষ্ঠীর ব্যানারে উত্তরকন্যা অভিযানে দলীয় কর্মীদের ঝালিয়ে নিল বিজেপি! বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের উত্তরকন্যা অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির নেতাদের নেতৃত্ব দিতে দেখে এমনই প্রশ্ন তুলছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এদিনের মিছিলে পদ্ম বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, শিখা চট্টোপাধ্যায়রা সামনের সারিতে ছিলেন। বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সমর্থকরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলের অনুমান নির্বাচনের আগে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এই অভিযানকে বিজেপি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে, নির্বাচনের আগে শহরকে অশান্ত করতে জনজাতি গোষ্ঠীর আড়ালে বিজেপি ঝামেলা পাকিয়েছে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল অবশ্য বলছেন, 'আড়ালে আবডালে নয় সরাসরি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চকে সহযোগিতা করা হয়েছে। আমাদের বিধায়ক সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমরা আড়ালে কিছু করিনি। সরাসরি সহযোগিতা করেছি।'

অন্যদিকে, এই কর্মসূচির পরেই বিকেলে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল। সেখান থেকে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য গৌতম দেব। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গৌতমের অভিযোগ, 'বিজেপি শহরকে অশান্ত করতে চাইছে। ২০১১ সালের পর থেকে শহরে কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ হতে দিইনি। চাইলেই অনেক কিছু করতে পারতাম।' এনিয়ে বিধায়ক শিখার পালটা বক্তব্য, 'পুলিশ অতিসক্রিয় হয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লাঠি চালিয়েছে। পুলিশ তো এখন তৃণমূলের দলদাস। তাই তৃণমূল নেতাদের নির্দেশেই এত সক্রিয়তা দেখিয়েছে।'

গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষে ফাঁসিদেওয়ায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র এক আদিবাসী গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি মারার অভিযোগ ওঠে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। এমনকি সেই লাথির কারণে গর্ভে শিশুটির মৃত্যু হয় বলেও অভিযোগ করা হয়। ঘটনায় গর্ভবতী মহিলার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সেসময় রাজু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন 'এই জেলায় আমিই সবচেয়ে বড় গুন্ডা।' বৃহস্পতিবার গৌতম দেব সাংবাদিক সম্মেলনে রাজুর এই মন্তব্যের বিষয়টি উত্থাপন করে সাংসদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা উচিত বলে দাবি করেন।

বিষয়টি নিয়ে রাজুর পালটা, 'আমি ওঁকে ভয় পাই না। আমাকে ভয় দেখাতে আসবেন না। আন্দোলনের বিরোধিতা করে গৌতমবাবু তো আদতে এটাই বোঝালেন যে তিনি অপরাধীর পক্ষে রয়েছেন। আজ পুলিশ যেটা করেছে সেটা অতিসক্রিয়তা।'

এদিকে, এদিনের আন্দোলনে বিজেপি ছাড়াও সংঘ-ঘনিষ্ঠদের যেমন দেখা গিয়েছে তেমনই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

তখন আগুনের লেলিহান শিখায় ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাচ্ছে দোকান দুটি। বৃহস্পতিবার ভোরে।

দুধিয়ায় আগুনে ছাই দুটি দোকান

অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র দাবি বাসিন্দাদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ভোরে হঠাৎ ভয়াবহ আগুন। শত চেষ্টা করেও রক্ষা করা গেল না দোকান। বৃহস্পতিবার ভোরে দুধিয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুটি দোকান পুরোপুরি ছাই হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি থেকে দমকলের ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছালেও শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। জীবনহানি না হলেও দোকানের কোনও সরঞ্জামই রক্ষা করা যায়নি। এই ঘটনার পরেই এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র তৈরির দাবি উঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করে সবধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন। এদিকে, অনীতকে সামনে পেয়ে অগ্নিনির্বাপণ তৈরির দাবি জানান স্থানীয়রা। অনীতও এই এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র প্রয়োজন বলে স্বীকার করে নেন। পরে তিনি বলেন, 'এখানে জমির ব্যবস্থা করুন। আমি রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে একটা অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র তৈরির জন্য পদক্ষেপ করব।'

দুধিয়া বাজার হয়ে মিরিকগামী ১২ নম্বর রাজ্য সড়ক ধরে কিছুটা এগিয়েই স্থানীয় হাটের সামনে দুটি বড় দোকান রয়েছে। এই দোকানগুলিতে বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ আগুন লাগে।

■ বৃহস্পতিবার ভোরে হঠাৎ দুধিয়ায় দুটি দোকানে আগুন লাগে

■ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে যায় সবকিছু

■ এরপরেই এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র তৈরির দাবি জোরালো হয়েছে

স্থানীয় সূত্রের খবর, স্থানীয় ভক্ত থামির দোকানে প্রথম আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বিজয় রাইয়ের দোকানেও। আগুন দেখে স্থানীয় এক বাসিন্দা চিৎকার শুরু করেন। এর পরেই ধীরে ধীরে সেখানে প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়। সকলেই জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টাও করেন। নকশালবাড়ি এবং মাটিগাড়ার অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। যদিও শত চেষ্টা করেও আগুনের লেলিহান শিখার কাছে সব চেষ্টা বৃথা যায়।

দুধিয়ার সেন্ট মেরি-৩ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সন্তোষ তামাং বলছেন, 'এত দূর থেকে দমকলের গাড়ি এখানে পৌঁছানোর আগেই দুটি দোকান পুরোপুরি ছাই হয়ে গিয়েছে। দুধিয়া, পানিঘাটা অথবা গাড়িধুরায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র থাকলে দ্রুত ইঞ্জিন পৌঁছাতে পারত।'

এদিকে, অনীতের আশ্বাসের পরেই এদিন বিকালেই জিটিএ'র তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যেকে ২০ হাজার তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকের হাতে এই টাকা করে তুলে দেন। অনীত আরও জানিয়েছেন, দুটি দোকানঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি আরও কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় কি না সেটা দেখা হচ্ছে। অনীতের কথায়, 'আমি স্থানীয়দের আশপাশে সরকারি জমি দেখার জন্য বলেছি। পর্যাপ্ত জমি পেলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে এখানে একটা অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র তৈরির চেষ্টা করব।'

মায়ের সঙ্গে টুকিধাপ্পা।। আলিপুরদুয়ার শহরে বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

শ্রমিক খুনের পুনর্নির্মাণ

চোপড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মহিলা চা শ্রমিকের খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল চোপড়া থানার পুলিশ। গত সোমবার লোছুগছ এলাকায় ঘর থেকে চা শ্রমিক জীবন্তী ওরাওঁয়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই দিনই মহিলার প্রতিবেশী তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, আশিক লাকড়া, রাহুল মুন্ডা এবং গোবিন লাকড়া মদ্যপ অবস্থায় চুরির উদ্দেশ্যে ওই মহিলার ঘরে ঢোকেন। মহিলা দেখে ফেলায় তাঁকে খুন করেন অভিযুক্তরা। পুলিশি জেরায় অভিযুক্তরা আরও জানিয়েছেন, পরের দিন মদের জোগান করতে মাত্র ৫০০ টাকার জন্য চুরির উদ্দেশ্যে তিনজন মিলে ঘরে ঢুকেছিলেন। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ওলট-পালট করতেই ওই মহিলা অভিযুক্তদের চিনে ফেলেন। এরপরেই মহিলাকে গলা চেপে খুন করেন অভিযুক্তরা।

চোপড়া

সচেতনতা প্রচার

চোপড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মরশুমের শুরুতে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র চাষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে রোগপোকা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে। সমিতির তরফে জানানো হয়েছে, ভারী বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ভালো ফলনের আশায় চাষীরা যাতে কোনও রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এলাকায় এধরণের প্রচার আরও চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

কর্মসূচি

চোপড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সিটু অনুমোদিত নির্মাণশ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে 'সাংগঠনিক সম্পর্কস্থাপন' কর্মসূচি করা হয়। সংগঠনের চোপড়া ব্লক সম্পাদক পার্থ ভৌমিক জানান, শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনার পাশাপাশি তাঁদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে।

বাগডোগরার হুলিয়া নদী দূষণে জর্জরিত

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : এক সময় যে নদীতে বোরোলি, কালবোস, খোলসা, মৌরলা, বাতাসি, দারকিনা, চেলা, তিতপুঁটি, আড় কিংবা চাপিলা মাছের মেলা বসত, আজ সেই হুলিয়া নদী নিছক এক নর্দমায় পরিণত হয়েছে। ভয়ানক দূষণের গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে হুলিয়ার চেনা ছবি। পরিবেশপ্রেমীদের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে অদূরভবিষ্যতে মাছ তো দূরের কথা, মানচিত্র থেকেই হয়তো মুছে যাবে এই নদী।

হুলিয়া নদী এখন কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে।

ব্যাংডুবি জঙ্গলের তাইপু বিট থেকে হুলিয়ার উৎপত্তি। জঙ্গল চিরে আঁকাবাঁকা পথে কমলপুর চা বাগান পর্যন্ত এই নদীর জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হলেও, বাগডোগরায় প্রবেশের পরই বদলে যায় সব। এয়ারপোর্ট মোড়ের সেতু থেকে চণ্ডালজোত পর্যন্ত নদীটি কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে শুধু প্লাস্টিক আর আবর্জনা।

স্থানীয় চা শ্রমিক রূপনি ওরাওঁয়ের দাবি, 'বাইক বা স্কুটারে করে বাইরের লোকজন এসে এখানে ময়লা ফেলে যায়।' মহেশ মল্লিক নামে এক ব্যক্তির কথায়, 'পাড়ার লোক ছাড়াও বাইরের মানুষ এখানে ময়লা ফেলে যায়, কে তাদের মানা করবে?' নদী দূষণের জন্য সাধারণ মানুষের অসচেতনতার পাশাপাশি প্রশাসনিক উদাসীনতাকেও দায়ী করেছেন অনেকে।

লোয়ার বাগডোগরার হরেকৃষ্ণপল্লি, শ্রীকলোনি, ক্ষুদিরামপল্লি, মসজিদপাড়া, এয়ারপোর্ট মোড় ও লোকনাথনগরের নিকাশিনালার দূষিত জল এসে মিশছে নদীতে। এয়ারপোর্ট মোড় এলাকায় এক সাফাইকর্মীকে ভ্যানে করে ময়লা এনে নদীতে ফেলতে দেখা গিয়েছে। নদীতে কেন ফেলছেন? সাফাইকর্মীর পালটা প্রশ্ন, 'কোথায় ফেলব বলুন?'

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বিধানসভায় হুলিয়া নদী সংস্কার, দূষণ রোধ ও বাঁধ দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন। বর্তমানে নদীর এমন শোচনীয় দশায় আক্ষেপ করে তিনি বললেন, 'নদী দূষণ রোধে রাজ্য সরকারের কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। হুলিয়ার মতো নদী হারিয়ে গেলে বাস্তুতন্ত্রের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।' পরিবেশপ্রেমী বিপ্লব রায়ের মতে, 'হুলিয়ার দূষণ যথেষ্ট উদ্বেগের। প্লাস্টিক ও বর্জ্যের কারণে জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমছে এবং শৈবালের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে নদী ক্রমে সরু হয়ে গভীরতা হারাচ্ছে, যা নদীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ জানিয়েছেন, নদী দূষণ আটকানো ও বাঁধ দেওয়া নিয়ে সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করা হয়েছে। হুলিয়া সহ ব্লকের অন্য নদীগুলি বাঁচাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মহাসড়কের রড উদ্ধার নেতার বাড়িতে

সোনাপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মহাসড়কের কাজের জন্য রাখা লোহার রড চুরি হয়েছিল। সেই চুরির রড পাওয়া গেল তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতির বাড়িতে। তৃণমূল নেতা দাবি করেছেন, এই বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। পুরোটাই চক্রান্ত। অন্যদিকে, নেতার বাড়িতে রড মেলায় কটাক্ষ করছে বিজেপি সহ অন্য বিরোধীরা। এই পুরো বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার দিনভর শোরগোল ছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট এলাকায়। অবশ্য কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি পুলিশের কাছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৪ লেনের মহাসড়কের কাজ চলছে। কয়েক বছর থেকেই এই কাজের সামগ্রী চুরির ঘটনা ঘটছে। চুরির অভিযোগে বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। সম্প্রতি রড সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরির ঘটনা অনেকটাবেড়েছে বলে অভিযোগ। গতকাল রাতে বাবুরহাট বাজারে কাছে মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থার বেশ কিছু রড চুরি হয়। এদিন সকালে ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা ওই ঘটনাস্থলে পৌঁছে রড টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ লক্ষ করে গিয়ে পৌঁছান পাশের এক বাড়িতে। সেই বাড়িটি তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সহ সভাপতি পঞ্চানন রায়ের। বাড়ির একটি ঘরে দেখা যায় প্রচুর লোহার রড, যার বাজারমূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। এরপর সেখানে স্থানীয়দের জটলা বাঁধে। নেতার বাড়িতে চুরি যাওয়া রড কীভাবে এল সেই প্রশ্ন ওঠে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

খড়িবাড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ভারী লরি, ডাম্পার চলাচলের ফলে বেহাল অবস্থা রাস্তার। এর আগে বালি-পাথর দিয়ে সংস্কারের সময় রোলিংয়ের পর পিচের আস্তরণ দেওয়া হয়নি, ফলে গাড়ি চললেই উড়ছে ধুলো। সাদা চাদড়ে ঢাকছে এলাকা। প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার চক্করমারি-দেবীগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন দুপুর একটা নাগাদ রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে দুপুর দুটো নাগাদ অবরোধ উঠে যায়।

বাংলা-বিহার সীমানার চক্করমারি-দেবীগঞ্জ রাজ্য সড়কটি বছর দেড়ের আগে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করেছিল পূর্ত দপ্তর। কিন্তু ভারী ডাম্পার ও লরির দাপটে মাত্র এক বছরেই সেই রাস্তা খানাখন্দে ভরে যায়। উঠে যায় পিচের আস্তরণ। তারপর গত ছ'মাস আগে বালি-পাথর দিয়ে রাস্তাটি রোলিং করা হলেও পিচের আস্তরণ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আর এখানেই দেখা দিয়েছে সমস্যা। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করলেই ধুলো উড়ছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এদিনের বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বাপন বিশ্বাস বলেন, 'রাস্তার পাশে আমার দোকান। ধুলোর জন্য দোকানের মালপত্র নষ্ট হচ্ছে।' বিক্ষোভকারীরা জানাচ্ছেন, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার যাতায়াত করে। ষাট বছর বয়সি দিনুবালা সরকারের কথায়, 'ধুলোর জন্য শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। মনে হয় আর বাঁচব না।' ৭৫ বছরের নীলকমল সরকারও একই কথা বললেন। স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তায় ভারী লরি, ডাম্পার চলাচল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অজয় সিংহ নামে এক বিক্ষোভকারী জানান, রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
Emerald Bower Campus : 56 A B.T. Road, Kolkata-700050

Admission Notice: FC/PHD-03/26 27/02/2026

On basis of the decision taken by the Admission Board of the Faculty of Fine Arts & Visual Arts, the University invites online applications for admission to the Ph.D. academic programme in different subjects under the Faculty of Fine Arts & Visual Arts in the academic session 2025-2026 in compliance with the pertinent UGC regulation 2022 and subsequent University regulation in this regard. Application Forms can be filled up **Online** on the University Admission / Students portal https://online.rbu.net.in from **27/02/2026 to 20/03/2026.** For further details, please visit the University website. (www.rbu.ac.in) and Admission/Students portal https://online.rbu.net.in.

Secretary, Faculty Councils

মেয়ের প্রেমিকের বাবাকে মার

বক্সিরহাট, ২৬ ফেব্রুয়ারি : দুজন প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণীর ভালোবাসার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বিয়ে করবেন বলে চারদিন আগে ঘর ছেড়েছেন তাঁরা। আর সেটাই মেনে নিতে পারেননি ওই তরুণীর 'তৃণমূল নেতা' বাবা। ক্ষমতার দম্ভে বৃহস্পতিবার তিনি কার্যত তাণ্ডব চালান মেয়ের প্রেমিকের বাড়িতে। অভিযোগ, বাড়িতে চড়াও হয়ে প্রেমিকের বাবা-মাকে টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে এসে বেধড়ক মারধর করা হয়। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তরুণের বাবা। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের। বিকেলে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে প্রেমিকের পরিবার। এদিকে, এই ঘটনার প্রতিবাদে বিকেলে ফলিমারি-রামপুর সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। পরে পুলিশের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। যদিও এই ঘটনায় ওই তৃণমূল নেতা গোকুল সাহার সাফাই, 'আমি শুধু ওঁদের মাধ্যমে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ভালোবাসার সম্পর্কে ফলিমারি অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি গোকুল সাহার এহেন দাদাগিরিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষজন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তোপ দেগেছে বিজেপি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শাসক নেতার প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সঙ্গে প্রতিবেশী জিতেন্দ্র সাহার ছেলের দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরিবার থেকে এই সম্পর্কের স্বীকৃতি মিলবে না আশঙ্কায় চারদিন আগে দুজনেই ঘর ছাড়েন। বিষয়টি জানাজানি হতেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে এলাকায়। মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে টানা দু'দিন ধরে প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়।

THE WEST BENGAL COLLEGE SERVICE COMMISSION

WBCSC

Advt. No. 1/2026

The candidates are requested to see the details from the websites **www.wbcsconline.in** & **www.wbcsc.org.in** for Application for the **Post of ASSISTANT PROFESSOR in State-aided General Degree Colleges.**

**By Order
Secretary**

উত্তরের ৮ জেলায় ৫১ কোম্পানি

বাহিনী করবে কী, শুরু রাজনীতির তর্জা

রণজিৎ ঘোষ ও নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা না হলেও রবিবারই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় আধা-সামরিকবাহিনী (সিএপিএফ) পা রাখছে। দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলায় প্রথম দফায় ৫১ কোম্পানি বাহিনী আসছে। বাহিনীকে কোথায় রাখা হবে সেই তালিকা তৈরি করে ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবারের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং জেলা পুলিশ এবং শিলিগুড়ি কমিশনারেট থেকে ইতিমধ্যেই বাহিনী রাখার জন্য জায়গা চিহ্নিত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'সম্ভবত সোমবার থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ শুরু করবে।'

কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশন ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। যতই কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাক, বিজেপির লাভ কিছু হবে না। তৃণমূলই ফের ক্ষমতায় আসছে।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত বলেই এত আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করছে।'

বিধানসভা হোক বা লোকসভা, ভোট ঘোষণার পরেই সাধারণত কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ শুরু করে। কিন্তু নজিরবিহীনভাবে এবার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার আগেই জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। দার্জিলিং জেলায় প্রথম দফায় নয় কোম্পানি বাহিনী আসছে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে তিন কোম্পানি এবং দার্জিলিং জেলা পুলিশে ছয় কোম্পানি বাহিনী আসছে। কালিম্পংয়ে তিন কোম্পানি বাহিনী রবিবার রাতের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

দার্জিলিং পুলিশ সূত্রের খবর,

- বাহিনীকে কোথায় রাখা হবে তা শনিবারের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে জানানোর নির্দেশ
- শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করতে স্পর্শকাতর বুথগুলিকে চিহ্নিত করা শুরু
- সোমবার থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ শুরু করতে পারে

সমতলের ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি এবং খড়িবাড়ি থানায় এক কোম্পানি করে বাহিনী রাখা হচ্ছে। বাকি তিন কোম্পানি পাহাড়ে রাখা হবে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ও শহরাঞ্চলে দুই কোম্পানি রেখে বাকি চার কোম্পানি বাহিনী বাকি থানাগুলিতে ভাগ করে মোতায়েন করা হবে। হোলির আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসায় বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের অনেকটাই সুবিধা হবে। কালিম্পং জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, শহরে এক কোম্পানি রেখে বাকি দুই কোম্পানি লাভা এবং গরুবাথানে মোতায়েন করা হবে। ১০ মার্চ দ্বিতীয় দফায় সমপরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী জেলাগুলিতে পাঠানো হবে বলে প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বিধানসভার মধ্যে চারটিতে মোট ৭০টি বুথ বাড়ছে। একমাত্র দার্জিলিং আসনে কোনও বুথ বাড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসন নয়া ভোটগ্রহণকেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে সমস্ত পরিষেবা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র বলেছেন, 'জেলাজুড়ে এই সমীক্ষার কাজ চলছে। কোথাও পরিকাঠামোগত কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মূলত টয়লেট ব্লক সহ আলো ও জলের ব্যবস্থা রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজও শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে জেলায় মোট বুথের সংখ্যা হতে পারে ১৫৩৫, যা আগে ছিল ১৪৬৫। সেই তালিকাও পৃথকভাবে জেলা প্রশাসনের তরফে কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে স্পর্শকাতর বুথগুলিকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। মূলত নির্দিষ্ট কোন বুথে শেষ লোকসভা নির্বাচনে অশান্তি হয়েছিল তার ভিত্তিতেই স্পর্শকাতর বুথের তালিকা তৈরি হয়েছে।

চা বাগানে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

ইসলামপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বুধবার রাতের অন্ধকারে তিস্তা ক্যানাল সংলগ্ন ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অজিতবাস কলোনি এলাকার একটি চা বাগানে তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা। সেই চা বাগানের সীমানায় লাগানো প্রায় ৭৫টি বড় গাছ সহ বেশ কিছু চা গাছও কেটে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে কী কারণে দুষ্কৃতীরা এভাবে গাছগুলি কেটে ফেলল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না ওই বাগানের মালিক দ্বিজেন মিস্ত্রি। গাছ কাটার পাশাপাশি বাগানে জল দেওয়ার মেশিন এবং সাব-মার্শাল পাম্পও নষ্ট করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেখানে রাখা জলের ড্রাম, চেয়ার সব পাশের চা বাগানে ফেলে দিয়ে রীতিমতো তাণ্ডব চালানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার কথা জানতে পেরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাগানের মালিক। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

থানায় বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধুগছ গ্রামে জমি বিবাদে মৃত কামিজউদ্দিনের (৫০) মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখালেন আত্মীয়রা। ময়নাতদন্তের পর অ্যাম্বুল্যান্সে করে মৃতদেহ নিয়ে পরিজনরা ফাঁড়িতে পৌঁছান। আত্মীয়রা দাবি করতে থাকেন, যতক্ষণ না মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ততক্ষণ মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া হবে। এমনকি দোষীদের ফাঁসির দাবিও তুলেছেন তাঁরা। যদিও পরে পুলিশের আশ্বাসে তাঁরা শান্ত হয়ে মৃতদেহ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন। প্রসঙ্গত, বুধবার জমি বিবাদে সংঘর্ষের জেরে কামিজুদ্দিনের মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত চলছে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

নজরদারি

ইসলামপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার ইসলামপুর আদালতে সতর্কতামূলক অভিযান চালিয়েছে পুলিশের বম্ব স্কোয়াড। বম্ব স্কোয়াডের কর্মী ও আধিকারিকরা এদিন আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এই তথ্য জানিয়ে ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন্দু মজুমদার বলছেন, 'কিছুদিন আগে বহরমপুরে আদালত চত্বরে বোমা সংক্রান্ত হুমকি এসেছিল। তারপর থেকেই আদালতগুলিতে এমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। আজ ইসলামপুর আদালতেও সতর্কতামূলক নজরদারি চালায় পুলিশের বম্ব স্কোয়াড।'

সেবকের কাছে সূর্যমুখী ফুলের চাষ। বৃহস্পতিবার রণজিৎ ঘোষের ক্যামেরায়।

আইনজীবী পরিচয় নিয়ে ধন্দ

মাদক সহ ধৃত ১

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পরনে কালো সুট-বুট। হাতে ব্যাগ। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। পুলিশের দাবি, বুধবার রাতে বাস থেকে ফাঁসিদেওয়া মোড়ে নামেন আশিসকুমার স্বর্ণকার। গোপন সূত্র মারফত আগেই খবর এসেছিল মাটিগাড়া থানায়। সেইমতো আশিসকে দেখে এগিয়ে যান সাদা পোশাকের পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি নিজেকে আইনজীবী বলে পরিচয়ও দেন। এরপর সঙ্গে থাকা ব্যাগটি খুলে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে 'বিড়াল'। অভিযোগ, প্যাকেটে মোড়া প্রায় তিনশো গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত নিজেকে আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দিলেও পরিচয়পত্র কিংবা সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্য দেখাতে পারেননি এখনও পর্যন্ত।

এদিকে, ওই ব্যক্তিকে ফাঁসাতে চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উদয়শংকর মালাকারের। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'এখানকার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ না থাকলেও আশিস আমার জুনিয়ার। বিহারের কোর্টে তিনি প্র্যাকটিস করেন। ও বহু 'এনডিপিএস' মামলা আমার কাছে এনে দিতেন। সেই আইনে ধৃতদের মৌলিক অধিকারের কথা বলতেন আশিস। এই কারণে পুলিশের ওঁর ওপর রাগ ছিল।' উদয়শংকরের যুক্তি, 'বুধবার আশিস এনডিপিএস মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া এক ব্যক্তির খোঁজখবর নিতে মাটিগাড়া থানায় গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পরনে

- বাস থেকে নামতেই সাদা পোশাকের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে
- ব্যাগ থেকে মিলেছে প্যাকেটে মোড়া ব্রাউন সুগার
- পুলিশের যুক্তি, ধৃত আইনজীবীর পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি
- শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে

আইনজীবীদের পোশাক ছিল।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'পুলিশ অভিযোগপত্রে ওই আসামির কথা প্রথমে লিখলেও পরে আশিসের নাম ঢুকিয়ে দেয়। সেই তথ্য আমাদের কাছে আছে।'

বিষয়টি নিয়ে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার আশিসকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের পালটা দাবি, 'স্পেসিফিক ইনফরমেশনের সূত্র ধরে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে আড়ালে ব্রাউন সুগারের কারবার করতেন। মূলত সরবরাহ করাই ছিল কাজ। এর আগেও একাধিকবার আমরা তাঁকে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। বুধবার রাতে সফল হলাম।' ডিসিপি (ইস্ট)-এর বক্তব্য, 'ওই তরুণ আদৌ আইনজীবী কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মহকুমা আদালতের একাধিক আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত তিনবছর ধরে কোর্ট চত্বরে আশিসকে মাঝেমধ্যেই দেখা যেত। মহকুমা এলাকার বিভিন্ন মামলা নিয়ে তিনি আসতেন এখানে। তারপর সেটা তুলে দিতেন আদালতের অন্য আইনজীবীর হাতে। 'ক্লায়েন্ট'-এর খোঁজে থানাগুলোতেও আশিসের প্রতিনিয়ত যাওয়া-আসা ছিল। এই তরুণ উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার বাসিন্দা হলেও শিলিগুড়িতে তাঁর কোনও আস্তানা ছিল কি না, সেটা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শিশুকন্যাকে ফেলে চম্পট মহিলার

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ফুটফুটে শিশুটি বড়জোর দু'দিন হল পৃথিবীর আলো দেখেছে। এমন অবস্থায় সেই শিশুকন্যাকে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন এক মহিলা। বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ি বাজার সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমের মন্দিরের সামনে থেকে শিশুকন্যাটিকে উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ওই নার্সিংহোমে যায়। নার্সিংহোমের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশ খতিয়ে দেখে।

ফুটেজে দেখা যায়, এদিন সকাল প্রায় সাড়ে ৬টা নাগাদ এক মহিলা ওই শিশুকন্যাকে নার্সিংহোমের সেই মন্দিরের সামনে রেখে চলে যান। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা শুরু করে। পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে জানায়। আপাতত নার্সিংহোমে শিশুকন্যাটিকে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। সেখানে শিশুটি সুস্থ হলে পরে তাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শিশুটির জন্ম কোনও বাড়িতে হয়েছে। তবে যে মহিলা শিশুটিকে ফেলে চলে গিয়েছেন তিনি বাচ্চার মা কি না তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন ফুলবাড়ির বাসিন্দা পিয়ালি ভৌমিক। তিনি বলেন, 'কত নারী রয়েছেন যাঁরা মা হতে চেয়েও মাতৃত্বের সুখ পান না। সেখানে কেউ এভাবে শিশুকন্যাকে ফেলে চলে যেতে পারেন, ভাবাই যায় না।'

এ নিয়ে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলছেন, 'এই সমাজে মানুষ রূপী অনেক পশু রয়েছে। আমরা যে এখনও মধ্যযুগে বাস করছি, তা এমন ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আইনের চোখে এই ঘটনা বড় অপরাধ।'

চেন হাতিয়ে গ্রেপ্তার দুই

বাগডোগরা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার বিকেলে শিবমন্দিরে এক মহিলার গলার চেন ও হাতের চুড়ি নিয়ে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। তবে স্থানীয়রা ওই দুই দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। মাটিগাড়া থানার শিবমন্দির সাঁইনাথ মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

এদিন বিকেলে অফিসের কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন শিবমন্দিরের বাসিন্দা কল্পনা রায়। তিনি বলেন, 'দুই তরুণ এক চিকিৎসকের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে। তারপর আচমকাই আমার গলায় থাকা সোনার চেন ও হাতের একটি চুড়ি নিয়ে টোটোতে উঠে চম্পট দেয়।' সে সময়ে ওই মহিলা চিৎকার শুরু করে দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাড়া করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের কাছে দুই দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলেন। সে সময়ে তাদের মারধরের চেষ্টা করলে সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মী ওই দুই তরুণকে ট্রাফিক বুথে আটকে রেখে মাটিগাড়া থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর

ইসলামপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার সহ একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সহ অন্যরা। চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে।' এদিকে, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর তৈরি এবং ওই ওয়ার্ডে থাকা কমিউনিটি হলের মেরামতের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন চেয়ারম্যান।

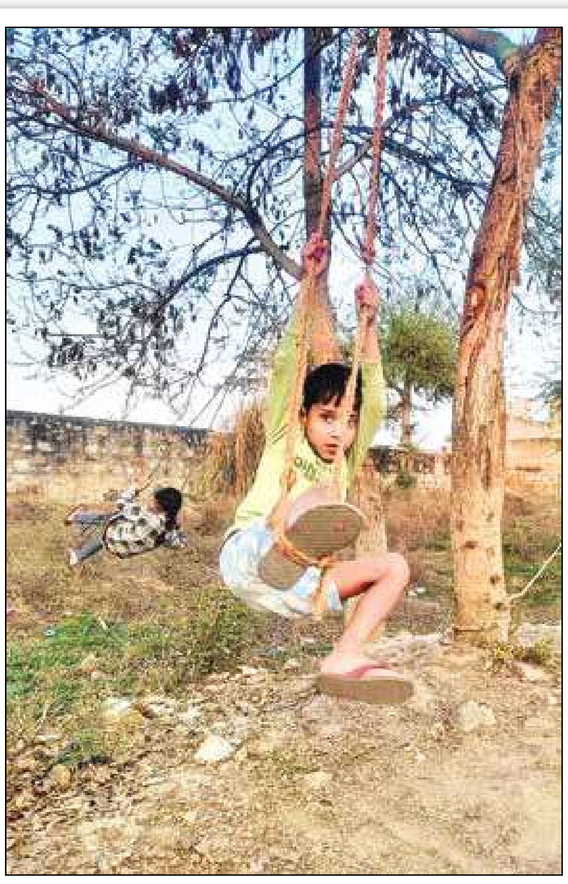

দস্যিপনা।। রাজস্থানে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে ক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পাঁচ বছর ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় তাকিয়ে রয়েছেন এক উপভোক্তা। বর্তমানে দীপিকা কর্মকার নামে ওই উপভোক্তা ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সৈয়েদাবাদের বাসিন্দা। ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে দুয়ারে সরকারের শিবিরে আবেদন করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি বলে অভিযোগ। তবে আগে তাঁর ঠিকানা আলিপুরদুয়ারে ছিল।

সম্প্রতি তিনি জানতে পারেন, তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলেও টাকা অন্য কারও অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে। বিষয়টি জানার পরই দীপিকা ২৪ ফেব্রুয়ারি ফাঁসিদেওয়ার বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর কথায়, 'আমি গ্রাম পঞ্চায়েতেও যোগাযোগ করেছি। তবে, শুধুই আশ্বাস পেয়েছি। সম্প্রতি আমি জানতে পারি, আমার নামে বরাদ্দ টাকা অন্য কারও অ্যাকাউন্টে ঢুকছে।'

দীপিকা কর্মকারের দাবি, 'অতীতে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আধার কার্ডের ঠিকানা আলিপুরদুয়ারে ছিল। তবে সেটি আমি স্থানান্তরিত করে নিয়েছি। ব্যাংকে কেওয়াইসি আপডেটও করেছি বিধাননগরের ঠিকানাতেই।'

তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা এ প্রসঙ্গে বলছেন, 'ওই উপভোক্তার আধার ম্যাপিংয়ে একটা সমস্যা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে গিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলা হয়েছে।'

পড়ুয়াদের পরীক্ষায় 'বাধা'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এমবিবিএসের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বসার ছাড়পত্র না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, সার্জারি বিভাগে সঠিক মূল্যায়ন না করেই ওই পড়ুয়ারা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় বসার উপযুক্ত নন বলে জানানো হয়েছে। এর প্রতিবাদে ওই পড়ুয়াদের পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনও সরব হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন সিমেস্টারের পরীক্ষার খাতা দেখানো হোক। সেখানেই কে যোগ্য, কে যোগ্য নন, তা বোঝা যাবে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিভাগীয় প্রধান কোনওভাবেই সিমেস্টারের পরীক্ষার খাতা দেখাতে চাইছেন না। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিক অবশ্য বলেছেন, 'পোর্টালে সমস্যার জন্য সঠিকভাবে নম্বরগুলি আপলোড হয়নি। আমি নিজে বিষয়টি দেখছি। দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'

সার্জারি বিভাগের ১২ জন পরীক্ষার্থীকে এমবিবিএসের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হন। এরপরই হইচই শুরু হয়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অর্থাৎ বিভিন্ন সিমেস্টারে এই পড়ুয়াদের পারফরমেন্স ভালো নয়। তাই এঁদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যাবে না। এই খবর পেয়েই ১২ জন পড়ুয়া মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। একাধিক পড়ুয়ার বক্তব্য, 'শেষ সিমেস্টারেও খুব ভালো পরীক্ষা হয়েছে। তার পরেও বলা হচ্ছে, আমরা যোগ্য নই। তাহলে সিমেস্টারের পরীক্ষার খাতা দেখানো হোক। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান খাতা দেখাতে অস্বীকার করছেন।'

বিতর্ক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

এই ঘটনায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে দু'দিন ধরে ব্যাপক হইচই চলছে। অন্য বিভাগ এবং অন্যান্য বর্ষের পড়ুয়ারাও এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মেডিকেল শাখার রাজ্য নেতা সঞ্জীবন গুপ্ত বলেছেন, 'চূড়ান্ত বর্ষের প্রত্যেককেই বসার সুযোগ দেওয়া হোক। যদি কাউকে পরীক্ষায় বসতে না দেওয়া হয় তাহলে প্রকৃত কারণ দেখাতে হবে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা হোক এবং প্রতিটি সিমেস্টারের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করে খাতাও দেখানো হোক। স্বচ্ছতা না থাকলে অনেক ভালো ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে তেমনটাই হতে বসেছে।' বিষয়টি নিয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিনের কাছেও নালিশ জানিয়েছেন পড়ুয়ারা। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বিষয়টি নিয়ে সার্জারির বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলবেন বলে পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করেছেন।

স্বপ্নার তৃণমূল যোগের সম্ভাবনা

প্রথম পাতার পর

শাসকদলের যে প্রতিনিধিদল স্বপ্নার জলপাইগুড়ির বাড়ি গিয়ে প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছিল, সেই দলের সদস্যদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। স্বপ্নার আক্ষেপ ছিল, প্রথমে প্রস্তাব দেওয়া হলেও পরে তাঁকে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী করা হবে না বলে তৃণমূল জানিয়ে দেয়।

অন্য কেন্দ্রের প্রস্তাব দিলেও তখন তাতে রাজি হননি সোনাজয়ী অ্যাথলিট। শেষপর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বের কথায় জলপাইগুড়ি জেলার অন্য একটি কেন্দ্রে প্রার্থী হতে সম্মত হয়েছেন। স্বপ্নার সঙ্গে অবশ্য কলকাতায় এইসব আলোচনার পর যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ফেসবুক পোস্ট করলেও নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানেরও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তবে তৃণমূল সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, স্বপ্না আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেইমতো শুক্রবার তৃণমূল ভবনে আনুষ্ঠানিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে দলের তরফে দুই মন্ত্রী ও উত্তরবঙ্গের এক নেতার উপস্থিত থাকার কথা আছে। শিলিগুড়ির কাছে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল স্বপ্নার।

তারপরই তিনজনের দল স্বপ্নার বাড়ি গিয়ে তাঁকে প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়ে আসে। তখন থেকে দিন গুনছিলেন তিনি। যে কারণে গত চার মাস ধরে এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি বন্ধ রেখেছিলেন স্বপ্না। কলকাতায় শেষপর্যন্ত জট কেটেছে। তবে ঠিক কোন আসনে তৃণমূল তাঁকে মনোনয়ন দেবে, তা এখনও জানা যায়নি।

তবে স্বপ্নাকে নিয়ে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্ব অস্বস্তিতে আছে। তাদের অন্ধকারে রেখেই রাজ্য নেতৃত্ব ও আইপ্যাক স্বপ্নার সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছে। ফলে স্বপ্না প্রার্থী হলে জেলা নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা নিয়ে ধন্দ আছে।

ভুট্টাখেতের আড়ালে পড়ুয়াহীন স্কুল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : স্কুল আছে, ভবন আছে। আর সেসব 'পাহারা' দিতে রয়েছেন একজন শিক্ষকও। নেই শুধু কোনও পড়ুয়া। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের শেরপুর জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলটি গত দুই বছর ধরে এমনই এক ভূতুড়ে বাড়ির মতো পড়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে সর্বশিক্ষা মিশনের ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৩৫ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্কুল ভবনটি আজ কার্যত পরিত্যক্ত। স্কুলের চারপাশ এখন ঘন ভুট্টাখেতে ঘেরা। এমনকি স্কুলে ঢোকার রাস্তাটুকুও নেই। সরু আলপথ দিয়ে শিক্ষক জাহিরুল ইসলাম চৌধুরীকে প্রতিদিন প্রায় যুদ্ধ করে পৌঁছাতে হয় স্কুল ভবনে।

একটি মাত্র শ্রেণিকক্ষ। ২০১৮ সালে তৎকালীন সর্বশিক্ষা মিশনের আর্থিক সহযোগিতায় ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৩৩৫ টাকায় স্কুল বিল্ডিং তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়। এরপর দুজন অতিথি শিক্ষক দিয়ে শুরু হয় পঠনপাঠন। একজন অতিথি শিক্ষক আগেই অবসর নিয়েছিলেন। আর ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আরেক অতিথি শিক্ষক অবসর নেওয়ায় দায়িত্ব পড়ে পার্শ্বশিক্ষক জাহিরুল ইসলাম চৌধুরীর কাঁধে। প্রতিদিন প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূর থেকে তিনি স্কুলে আসেন, হাজিরা খাতায় সই করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 'স্কুল পাহারা' দিয়ে বাড়ি ফিরে যান। পড়ুয়া নেই। তাই ক্লাস নেওয়ার বালাইও নেই। স্কুলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করে জাহিরুল বলছিলেন, 'স্থানীয় অভিভাবকদের কাছে অনেক অনুরোধ করেছি। কিন্তু কেউই এখানে সন্তানকে ভর্তি করাতে চান না। অন্য কেউ না থাকায় আমাকেই ফাঁকা স্কুলে আসতে হয়।' কারা স্কুলের জমিতে ভুট্টা গাছ লাগিয়ে দিয়েছে, সেটাও তিনি জানেন না। জানালেন, সাপ-পোকামাকড়ের ভয়ে স্কুল বিল্ডিংয়ে ঢুকতে খুব ভয় লাগে। বৃষ্টি হলে পাশের প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে বসেন। আর সব সমস্যার কথা জাহিরুল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তুষারকান্তি রায়কে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।

ভুট্টাখেত পেরিয়ে স্কুলে ঢুকছেন শিক্ষক।

কেন অভিভাবকরা এখানে সন্তানকে ভর্তি করাতে চান না? স্থানীয় বাসিন্দা অনিল বর্মনের গলায় ঝরে পড়ল একরাশ ক্ষোভ। তিনি বলেন, 'নামেই জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল। এখানে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। স্কুলে ঢোকার রাস্তা পর্যন্ত নেই। একজন অভিভাবক কেন এখানে সন্তানকে ভর্তি করাবেন? ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৩ জন পড়ুয়া দেখেছি, তারপর থেকে আর কাউকে দেখা যায়নি। তবে একজন শিক্ষককে মাঝেমধ্যে জঙ্গল থেকে বের হতে দেখি।'

সেখানে ভুট্টা লাগিয়েছেন আদিনাথ বর্মন। তার পেছনে রয়েছে জমি বিবাদ। জমিদাতা পরিবারের সদস্য আদিনাথের অভিযোগ, 'আমাদের পরিবার স্কুলের জন্য তিনবিঘা জমি দিয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ১১ শতক জমি আমাদের ছেড়ে দেয়নি। তাই আমরাও জমি ছাড়তে নারাজ। যেহেতু পড়ুয়া নেই, তাই জমিতে ভুট্টা লাগিয়েছি।'

গত তিন বছর ধরে এই স্কুলে কোনও পড়ুয়া নেই। গিয়ে দেখা গেল, নেই ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ বা টেবিলও। নেই কোনও করণিক বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা কোনওদিন নাকি চালুই হয়নি। অথচ ঠিক পাশেই থাকা শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৩ জন পড়ুয়া রয়েছে। তারা কিন্তু এই জুনিয়ার হাইস্কুলে পা রাখতে চায় না।

স্কুলের এই বেহাল দশা নিয়ে রায়গঞ্জ উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তুষারকান্তিকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা আধিকারিক তথা ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার দুলেন রায় বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

রোজা শেষে ইফতার। কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

রাজ্যে বাহিনী বণ্টন চূড়ান্ত, বার্তা জেলাকে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনেই রাজ্যে পৌঁছোচ্ছে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, বাহিনী শুধু রুটমার্চ করবে না, ১ মার্চ থেকেই পুরোপুরি কাজ শুরু করবে। তাঁর কথায়, 'আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে ডিএম, এসপিরা তাদের কাজে লাগাতে পারবেন।'

মোতায়েন সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। ৬০ লক্ষের বেশি নামকে অনিশ্চিত রেখে প্রকাশ হতে চলেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপরেই তার কোপ পড়তে চলেছে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। তালিকা প্রকাশ হলে তার জেরে বেশ কিছু জেলায় অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যেই তেমন রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও গোয়েন্দারা। তার ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, হাওড়া ও হুগলির মতো জেলাকে বিশেষভাবে । ইতিমধ্যেই কেন্দ্র ও রাজ্যের গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা। বুধবার সিইও দপ্তরে বৈঠকে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বাধিক ৩০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতায় ১২ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদে দুই পুলিশ জেলা মিলিয়ে ১৬ কোম্পানি, হাওড়ায় ১৫ কোম্পানি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তিন পুলিশ জেলা মিলিয়ে মোট ১৫ কোম্পানি, পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলিতে ১৪ কোম্পানি করে, পূর্ব বর্ধমানে ৮ কোম্পানি এবং পশ্চিম বর্ধমানে ৭ কোম্পানি, মালদা ও নদিয়ায় ১২ কোম্পানি করে, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যথাক্রমে ১১ কোম্পানি ও ১০ কোম্পানি করে বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়া দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা ও শিলিগুড়ি সহ মোট ৯ কোম্পানি, কোচবিহারে ৯ কোম্পানি বাহিনী থাকবে। এছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম, জলপাইগুড়িতে ৭ কোম্পানি করে, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ারে ৫ কোম্পানি করে ও কালিম্পংয়ে ৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। সব মিলিয়ে ২৩টি প্রশাসনিক জেলার ৩৫টি পুলিশ জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে।

বোমার হুমকি মেইল ডাকঘর ও পাসপোর্ট দপ্তরে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ডাকঘরে বোমাতঙ্কের ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হল। এর আগে নিম্ন আদালতগুলিতে এই ধরনের হুমকি মেল এসেছে। যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য প্রশাসন। সেই রাশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জেলার ডাকঘর ও পাসপোর্ট অফিসে হুমকি মেল আসতে শুরু করেছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে বলেন, 'এর আগে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে ভুয়ো ই-মেল পাঠিয়ে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। এটাও সেই ধরনেরই আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা বলেই আমরা প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই চক্রকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।'

এদিন ব্রেবোন রোড ও আনন্দপুরের পাসপোর্ট অফিসে হুমকি মেল করে দাবি করা হয়, বোমা রাখা রয়েছে। তারপরই আতঙ্কে অফিস খালি করে দেওয়া হয়। পুলিশ ও বোম স্কোয়াডের সদস্যরা তল্লাশি চালায়। হাওড়ার ময়দান পোস্ট অফিস, আসানসোল হেড পোস্ট অফিস, বসিরহাট হেড পোস্ট অফিস, বাঁকুড়ার পোস্ট অফিস, কাটোয়া পোস্ট অফিসেও একই ঘটনা ঘটেছে। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে বোমা ফাটবে বলে মেল করা হয় হাওড়া পোস্ট অফিসে। বাঁকুড়ার পোস্ট অফিসে হুমকি মেইল পেতেই পোস্ট অফিস খালি করে দেওয়া হয়। বাঁকুড়া জেলা মুখ্য ডাক ঘরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস অনিরুদ্ধ বিশ্বাস বলেন, 'রাজ্যের সমস্ত পাসপোর্ট অফিস বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ আসে। আতঙ্কের চেয়েও বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় তদন্ত করছে।'

কাটোয়া ডাকঘরে হুমকি মেল পাওয়ার পরই গ্রাহকদের ও কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়। পোস্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রাম পোস্ট মাস্টারের কাছেও মেল আসে। উল্লেখ করা হয়, আইডি বিস্ফোরক রাখা আছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, তামিলনাড়ু থেকে এই মেল এসেছে। আসানসোল পোস্ট অফিসে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট কোমল সিং বলেন, 'পুলিশের থেকে ক্লিনচিট পাওয়ার পরে পাসপোর্ট অফিস ও প্রধান ডাকঘরের কাজ শুরু হবে।'

ডিএ'র দাবিতে কালীঘাট যাত্রা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেয়নি রাজ্য সরকার। তাই ফের পথে নামলেন সরকারি কর্মচারীরা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকে বৃহস্পতিবার কালীঘাট অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারি কর্মচারীরা এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। তবে ধর্মতলা থেকে মিছিল শুরু হতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা ও এক প্রকার ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন তাঁরা। যদিও কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেননি আন্দোলনকারীরা। তবে ১৩ মার্চ রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'সেমিফাইনাল শেষ। এবার ফাইনাল খেলা হবে ১৩ মার্চ। ওই দিন রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর ও আদালত অচল করে দেওয়া হবে। সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।'

এদিন ধর্মতলা সহ হাজরা মোড়েও ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড দিয়ে রাখে পুলিশ। বিকেলের দিকে অবস্থান তুলে নেওয়া হলেও আগামী মাসের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

রাতের জাহাজ চলাচল শুরু

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট অথরিটি বা কলকাতা বন্দরের ১৫৫ বছরের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব মাইলফলক স্থাপিত হল। দীর্ঘদিনের চিরাচরিত প্রথা এবং ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে এই প্রথম রাতের অন্ধকারে কলকাতা ডক সিস্টেমের অত্যন্ত সংকীর্ণ চ্যানেল দিয়ে একটি পণ্যবাহী জাহাজকে সফলভাবে বন্দরে নিয়ে এলেন অভিজ্ঞ পাইলটরা। এর মাধ্যমে হুগলি নদীর উচ্চ অববাহিকা বা 'আপার রিচেস'-এ রাতের বেলা জাহাজ চলাচল করবে না—এই দীর্ঘকালীন মিথের অবসান ঘটল।

বন্দরের চেয়ারম্যান শ্রী রথেন্দ্র রমণের সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন বিভাগের নিখুঁত সমন্বয়ে এই দুঃসাহসিক অপারেশনটি সম্পন্ন হয়। 'সিনার পাঙ্গালাম সুসু' নামের কন্টেনারবাহী জাহাজটি অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কলকাতা ডক সিস্টেমে নিয়ে আসা হয়। ১২৮ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৬.১ মিটার ড্রাফটের এই জাহাজটিকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিরাপদে বন্দরে পৌঁছে দিয়ে পেশাদারিত্বের অনন্য নজির স্থাপন করেছেন বন্দরের পাইলটরা।

চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকলেই ভোটার নয়

ভিনরাজ্যের ২০০ বিচারক

অরূপ দত্ত ও রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় প্রথম দফায় বাদ পড়া ৫৮ লক্ষ মৃত ও ভুয়ো ভোটার বাদে বাকি ৭ কোটি ৮ লক্ষ নামই থাকবে। একইসঙ্গে দু'টি পৃথক কলামে বাদ যাওয়া নাম (ডিলিটেড) এবং বিচারাধীন (অ্যাডজুরিকেটেড) নামও ওই তালিকায় থাকবে। বিচারাধীন ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নথি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচকদের বিধানসভাভিত্তিক মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখের আগে ওই তালিকা থেকে নিষ্পত্তি হওয়া যত নাম কমিশনের কাছে পাঠানো হবে তার ভিত্তিতে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। এই তালিকায় যাঁরা বিবেচিত হবেন, তাঁরা '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

তালিকা প্রকাশের একদিন আগে চূড়ান্ত তালিকা কেমন হবে, তা স্পষ্ট করে দিল সিইও দপ্তর। এসআইআর-এর প্রথম দফায় মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও নিখোঁজ ভোটার হিসেবে ৫৮ লক্ষের নাম বাদ পড়েছিল মূল তালিকা থেকে। শনিবার যে তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন, সেখানে এই ৫৮ লক্ষ নাম বাদে বাকিদের নাম থাকবে। বাকি ৬০ লক্ষের কিছু বেশি নাম বিচারাধীন হিসেবে তালিকায় থাকবে। শুনানিতে অনুপস্থিত ও কোনওরকম তথ্য দিতে না পারা প্রায় ১২ লক্ষের মতো নাম সরাসরি বাদ বা ডিলিটেড হিসেবে তালিকায় থাকবে। অর্থাৎ ২০২৫-এর থাকা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষের চূড়ান্ত তালিকা থেকে সরাসরি বাদ পড়তে চলেছে ৭০ লক্ষের বেশি ভোটার। বিচারাধীন ৬০ লক্ষের কিছু বেশি তালিকার নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বলেন, 'নিষ্পত্তি হয়ে অতিরিক্ত চূড়ান্ত তালিকায় নাম না ওঠা পর্যন্ত এঁরা কেউ ভোটার বলে বিবেচিত হবেন না।' বিচারাধীন তালিকার প্রকাশের ব্যাপারে সিইও বলেন, 'যত দফায় ভোট, তত দফায় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। উদ্দেশ্য ওই দফায় যারা ভোটার তারা যাতে ভোট দিতে পারেন।'

নথি জটিলতা কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তৃতীয়বার রাজ্য প্রশাসন ও কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে ছিলেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, স্পেশাল রোল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত, কলকাতা পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকাররা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেটাই চূড়ান্ত।

> নিষ্পত্তি হয়ে অতিরিক্ত চূড়ান্ত তালিকায় নাম না ওঠা পর্যন্ত এঁরা কেউ ভোটার বলে বিবেচিত হবেন না।
>
> -মনোজ আগরওয়াল

১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে সমস্ত নথি জমা পড়েছে অথচ আপলোড হয়নি, তা বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত যতটা আপলোড হয়েছে, সেটাই চূড়ান্ত। বিচারবিভাগীয় অফিসারদের প্রতিদিনের কাজের রিপোর্ট কমিশন হাইকোর্টে জমা দেবে। ইতিমধ্যে ঝাড়খণ্ড ও ওডিশা থেকে ১০০ জন করে বিচারক চেয়ে পাঠিয়েছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। বৈঠকে সুব্রত গুপ্তর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। জবাবে সিইও বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই হাইকোর্টের বৈঠকে সিইও-র সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকার কথা। সুব্রত গুপ্ত কমিশন নিযুক্ত প্রধান রোল অবজারভার। ফলে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। হাইকোর্টের দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের উপস্থিতি নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। পন্থের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিইও ও নির্বাচন কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। এদিনের বৈঠকে ছিলেন না পন্থ।

ভোটার হতে যত নতুন আবেদন জমা পড়েছিল তার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ হাজারের মতো নাম যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। অন্যদিকে, এই সময়কালে ফর্ম-৭ এর মাধ্যমে মৃত বা অন্যান্য অভিযোগে বাদ পড়েছে আরও ২৫ থেকে ৩০ হাজার।

পরিবার পিছু ১ হোমগার্ড

এসআইআর যোগে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর-এর কারণে মৃত ৬১ জনের প্রতিটি পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সাড়ে ৪টেয় মন্ত্রীসভার বৈঠক বসে। সেখানে এসআইআর-এ মৃতদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এছাড়াও এদিনের মন্ত্রীসভার বৈঠকে আরও একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিকে বিশ্বমানের করে তুলতে আড়াই হাজার কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্যদিকে মার্চ মাসের শুরু থেকেই ৯.৫০ টাকা কেজি দরে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে আলু কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এদিনের মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। সেই অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতেই স্কুলের মানোন্নয়নের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট খরচের ৭০ শতাংশ বহন করবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা এডিবি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শুধু বিল্ডিং তৈরি নয়, উন্নত পাঠদান, অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার ও স্যানিটারি ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হবে। গোটা বিষয়টি মনিটরিং করবে বিশেষ টিম। মূলত স্কুলের প্রতি আস্থা ফেরানোর জন্যই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।'

চলতি বছরে আলুর ফলন অনেক বেশি হওয়ায় চাষিরা ন্যায্য দাম পাবেন কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে মার্চের প্রথম থেকেই সাড়ে ৯ টাকা কেজি দরে চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি আলু কিনবে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে পাঁচবার এই প্রক্রিয়া সফলভাবে চালানো হয়েছে। এর ফলে খুচরো বাজারে যেমন দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তেমনই ফড়েদের হাত থেকে প্রান্তিক আলুচাষিরা রক্ষা পাবেন।

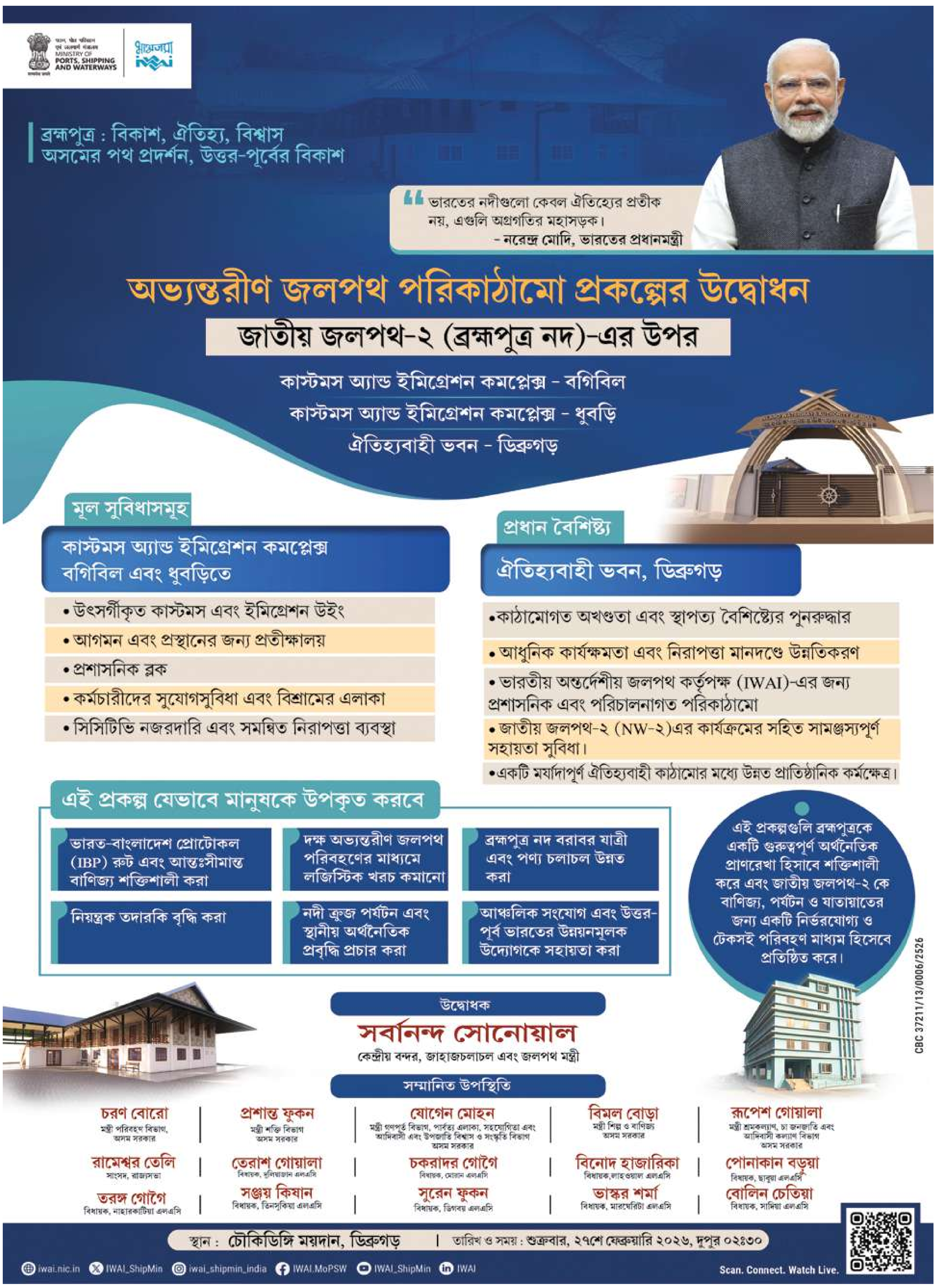

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২

কতটা সংকট !

প্রতীক উরকে নিয়ে যা হল, পঁচিশ বছর আগেও সেরকম সংকট হয়েছিল সিপিএমের। ২০০১ সালের সেই সংকট ছিল অনেক বেশি গভীর। তখন সংকট হয়েছিল তরুণ তুর্কি নেতা সইফুদ্দিন চৌধুরীকে কেন্দ্র করে। যিনি ছিলেন সেই আমলে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা'র অন্যতম সম্পদ, দক্ষ সংগঠক, সুবক্তা, চারবারের লোকসভা সাংসদ। যাঁর সঙ্গী ছিলেন আরেক বিদ্রোহী সমীর পুততুণ্ড, সম্প্রতি যাঁর মৃত্যু হয়েছে।

দুজনে পিডিএস নামে নতুন দল তৈরি করেছিলেন। পঁচিশ বছর পর যাঁকে নিয়ে সংকট, সেই প্রতীক উর রহমান তুলনায় বয়সে ছোট। তবে তিনিও দক্ষ সংগঠক, সুবক্তা, রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা কমিটির সদস্য ও এসএফআই-এর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ছিলেন। সইফুদ্দিনের মতো তিনিও ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছিলেন। সফিকে সিপিএম শত্রু শিবিরের ঘনিষ্ঠ বললেও কোনও বিরোধী দলে তিনি যাননি।

প্রতীক কিন্তু যোগ দিলেন তৃণমূলে। ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে যাঁর কাছে গো-হারা হেরেছিলেন প্রতীক, সেই তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকেই ঘাসফুলের পতাকা নিলেন প্রতীক উর। তারপর সিপিএম ছেড়েছেন ব্যারাকপুরের সিপিএমের এককালের দাপুটে নেতা তড়িৎ তোপদারের ঘনিষ্ঠ অরুণ ভট্টাচার্য। রাজ্য সিপিএম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতীক উরের অভিযোগকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেছেন।

প্রতীক উর দল ছাড়ার জন্য যে সময় বেছে নিয়েছেন, তার চেয়ে উপযুক্ত সময় আর হয় না। যে মুহূর্তে তৃণমূল, বিজেপি সহ সব দল বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কোমর বাঁধছে, ঠিক তখনই তাঁর দলত্যাগ সিপিএমের কাছে ধাক্কা তো বটেই। ৩৪ বছর বঙ্গ শাসনের পর সিপিএম ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে চলে যাওয়ার পর আপাতত ফেরার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

করোনাকালে 'রেড ভলান্টিয়ার্স'-এর দৌলতে বামপন্থীদের প্রতি তাও একটা সহানুভূতির হাওয়া এসেছিল। কিন্তু ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ভোটবাক্সে তার কোনও প্রতিফলন ঘটেনি। সম্প্রতি সিপিএমে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বৈঠককে ঘিরে।

হুমায়ুনের নতুন দলের সঙ্গে সিপিএমের নির্বাচনি জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েই দুজনের আলোচনা হয়েছিল। সিপিএমের একটা বড় অংশ ওই আলোচনার ঘোর বিরোধী ছিল। সমালোচনা করেছে বামফ্রন্টের অন্য শরিকরাও। এই আবহের মধ্যেই ঘটে গেল প্রতীক উরের দলত্যাগ।

সিপিএমের এই প্রাক্তন ছাত্র নেতার অভিযোগ, দলীয় নেতৃত্বের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানানোর কোনও উপায় নেই। তাঁর মতো প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে দলে। তাঁরা দলে কোণঠাসা। প্রতীক উরের দলত্যাগ আটকাতে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতীক রাজি না হওয়ায় সে চেষ্টা মাঠে মারা যায়।

রাজ্য সিপিএমে কয়েক বছর ধরে একদল তরুণ তুর্কি নেতা কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, শতরূপ ঘোষ, সৃজন ভট্টাচার্য, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা প্রায় সকলেই মেধাবী এবং সুবক্তা। বাগ্মিতার কারণেই বিরোধী দলের সমর্থকদের অনেকেও এঁদের পছন্দ করেন। কেউ কেউ বহু গুণের অধিকারী।

এখন প্রতীক উরের দেখাদেখি সিপিএমের আরও দু'-একজন তরুণ নেতা দল ছাড়তে পারেন বলে জোর আলোচনা চলছে চারদিকে। কিন্তু যে নেতাদের কথা চর্চায় আছে, তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে হয়। যদিও বামপন্থী দল ছেড়ে দক্ষিণপন্থী দলে যোগ দেওয়ার ঘটনা গত কয়েক বছর ধরে বাড়ছে। রেজ্জাক মোল্লা, সুজিত বসুর পর শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ, প্রাক্তন মন্ত্রী বঙ্কিম ঘোষ বিজেপিতে যোগদান করেছেন। কাটোয়া থেকে চারবারের সাংসদ সইফুদ্দিন তাঁর নতুন দলের হয়ে দাঁড়িয়ে দু'-দু'বার হেরেছিলেন। প্রতীক উর অবশ্য সেব্যাপারে সাবধানি। কোনও ঝুঁকির পথে যাননি।

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্ম কুমারী

এপস্টাইন ফাইল : ক্ষমতার অন্ধকারময় পর্ব

ক্ষমতা ও অর্থের আড়ালে লুকিয়ে থাকা যৌন শোষণের ঘটনাগুলিতে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রশ্নের মুখে সভ্যতার নৈতিক কাঠামোও।

সেবন্তী ঘোষ

-এআই।

পুরুষতন্ত্র বলতে যা বোঝায়, তা থেকে শুধুমাত্র পুরুষ হয়ে জন্মানোর অপরাধকে যৌক্তিক কারণেই আলাদা করা হয়েছে। শারীরিক গঠনগত তফাত চিহ্নিত করতে হলে পুরুষ ও নারী এই দুটি মোটা দাগের ভাগ করতে হয়। পুরুষতন্ত্রের যে অবিচার, 'মেল গেজ' তা জন্মসূত্রে পুরুষ হলেই তার ওপর বর্তায় না। নারী-পুরুষ উভয়েই এই মানসিকতার শিকার হতে পারে। ব্যক্তির অপরাধে জাতির দায় থাকে না। শুধু হিটলারের মতো নরদানবরা নির্দিষ্ট জাতি ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে হাড়হিম অত্যাচার করে, যাকে মানবতার অপমান বললে কম বলা হয়। তবুও, ভুল হলেও সে একটি বিশ্বাস থেকে এই নরমেধ যজ্ঞ চালিয়েছিল। কিন্তু এপস্টাইন ফাইলের প্যান্ডোরা বক্স যে ক্লেদ উজাড় করছে, তার ভিতর কোনও 'ভ্রান্ত আদর্শ' নেই। আছে ভোগবাদের বিকৃতি। আছে পুরুষের আধিপত্য।

মানুষ বৃক্ষ ও গুহাজীবীর অবস্থান থেকে শিকার, সংগ্রহ পেরিয়ে বীজ বপন, শস্য ফলনের যুগে যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, আগুন জ্বালানো বা চাকার ব্যবহার শেখে, তখন থেকেই তথাকথিত সভ্যতার শুরু। আর এই সভ্যতার ইতিহাস যত এগিয়েছে ততই পুরুষের আধিপত্য, অগ্রাধিকার বেড়েছে। এই পৃথিবীর ইতিহাস ও মানবের ইতিহাস আলাদা। বৃক্ষ সহ একটি জলচর, মৌমাছি, চড়াই, অজগর, বাঘ ও হাতির এই পৃথিবীতে যতটুকু অধিকার মানুষেরও ঠিক ততটাই। একবিন্দু কমবেশি নয়। খাদ্যশৃঙ্খলা ভেঙে, তার সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নাম করে মানুষ আদতে প্রাণী জগতের উপর জোর দখলদারি জারি রেখেছে, বলা যায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তবুও বলতে পারি আদিম কৌম সমাজ প্রকৃতি ও অন্য প্রাণীর সঙ্গে একটি অলিখিত সমঝোতায় এসেছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে গ্রহণ করত না। খিদের জন্য শিকার, পানের জন্য জল, দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার জন্য নদী বা জলপথ ব্যবহারে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু লোভ-লালসা হিংসা তাকে ক্রমশ কুশলী তৈরি করেছে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর মধ্যেই ধ্বংসের বীজ থেকে গিয়েছে।

এপস্টাইন ফাইল সারা পৃথিবীজুড়ে যে শীঘ্রপতনের সূচনা করেছে, তাতে বহু হস্তী কাদায় পড়েছে। সাতসমুদ্র পেরিয়ে এসে এঁদো পুকুরে, পচা শামুকে পা কেটেছে। পাশ্চাত্যে এপস্টাইনের ওঠাবসা ছিল যাঁদের সঙ্গে তাঁরা নিজ ক্ষেত্রে মহীরুহ হতে পারেন কিন্তু মানুষ হিসেবে, যথার্থ পুরুষ হিসেবে ব্যর্থ। তাঁদের বিষাক্ত পৌরুষ কতগুলি বালিকা, কিশোরীর কাছে নরখাদকের জৈবিক চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যদিও পুরুষতন্ত্রের ধ্যানধারণায় তাঁদের বাঁধতে পারবেন না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা উদার, মানবিকতা বোধসম্পন্ন। কিন্তু গভীর প্রোথিত লালসার তাড়না থেকে বেরোতে পারেনি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভোগবাদের এক্সপেরিমেন্ট, ফ্যান্টাসি। অপর্যাপ্ত অর্থ যখন নৈতিকতা চ্যুত হয়, তখন মনুষ্যত্বের এমন কদাকার রূপ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত দিন আনতেই নাজেহাল, ফলে বিলাসী ধনীর বিকার তার নেই। রাজপরিবারের নষ্টপ্রাণ অ্যান্ড্রু বা আমেরিকার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতারা নয়, জনগণের নীতিবোধে ঘা দিয়েছে নোম চমস্কি, স্টিফেন হকিং। এমনও অভিযোগ উঠেছে এপস্টাইনের পার্টিতে 'খাবার পাতে' নাবালিকাদের মাংস পরিবেশিত হয়েছে। এই কথাটি যে মেয়েটি বলেছিল, সেই টর্চ বেয়ারারকে কেউ বিশ্বাস করেনি। যথারীতি একদিন সে উধাও হয়ে যায়।

জেফ্রি এপস্টাইন কাণ্ড শুধু একজন ধনকুবেরের অপরাধের কাহিনী নয়, এটি ক্ষমতা, ভোগবাদ ও নৈতিকতার গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। অর্থ ও প্রভাবের বলয়ে আবদ্ধ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের নাম সামনে আসায় সভ্যতার মুখোশ প্রশ্নের মুখে। পুরুষতন্ত্র, লালসা ও ভোগবাদ যখন মানবিকতার সীমা অতিক্রম করে, তখন শিকার হয় সবচেয়ে অসহায়রা। তবুও এই অন্ধকারের মধ্যেই প্রতিবাদ, সত্যকথন ও ন্যায়ের দাবি মানবতার শেষ আশাকে জাগিয়ে রাখে। এই ঘটনাই মনে করিয়ে দেয়—সভ্যতার প্রকৃত শক্তি ক্ষমতায় নয়, নৈতিকতার ভিতেই নিহিত।

দুর্জনেও বলবে না নোম চমস্কি পুরুষতন্ত্রের অপরাধে অপরাধী। গোটা জীবন তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রেখেছেন। বলা যায় এ বিষয়ে নিজেই তিনি প্রতিষ্ঠান। এহেন শয্যাশায়ী অতি বৃদ্ধ মানুষটি এপস্টাইনকে একাধিক মেল করেন। না, সরাসরি শিশু নিগ্রহ নয়। এপস্টাইন তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও নিন্দা বাক্য বিষয়ে তাঁকে জানান। প্রত্যুত্তরে চমস্কি সেগুলি অগ্রাহ্য করতে বলেন। লিখেছেন তাঁর বিরুদ্ধেও নানা সময়ে সমালোচনা হয়েছে, তিনি সেসব গুরুত্ব দেননি। এপস্টাইনও যেন তা না দেন। চমস্কি স্ত্রী সহ একাধিকবার এপস্টাইনের বাসগৃহে থেকেছেন। গবেষণামূলক কাজের জন্য অনুদান গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন বার্ধক্যেও চমস্কির মস্তিষ্ক সচল থেকেছে, তার ভিডিও আমরা দেখেছি, শুনেছি। দুজন বিষম চরিত্রের ইহুদির সৌভ্রাত্রের পিছনে তাঁদের হলোকাস্টের স্মৃতি কি এতটাই প্রবল, যে বামপন্থী চমস্কিকে নররাক্ষস এপস্টাইনের বিষয়ে দুর্বল করে রাখে? এত খোঁজ রেখেছেন তিনি, এপস্টাইন শিশু, বিশেষ করে বালিকা পাচারে অভিযুক্ত, এই খবরটুকু তিনি পাননি? আজ দেখছি, একদা ভিকটিম, এখন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা একের পর এক তাদের সত্যকথন তুলে ধরছে। কোর্ট সরকারকে তুলোধোনা করতে শুরু করেছে। নিত্যদিন কন্যাশিশুর প্রতি অত্যাচারের ভয়ানক বমন উদ্রেককারী সব ঘটনা উঠে আসছে।

ভারতবাসী কূপমণ্ডূক, তৈলবাজ, অসহিষ্ণু, কিঞ্চিৎ হিংসাপ্রবণ হতে পারে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের দীর্ঘকালীন ন্যায় নীতি ও পাপবোধের চেতনা এত বড় অন্যায় থেকে তাকে বিরত রেখেছে। দূরের কথা ছাড়ি, আমাদের হাতের কাছেই আছেন সেই জমিদার-পুত্র, নিজে জমিদার, এক মহাকবি। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল ভোগের বিপরীতে। ত্যাগের নয় অবশ্যই, তার পরিমিত ব্যবহারের। রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত আশ্রম জীবন ছিল জ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনে শিল্পচর্চার। এই চর্চা রোজগার বিমুখ ছিল না। অর্থ উপার্জন মাত্র নয়, তাকে কীভাবে ব্যবহার করব, তাতে যেন শুধুমাত্র নিজের উদরপূরণ, বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা নয়, অন্যেরও উপকারে লাগে, সোজা কথায় সাধারণ জীবনেও যেন উচ্চ আদর্শ ও নীতির ছোঁয়া থাকে, এমনটাই চেয়েছিলেন তিনি। এই চাওয়া নতুন কিছু নয়। দীর্ঘকাল চলে আসা ভারতবর্ষের আদর্শ বলা যায়। এর সঙ্গে পার্থিব ভোগ্য বস্তু যেন মানুষের বাহন হয়, তাকে গ্রাস না করে, এও তো শেখা ছিল তাঁর কাছে। পুরুষ যেন পেশি আস্ফালনে যথেষ্ট পুরুষ না হয়ে ওঠে, সম্মতির অপেক্ষা করে অপরপক্ষের, এমন চরিত্র তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে। ঘরে বাইরে উপন্যাসের সন্দীপের বদলে নিখিলেশের দিকে তাঁর সমর্থন স্পষ্ট। এই যে শিক্ষা, এ দীর্ঘকাল ধরে প্রাচ্যকে বেঁধে রেখেছে। এখনও যে নানা পচন, ধ্বংস, বিচ্যুতির মাঝে আমরা টিকে আছি, তার পিছনে অবশ্যই এমন বহু মনীষার দান আছে।

আমরা যে বহু হলিউড অভিনেতা, শিক্ষাবিদ, নেতার ক্যারিশমায় চমকিত, আজ তাদের ঘেমো অন্তর্বাস সর্বসমক্ষে উন্মোচিত। তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তাঁদের আড়াল করার পাশাপাশি সেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতোই আমেরিকার নিজের ভিতর থেকেই সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ উঠে আসছে। হয়তো এখানেই মানবতার ক্ষীণতম আশাটি লুকিয়ে আছে। ধ্বংসের মধ্যেও এই আমাদের প্রকৃত মোমের আলো।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৩১

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ আজকের দিনে শহিদ হন।

২০১২

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি ফুটবলার শৈলেন মান্না।

আলোচিত

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজ স্রেফ রুটমার্চে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং ১ মার্চ থেকে বাহিনী পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু করে দেবে। কোথাও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপাররা সরাসরি তাদের কাজে লাগাতে পারবেন। সেন্ট্রাল ফোর্স কোনও অবস্থায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

- মনোজ আগরওয়াল

ভাইরাল/১

বিহারের লোকাল ট্রেনের ভিডিও দেখে চক্ষু চড়কগাছ নেটিজেনদের। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকতেই প্রকাণ্ড ঘাসের বোঝা ট্রেনের কামরায় ঢোকানো শুরু হয়। কামরার সিট-মেঝে পশুখাদ্যে পূর্ণ। যাত্রীরা সেসব ঠেলে ভিতরে ঢুকছেন। ট্রেন নয় যেন চলন্ত 'খাটাল'।

ভাইরাল/২

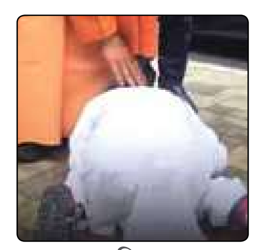

জাপান সফরে গিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানকার খুদে পড়ুয়ারাদের অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা নেট দুনিয়ায় প্রশংসা কুড়িয়েছে। এক খুদে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ও শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে। আপ্লুত আদিত্যনাথ।

জনমন জনমত

ভাষা দূষণ

পার হল আরও একটা ভাষা দিবস। আবারও কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গানে, ফুলে শ্রদ্ধা। কিন্তু আঁধার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকল 'শুদ্ধ শব্দ'। পথেঘাটে, স্কুল-কলেজে সর্বত্র এক অপশব্দ ব্যবহারের যেন ঢল নেমেছে। এক শ্রেণির মানুষ যেন কথায় কথায় অপশব্দ ব্যবহার করে নিজের অতি আধুনিক-বেপরোয়া ইমেজ তৈরির চেষ্টায় ব্যস্ত। সঙ্গে আছে মিশ্র ভাষার ভার। সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে এই প্রবণতা। যেমন একজনকে রাস্তায় ময়লা ফেলতে দেখলে পরের দিন অন্য লোকেও ওখানে ময়লা ফেলে যান এবং দেখতে দেখতে জায়গাটা আবর্জনার স্তূপ হয়ে দাঁড়ায়, কুশব্দ ব্যবহারের বিষয়টিও তাই।

মূল ভাষা যাই হোক সে ভাষা আর শুদ্ধ নেই। বাংলা, হিন্দি, নেপালি সব ভাষাতেই দেখা যাচ্ছে কথা বলার সময়ে কিছু কুরুচিকর, অর্থহীন শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষা-জননী এই রুগ্নতায় ক্লান্ত-শ্রান্ত। কে যে কবে এই রোগের সূচনা করল জানতে ইচ্ছে করে। কারণ মাত্র ৩৫-৪০ বছর আগেও তো পথ চলতে এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। অথচ এখন বয়স্ক মা-বাবাকে নিয়ে বা শিশুসন্তানটিকে নিয়ে গণপরিবহণে যাত্রী হলে অস্বস্তির মুখোমুখি হতে হয়! শব্দ দূষণের কথা তো সবাই বলে, এই 'ভাষা দূষণের' প্রতিকারের জন্য কী করা যায় তা নিয়ে কেন কোনও কথা হয় না!

শুভশ্রী ব্যানার্জি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ভারসাম্য

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী দক্ষতার সমন্বয়েই প্রগতিশীল ও আত্মনির্ভর জাতি গড়ে উঠবে।

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক

-এআই।

ভারতের মতো একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা এবং চাকরি- এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন নিবিড়, তেমনই তা এক জটিল সমীকরণে আবদ্ধ। বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে একটি মৌলিক প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে : শিক্ষা না চাকরি, কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হল মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি। প্রকৃত শিক্ষা কেবল মানুষকে জীবিকা অর্জনের যন্ত্রে পরিণত করে না, বরং তাকে চিন্তাশীল, নৈতিক এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। ভারতের মতো বহু সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রে সামাজিক কুসংস্কার দূর করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই।

বাস্তবতার নিরিখে কর্মসংস্থানের দাবি

শিক্ষার আদর্শগত দিকটি অনস্বীকার্য হলেও, ভারতের বর্তমান বাস্তবতায় চাকরি হল আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার প্রধান উৎস। দেশজুড়ে বেকারত্ব আজ এক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ডিগ্রি অর্জন করেও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন। এই রূঢ় বাস্তবতায় অনেক সময় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের চেয়ে একটি নিশ্চিত চাকরি পাওয়াটাই মুখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ, দীর্ঘমেয়াদি উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে অনেকেই দ্রুত আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি কারিগরি কোর্স বা বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের দিকে বেশি ঝুঁকছেন।

তাত্ত্বিক জ্ঞান বনাম ব্যবহারিক দক্ষতা

এখানেই আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি কেবল চাকরিমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিই এবং মানবিক ও মৌলিক জ্ঞানকে অবজ্ঞা করি, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে সমাজের বৌদ্ধিক কাঠামোর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আবার অন্যদিকে, কর্মক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক তাত্ত্বিক শিক্ষাও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। পুঁথিগত বিদ্যা আর বাস্তব কাজের জগতের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা ঘুচিয়ে ফেলাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। একজন আদর্শ নাগরিকের যেমন তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন, তেমনই কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা থাকাও সমান জরুরি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ও নতুন উদ্যোগ

বর্তমান ভারত এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে একটি সুস্থ ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করছে। ভারত সরকারের 'স্কিল ইন্ডিয়া' প্রকল্প বা 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' এই লক্ষ্যেই গৃহীত হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, এমন এক প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা কেবল তথ্যের ভারে ন্যুব্জ হবে না, বরং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবে। এই কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা এবং জীবিকা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

আত্মনির্ভর জাতি গঠনের চাবিকাঠি

পরিশেষে বলা যায়, চাকরি এবং শিক্ষা একে অপরের প্রতিপক্ষ নয়, বরং একটি মুদ্রার দুটি পিঠ। শিক্ষা হওয়া উচিত এমন, যা মানুষের কর্মসংস্থানের সুগম পথ খুলে দেবে; আবার চাকরিও হওয়া উচিত এমন, যা প্রকৃত শিক্ষার মূল্য ও মর্যাদা রক্ষা করবে। কেবল একটি ডিগ্রিধারী সমাজ নয়, বরং দক্ষ ও সচেতন জনগোষ্ঠীই পারে 'নতুন ভারত'-এর স্বপ্ন সফল করতে। বর্তমান ভারতের প্রেক্ষাপটে এই দুইয়ের সার্থক মেলবন্ধনই একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভর এবং প্রগতিশীল জাতি গঠনের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষা ও চাকরির এই সহাবস্থানই আগামীদিনে দেশের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে।

(লেখক শামুকতলা সিধো কানহো কলেজের সহকারী অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮১

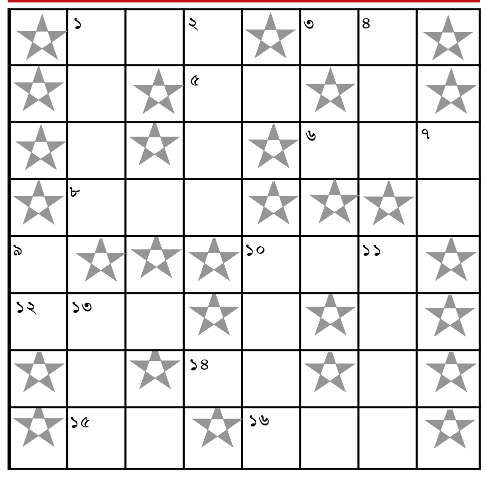

পাশাপাশি : ১। আগে জন্মগ্রহণ করেছেন ৩। নমাজের আগে হাত-পা ধোয়া ৫। লাভ বা মুনাফা ৬। মতের অমিল ৮। টপকে বা ডিঙিয়ে যাওয়া ১০। ছোট বোন ১২। বিনা কারণে যে অন্যের প্রশংসা করে ১৪। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক যে ভাষায় লেখা হয়েছে ১৫। তাসের ফোঁটা ১৬। রেকাবি বা ছোট ডিশ।

উপর-নীচ : ১। উজ্জ্বলতা বেশ কম ২। যে দেবতা সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন ৪। গায়ের জোর খাটানো ৭। বিছানাপত্রের বড় পুটুলি ৯। ময়ান দেওয়া সুস্বাদু খাবার ১০। মূল দলিলের হুবহু নকল করে লেখা কপি ১১। নবজাতকের জন্য যে অশৌচ পালন করা হয় ১৩। দুষ্টু প্রকৃতির অল্প বয়সি ছেলে।

সমাধান ■ ৪৩৮০

পাশাপাশি : ১। দমকা ৩। অরঘট্ট ৪। জহিন ৫। পেটকাটি ৭। তির ১০। কটি ১২। হড়বড় ১৪। মোহনা ১৫। হাসবড়া ১৬। জহুরি।

উপর-নীচ : ১। দখলতি ২। কাজল ৩। অনপেক্ষা ৬। কার্তিক ৮। রগড় ৯। আড়মোড়া ১১। টিটকিরি ১৩। আনাজ।

বিন্দুবিসর্গ

ইহুদিভূমে প্রতিরক্ষা চুক্তি

তেল আভিভ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও সামরিক ভারসাম্যের সমীকরণ বদলে দিয়ে বৃহস্পতিবার ভারত-ইজরায়েলের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল এক ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা সমঝোতা। এই চুক্তির ফলে ইজরায়েলের কাছ থেকে ভারত পেতে চলেছে বিশ্বের দ্রুততম ক্ষেপণাস্ত্র 'গোল্ডেন হরাইজন' এবং আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ প্রযুক্তি। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠবে গোটা দেশ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাই-প্রোফাইল ইজরায়েল সফরের দ্বিতীয় দিনে তেল আভিভে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে দু-দেশের মধ্যে মোট ১৬টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেখানে মোদির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও। এদিনের মউ তালিকায় রয়েছে এআই, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, পানীয় জল সরবরাহের মতো বিষয়গুলি। তবে গুরুত্বের নিরিখে তালিকার ওপরের দিকে রয়েছে প্রতিরক্ষা চুক্তিটি।

বুধবার তেল আভিভে অবতরণের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত রসায়ন ছিল চোখে পড়ার মতো। বৃহস্পতিবার দু-দেশের প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের পর প্রতিরক্ষা,

■ বিশ্বের দ্রুততম ক্ষেপণাস্ত্র 'গোল্ডেন হরাইজন' পাচ্ছে ভারত

■ ইজরায়েলের আয়রন ডোম, আয়রন বিম ও ডেভিড স্লিং-এর মতো প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ভারতেই তৈরি হবে

■ কৃষি, এআই, স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ সহ মোট ১৬টি মউ স্বাক্ষরিত

কৃষি, এআই এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরের মূল আকর্ষণ 'গোল্ডেন হরাইজন' ক্ষেপণাস্ত্র। ১,০০০ থেকে ২,০০০ কিলোমিটার পাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্রটি শব্দের চেয়ে কয়েক গুণ দ্রুত গতিতে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র শত্রুদেশের মাটির নীচে থাকা বাংকার বা পরমাণু ঘাঁটি নিমেষে গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, ইজরায়েলে তৈরি গোল্ডেন হরাইজনের গতিবেগ ভারতের গর্ব 'ব্রহ্মস'-কেও ছাপিয়ে যাবে।

প্রতিরক্ষা সমঝোতায় শুধু অস্ত্র কেনা নয়, বরং প্রযুক্তির স্বত্ব হস্তান্তরের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েল এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ (আইএআই) ভারতকে 'এরো মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম', 'রাফালস ডেভিড স্লিং' এবং 'আয়রন ডোম'-এর প্রযুক্তি দিতে রাজি হয়েছে। এছাড়া ১০ কিলোমিটার রেঞ্জের লেজার-ভিত্তিক 'আয়রন বিম' প্রযুক্তিও ভারতের হাতে আসতে চলেছে। এ প্রসঙ্গে ইজরায়েলি শিল্পমন্ত্রী নির বরকত বলেন, 'ভারত এশিয়ার প্রবেশদ্বার। আমরা উদ্ভাবক হতে পারি, কিন্তু সেই উদ্ভাবনকে বড় মাপে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ভারতের আছে।'

নেতানিয়াহুর সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'আজকের অনিশ্চিত পৃথিবীতে ভারত ও ইজরায়েলের অংশীদারি অত্যন্ত জরুরি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ভারত ও ইজরায়েলের সম্পর্ক শুধু কূটনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়, এটি বিশ্বাস ও অভিন্ন লক্ষ্যের ওপর দাঁড়িয়ে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক হবে প্রযুক্তি নির্ভর। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক বহু দশকের পুরোনো। ইজরায়েলের প্রযুক্তি আমাদের কৃষকদের সরাসরি সাহায্য করবে।' এদিন পশ্চিম এশিয়া সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে সওয়াল করেন মোদি। ইজরায়েলে ইউপিআই চালু করার কথা জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, নেতানিয়াহু ভারতকে 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' সম্বোধন করে বলেন, 'আমরা একে অন্যের পরিপূরক। ভারতের বিশাল বাজার এবং ইজরায়েলের আধুনিক প্রযুক্তি বিশ্বকে নতুন দিশা দেখাবে।'

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ইজরায়েলের সঙ্গে সাম্প্রতিক চুক্তিগুলির কারণে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যাবে। দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা দ্রুত এগোচ্ছে। ইজরায়েল জানিয়েছে, তারা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ভারতে যৌথভাবে উৎপাদন করতে আগ্রহী। এর ফলে ভারতের আকাশপথের সুরক্ষা যেমন দুর্ভেদ্য হবে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের কৌশলগত অবস্থান আরও মজবুত হবে। মোদির এই সফরে আদানি পরিচালিত হাইফা বন্দর এবং আইএমইসি করিডর নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

খোশমেজাজে... যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে নেতানিয়াহুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি। বৃহস্পতিবার তেল আভিভে।

ক্ষমতায় এলেই অনুপ্রবেশকারী সাফ : শা

আরারিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সামনেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ যখন ক্রমশ চড়ছে, ঠিক তখনই 'অনুপ্রবেশ' ইস্যুকে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার পড়শি রাজ্য বিহারের আরারিয়ায় দাঁড়িয়ে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সেই বার্তাই দিলেন। তাঁর হুংকার, বাংলায় এবার পদ্ম ফুটবেই। আর ক্ষমতায় আসার পর দলের প্রথম কাজ হবে, রাজ্য থেকে একে একে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া।

বিহারের এই আরারিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া সীমাঞ্চলের অন্তর্গত। এদিন সেখানে সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রীতিমতো কড়া ভাষায় তোপ দাগেন। তাঁর সাফ কথা, 'বাংলায় নির্বাচন একদম দোরগোড়ায়। আমি নিশ্চিত, এবার বিজেপিই জিতবে। আর নতুন সরকার গড়ার পর আমাদের অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হবে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে রাজ্য ছাড়া করা।'

অনুপ্রবেশ যে শুধুমাত্র বেআইনি কাজ নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এক বিরাট বড় অশনি সংকেত, সে কথাও মনে করিয়ে দেন শা। তাঁর মতে, এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা এলাকার জনবিন্যাস বা 'ডেমোগ্রাফি'টাই পুরোপুরি বদলে দিচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস, র‍্যাশন থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা অনায়াসেই লুটে নিচ্ছে এরা। বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং অসমের মতো সীমান্ত ঘেঁষা রাজ্যগুলিই এই আগ্রাসনের সবচেয়ে বড় শিকার। তবে শা-র কড়া আশ্বাস, মোদি সরকার কোনওভাবেই এই জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হতে দেবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংযোজন, বিহারের এই সীমাঞ্চল এলাকা থেকেই এই অনুপ্রবেশকারী সাফাই অভিযান শুরু হবে। বিরোধীদের হাজারো সমালোচনা সত্ত্বেও গত বছর ঠিক এই ইস্যুতেই বিহারে বিপুল জনাদেশ পেয়েছিল সরকার। উল্লেখ্য, এদিন হিন্দুত্ববাদী আইকন বিনায়ক দামোদর সাভারকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই নিজের বক্তব্য শুরু করেন শা। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সাভারকরের লেখনীর হাত ধরেই ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' হিসেবে দেশের মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে শা-র এই ঝাঁঝালো বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, আসন্ন নির্বাচনে অনুপ্রবেশ ইস্যুতেই রাজ্যের শাসকদলকে মাত দিতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি।

বিতর্কিত পাঠ্যবই নিষিদ্ধে সুপ্রিম রায়

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে বিচার বিভাগে দুর্নীতির উল্লেখ থাকায় ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট বইটি নিষিদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট দোষীদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে 'দ্য রোল অফ দ্য জুডিশিয়ারি ইন আওয়ার সোসাইটি' অধ্যায়ে বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতির প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করায় জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বা এনসিইআরটি-র ওপর আগেই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এক নজিরবিহীন আদেশে বইটি ভারত ও বিদেশে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি বাজার থেকে এর সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া অনলাইন থেকেও বইটির সমস্ত অংশ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, বিচারবিভাগকে কলঙ্কিত করার এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এনসিইআরটি এই ঘটনাকে 'ভুল' হিসাবে স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেও আদালত তা গ্রহণ করেনি। প্রধান বিচারপতির মতে, দোষীদের কেবল চাকরি থেকে সরানোই যথেষ্ট নয়, বরং এই ঘটনায় কঠোর তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রীও

এসব কে দেখছে? এটা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

নরেন্দ্র মোদি

পাঠ্য বইয়ে বিচারবিভাগে 'দুর্নীতি' সংক্রান্ত অধ্যায় নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইজরায়েল সফরের ফাঁকে তাঁর প্রশ্ন, 'এসব কে দেখছে? এটা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।' বিতর্কে দুঃখপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। তিনি বলেন, 'বিচারব্যবস্থার প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে। কী করে এমন ভুল হল তা আদালতের নির্দেশ মেনে খুঁজে দেখা হবে।'

এদিকে বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি সংক্রান্ত বিতর্কে ইন্ধন জুগিয়েছে কেন্দ্রের একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন। লোকসভায় পেশ করা তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ৮,৬০০টিরও বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে, যার মধ্যে ২০২৪ সালে অভিযোগের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ (১,১৭০)। এমনকি বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাড়ি থেকে বিপুল অর্থ উদ্ধারের মতো ঘটনাও বিচারবিভাগকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। তবে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মনে বিচারবিভাগ সম্পর্কে এমন নেতিবাচক ধারণা তৈরি করাকে 'বিপজ্জনক' বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশে আপাতত বইটির বিতরণ স্থগিত রাখা হয়েছে এবং এনসিইআরটি জানিয়েছে, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের আগে অধ্যায়টি সংশোধন করে ফের লেখা হবে।

গোয়েন্দাকর্ত্রীর বুদ্ধিতে ধরা দিলেন দেবুজি

গণপতিকে ফেরার আর্জি পরিবারের

রায়পুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার বেঁচে থাকাকালীন আন্দোলনে যুক্ত হন মুপ্পালা লক্ষ্মণ রাও ওরফে গণপতি। মাওবাদী বিদ্রোহী সংগঠনের প্রধান নেতা গণপতিকে ঘরে ফেরার আবেদন জানিয়েছেন তাঁর পরিবার। তিনি কোথায়, কেউ জানে না। পরিজনরা চাইছেন, গণপতি ফিরে আসুন। তাঁদের কথায়, 'শেষ জীবনটা আমাদের সঙ্গে কাটান। লড়াইয়ের পথ ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরুন।' মধ্য সত্তর পেরিয়ে যাওয়া গণপতিকে পরিবারে ফিরে আসার আর্তি থেকে স্পষ্ট, পরিজনেরা শান্তি চাইছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে, মাওবাদীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরুন। গণপতি ফেরেননি। শিক্ষকতা ছেড়ে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দেওয়া গণপতি একসময়ে সিপিআই (মাওবাদী)-র প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। গণপতির কাকার ছেলে রামাচন্দ্র রাও বুধবার বলেন, 'বয়সের কথা মাথায় রেখে গণপতির আত্মসমর্পণ করা উচিত।' পুলিশ ও প্রশাসন জানিয়েছে, গণপতি আত্মসমর্পণ করলে তাঁর চিকিৎসার খরচ বইবে সরকার। দেওয়া হবে সমস্ত সুযোগ।

অন্বেষ

গণপতি

গণপতি সাড়া না দিলেও আত্মসমর্পণ করেছেন মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দেবুজি। এজন্য প্রশংসার দাবি রাখেন তেলেঙ্গানা পুলিশের স্পেশাল ইনটেলিজেন্স-এর প্রধান বি সুমতি। বন্দুকের নল দেখিয়ে নয়, বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতাকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেডের তালিকায় থাকা দেবুজিকে আত্মসমর্পণ করিয়েছেন তিনি। দেবুজির বার্ধক্য, অসুস্থতার কথা জেনেছিলেন সুমতি। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কথার মধ্যে দিয়ে বিশ্বাস গড়ে তোলেন। তার নিট ফল মিলেছে।

৩১ মার্চের মধ্যে দেশ হবে মাওবাদীশূন্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রমাণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীও উঠেপড়ে নেমেছে। এই আবহে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদীর। বৃহস্পতিবার ইন্দ্রাবতী নদী সংলগ্ন জঙ্গলে কয়েক ঘণ্টা লড়াইয়ের পর উদ্ধার হয়েছে দু'টি দেহ। মিলেছে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র।

সত্যজিতের নায়িকাকে একুশে পদক

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : চলতি বছরের একুশে পদক পেলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেত্রী ফরিদা আখতার ববিতা। প্রয়াত বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত'-এ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে ববিতার অভিনয় সিনেমাপ্রেমীদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। অশনি সংকেতের পাশাপাশি বাংলাদেশের একাধিক সিনেমায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। চারবার বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার অমর একুশে বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে ববিতার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টদের হাতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান একুশে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

মোদি-ম্যাজিক

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ভারতের রাজনীতিতে তো বটেই, সমাজমাধ্যমেও ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইনস্টাগ্রামে ১০০ মিলিয়নের (১০ কোটি) গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রনেতা হিসেবে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন নমো। বস্তুত, জনপ্রিয়তার দৌড়ে মোদি বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়েও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। ট্রাম্পের ফলোয়ার সংখ্যা যেখানে ৪৩.২ মিলিয়ন, সেখানে মোদি ১০০ মিলিয়নের শিখরে। শুধুমাত্র ফলোয়ার সংখ্যায় নয়, জনসমর্থনের নিরিখেও তিনি বিশ্বসেরা। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 'মর্নিং কনসাল্ট'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, ৬৭ শতাংশ অ্যাপ্রুভাল রেটিং নিয়ে মোদি বিশ্বের এক নম্বর গণতান্ত্রিক নেতা।

রেড নোটিশ

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশে পালাবদল হলেও অস্বস্তি থেকে রেহাই নেই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনঝি টিউলিপ সিদ্দিকের। অবৈধভাবে ফ্ল্যাট দখলের অভিযোগ মামলায় ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির এমপি টিউলিপের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারির আদেশ দিয়েছে বাংলাদেশের একটি আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর আদালতের বিচারক মো. সাব্বীর ফয়েজ এই আদেশ দেন। টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হাসিনা জমানায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঢাকার গুলশানে একটি ফ্ল্যাটের দখল নিয়েছিলেন তিনি।

বেতন ২ লক্ষ

হায়দরাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন বাবদ মাসে খরচ হচ্ছে প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা, যা ২০১৪ সালের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি। বিদ্যুৎ দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারদের মাসিক বেতন ৭ লক্ষ টাকা এবং অভিজ্ঞ সাফাই কর্মীদের বেতন ২ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। মূলত নির্বাচনের আগে বেতন কাঠামোর বারবার পরিবর্তনের ফলেই এই বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুল্ক-ধাক্কার মাঝেই বাণিজ্য বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঢালাও শুল্ক নীতিতে সুপ্রিম কোর্ট কাঁচি চালানোর পরেই গোটা বিশ্বের ওপর ১৫০ দিনের জন্য ১০ শতাংশ কড়া শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। আর সেই শুল্ক-ধাক্কার রেশ কাটার আগেই বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক টেবিলে বসল ভারত ও আমেরিকা। এদিন মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লাটনিক এবং ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্জিও গোরের সঙ্গে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক সারলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বৈঠককে 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ' বলে দাবি করেছেন খোদ বাণিজ্যমন্ত্রী। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অংশীদারি আরও কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতও এই বৈঠককে ইতিবাচক আখ্যা দিয়েছেন। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকের আসল গুরুত্ব অন্য জায়গায়। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রথম দফার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আইনি খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে। এই আবহে শুল্ক-জট কাটিয়ে দুই দেশের বাণিজ্যের পালে নতুন হাওয়া জোগাতেই এই হাই-ভোল্টেজ বৈঠক বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

'কেরালা স্টোরি ২' আপত্তি আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের আশঙ্কায় 'কেরালা স্টোরি ২'-এর মুক্তি আটকে দিল কেরালা হাইকোর্ট। শুক্রবারই ছবিটির মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল।

বৃহস্পতিবার বিপুল অমৃতলাল শাহ প্রযোজিত এবং কামাখ্যা নারায়ণ সিং পরিচালিত ছবিটি দেখানোর ওপর দু'সপ্তাহের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। বিচারপতি বেচু কুরিয়ান থমাসের বেঞ্চ জানিয়েছে, ছবির টিজার ও ট্রেলারের বিষয়বস্তু জনসমাজে মারাত্মক ভুল ধারণা তৈরি করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, জনজীবনে অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে এতে। আদালত কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে ছবিটির শংসাপত্র দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে।

শ্রীদেব নাম্বুদিরি ও অন্যান্য মামলাকারীর আবেদনে অভিযোগ করা হয়, ছবির নাম ও চিত্রনাট্যে কেরল রাজ্যকে নেতিবাচকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলপূর্বক ধর্মান্তর ও সন্ত্রাসবাদের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলি ভুলভাবে টেনে আনার ফলে কেরলীয় জনসমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে। মামলাকারীদের দাবি ছিল, সেন্সর বোর্ড যথাযথ সংবিধিবদ্ধ নিয়ম না মেনেই ছবিটিকে মুক্তির ছাড়পত্র দিয়েছে।

আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, সংবিধানের ১৯(১)(এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাকস্বাধীনতা দেওয়া হলেও তা আইনশৃঙ্খলার পরিপন্থী বা সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে

পারে না। কেরালা হাইকোর্ট আরও বলেছে, সেন্সর বোর্ড যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই ছবিটিকে ছাড়পত্র দিয়েছিল। এর আগে ছবিটি ১৬টি কাটছাঁট ও সংশোধন সহ 'ইউ/এ' শংসাপত্র পায়। তবে হাইকোর্টের এই কড়া অবস্থানের ফলে শুক্রবারের নির্ধারিত মুক্তি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এর আগে দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল 'দ্য কেরালা স্টোরি'র প্রথম কিস্তি নিয়েও।

হিন্দু নিগ্রহ

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হিন্দুদের সিংহভাগ ভোট পেয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি। কিন্তু তারপরও হিন্দু নিগ্রহ থামার নামগন্ধ নেই পদ্মাপারে। এবার ইন্দুরকানি উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নের উত্তর বাড়ইখালি গ্রামে বুধবার রণজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘরে ঢুকে লুটপাটের পর বাড়িতে আগুন দিয়ে দেয় তারা। তাদের বাধা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতী হামলায় আহত হয়েছেন বাড়ির মালিক রণজিৎ দাস।

মুম্বইয়ে কার্নি

নয়াদিল্লি ও অটোয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি : কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি শুক্রবার সরকারি সফরে মুম্বইয়ে এসে পৌঁছোচ্ছেন। তাঁর চারদিনের ভারত সফর। প্রথম দু'দিন তিনি থাকছেন দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীতে। মার্চের ১ তারিখে কার্নি নয়াদিল্লিতে যাবেন। কানাডায় প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার পর এই প্রথম ভারতে পা রাখবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, ট্রুডোর আমলের জেদ থেকে সরে এসে ভারতের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ার পক্ষপাতী কার্নি।

পুলিশে-পুলিশে সংঘাত

সিমলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : এআই ইমপ্যাক্ট সামিট-এ যুব কংগ্রেস কর্মীদের জামা খোলা প্রতিবাদ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছিলই। এবার সেই আকচাআকচি পরিণত হল দুই পুলিশবাহিনীর সংঘাতে। অভিযুক্ত তিন যুব কংগ্রেস কর্মীর গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশ এবং কংগ্রেসশাসিত হিমাচলপ্রদেশ পুলিশের মধ্যে এক নজিরবিহীন সংঘাতের সাক্ষী থাকল দেশ।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার ভোর ৫টায়। হিমাচল পুলিশের দাবি, কোনও আগাম তথ্য ছাড়াই দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল সিমলার রোহরু এলাকার একটি রিসর্ট থেকে তিন কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে। স্থানীয় প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে এই অভিযান চালানোয় ক্ষুব্ধ হিমাচল পুলিশ পালটা ব্যারিকেড দিয়ে দিল্লি পুলিশের পথ আটকায়। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয় যে, দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে রীতিমতো 'অপহরণ'-এর মামলা রুজু করে হিমাচল পুলিশ।

প্রজাপতি প্রজাপতি... *বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে।*

'লা-লা ল্যান্ড'

রাষ্ট্রসংঘ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানকে 'লা-লা ল্যান্ড' বলে কটাক্ষ করল ভারত। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ৬১ তম অধিবেশনে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন নিয়ে ইসলামাবাদের লাগাতার অপপ্রচারের জবাবে ভারতের প্রতিনিধি অনুপমা সিং বলেন, 'পাকিস্তান সম্ভবত ভ্রান্তিতে ভুগছে অথবা লা-লা ল্যান্ডে (কল্পনার জগতে) বাস করছে।'

ভারত কড়া ভাষায় জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বার্ষিক বাজেট পাকিস্তানের সাম্প্রতিক আইএমএফ-এর প্যাকেজের চেয়েও বড়। বিশ্বের উচ্চতম রেল সেতু চেনাব ব্রিজ যদি পাকিস্তানের কাছে ভুয়ো বলে মনে হয়, তবে তা তাদের ঈর্ষারই বহিঃপ্রকাশ।

ট্রাম্পকে বাঁচাতে বৃহত্তম 'ধামাচাপা'

ওয়াশিংটন, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ওঠা নাবালিকা যৌন হেনস্তার অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ উঠল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ডেমোক্র্যাটদের দাবি, আধুনিক আমেরিকার ইতিহাসে এটাই 'সবচেয়ে বড় সরকারি ধামাচাপা' দেওয়ার ঘটনা।

সম্প্রতি একটি নতুন আইনের ভিত্তিতে কুখ্যাত যৌন পাচারকারী জেফ্রি এপস্টাইন কাণ্ডের লক্ষ লক্ষ পাতার গোপন নথি প্রকাশ করেছে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে)। কিন্তু অভিযোগ, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ওঠা এক মহিলার যৌন হেনস্তার অভিযোগ সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে!

রিপোর্ট বলছে, এফবিআই-এর নথির সূচিপত্রে উল্লেখ থাকলেও ওই অভিযোগকারিণীর অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকারের বয়ান এবং ৫০ পাতার নথি সরকারি ওয়েবসাইটে অমিল। ২০১৯ সালে ওই মহিলা অভিযোগ করেছিলেন, আশির দশকে মাত্র ১৩-১৫ বছর বয়সে এপস্টাইন তাঁকে ট্রাম্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং ট্রাম্প তাঁকে যৌন হেনস্তা করেন। ডেমোক্র্যাট নেতা রবার্ট গার্সিয়া জানিয়েছেন, তাঁরাও তদন্ত করে দেখেছেন এই স্পর্শকাতর নথিগুলো বেআইনিভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নিখোঁজ নথিগুলো অবিলম্বে কংগ্রেসের কাছে পেশ করার দাবিতে সমান্তরাল তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা।

ট্রাম্প অবশ্য শুরু থেকেই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এই 'এপস্টাইন ফাইল' উলটে তাঁকেই সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করেছে। অন্যদিকে মার্কিন বিচার বিভাগের সাফাই, কোনও নথি ইচ্ছাকৃতভাবে ডিলিট করা হয়নি। কিছু নথি হয়তো ভুলবশত অন্য জায়গায় ট্যাগ হয়ে গিয়েছে অথবা ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার্থে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে আইন মেনে তা ফের প্রকাশ করা হবে।

ব্রিটিশের ঋণ আদায়ে শেঠ পরিবার

ভোপাল, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সেই কবে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশ ছেড়েছে ইংরেজরা। এককালে যাদের রাজত্বে সূর্য ডুবত না, সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ প্রশাসনও যে পকেটে টান পড়লে সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে হাত পাতত, কিন্তু ধার শোধ করত না, তা কে জানত! পাক্কা ৭৮ বছর পর তাদের সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিহোরের এক পরিবার।

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের সময় প্রশাসনিক খরচ সামলাতে মধ্যপ্রদেশের শিহোরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শেঠ জুম্মালাল রুথিয়ার কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা 'ওয়ার লোন' নিয়েছিল ব্রিটিশরা। ঋণের টাকা অবশ্য গিয়েছিল তাদের এজেন্ট ডব্লিউএস ডেভিসের পকেটে। ব্রিটিশদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে গেলেও সেই রাজকীয় ধার আজও শোধ হয়নি।

সম্প্রতি বাবার মৃত্যুর পর আলমারির ধুলোমাখা নথিপত্র আর উইলের স্তূপ ঘাঁটতে গিয়ে সেই ধারের শংসাপত্র ও চিঠিপত্র খুঁজে পান জুম্মালালের নাতি ৬৩ বছর বয়সি বিবেক রুথিয়া। তাঁর দাবি, ১৯১৭ সালের ৪ জুন দেওয়া ঋণের সেই ৩৫ হাজার টাকার মূল্য বর্তমান সোনার দরে হিসাব করলে দাঁড়াবে কয়েক কোটি টাকায়! আন্তর্জাতিক আইনের প্যাঁচ কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে এই 'সার্বভৌম ঋণ' আদায় করতে এখন আইনি নোটিশ পাঠানোর তোড়জোড় করছেন তিনি। বৃদ্ধের কথায়, 'হাজার হোক সুদে-মূলে টাকার অঙ্কটা তো বড় কম নয়!'

তাই রাজকোষ থেকে পাওনাগন্ডা বুঝে নিতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ শুরু হচ্ছে রুথিয়া পরিবারের।

সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়লেন ইমন চক্রবর্তী

সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে দিলেন ইমন চক্রবর্তী। তাঁর গানের পেজ থাকবে, তবে তাঁর ব্যক্তিগত প্রোফাইল থাকবে না। ইমনের মায়ের মৃত্যুদিনে একটা আবেগঘন পোস্ট করার পর থেকেই অশান্তির সূত্রপাত। সেই পোস্টে একজন ব্যক্তি কমেন্ট করেছেন, ‘আপনার মাকে ডাকুন, এসে দেখতে বলুন, পাঁচালী গেয়ে, চটি চেটে আপনি কেমন বঙ্গবিভূষণ পেয়েছেন।’

বৃহস্পতিবার সকালে ফেসবুক লাইভ করে ইমন জানান, ‘কারও মা-বাবাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করবেন না। আপনারা জানেন না, ঠিক কোথায় গিয়ে লাগে। আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। আমাকে এমন ধরনের আক্রমণ খুবই প্রভাবিত করেছে।’ এরই মধ্যে একজন লেখেন, ‘আপনি সেলিব্রিটি, মুখের ব্রণ ঠিক করুন।’

তাতে ইমনের উত্তর, ‘আমার ব্রণ হতে পারে, হাজা হতে পারে, ক্যানসারও হতে পারে, তাতে আপনার কী?’ একজনের মন্তব্য, ‘আপনাকে সবুজ চশমায় বেশি ভালো লাগে’। ইমনের বক্তব্য, ‘তিনি কেন পাঁচালী গেয়েছেন, কেন বিয়ের পর প্রথম অনুষ্ঠানে শাঁখা-পলা পরেননি, এমনকী বাড়িতে কেন ‘অবাঙালি ঠাকুর’ জগন্নাথ দেবের মূর্তি রেখেছেন, তা নিয়েও লোকে মন্তব্য করছে। এই ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণের কারণেই ইমন এসব থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইমন আরও জানিয়েছেন যে, তাঁর স্পষ্ট কথার জন্যে কেউ যদি তাঁর গান না শোনেন, তাতে তাঁর কোনও সমস্যা নেই।

মা-বাবার বিবাহবার্ষিকী উদযাপন দিতিপ্রিয়ার

দিতিপ্রিয়ার মা-বাবার ২৭ বছরের বিবাহবার্ষিকী। তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দিনটার উদযাপন করলেন দিতিপ্রিয়া। জিতু কমলের সঙ্গে তাঁর চরম তিক্ততা আর তার ফলস্বরূপ মেগা ধারাবাহিক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে দিতিপ্রিয়াকে ঘিরে অজস্র ‘নেগেটিভ’ মন্তব্য ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন বেশ কিছুদিন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরেই ছিলেন তিনি। কোনও পোস্টই প্রায় করতেন না। কিন্তু এখন চারদিকের পরিবেশ শান্ত। দিতিপ্রিয়ার প্রতিও কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ। এবার আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ভাগ করে নিলেন দিতিপ্রিয়া।

মা-বাবার সঙ্গে তাঁর নিজের ছবি দিয়ে লেখেন, ‘মা ও বাবার ২৭ বছরের ভালোবাসা, শক্তি এবং অটল বন্ধুত্বের উদযাপন।’

দিতিপ্রিয়া মা-বাবার বিবাহবার্ষিকীর সেলিব্রেশনের একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাবা ও মায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দিতিপ্রিয়া। মায়ের পরনে মেরুন রঙের কারুকাজ করা শাড়ি আর বাবার পরনেও লালচে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। হাসিমুখে বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী।

দিতিপ্রিয়ার এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই লিখেছেন, ‘এমন সুন্দর পরিবার সবসময় হাসি-খুশিতে ভরে থাকুক।’ টলিউডের অনেক সহকর্মীও দিতিপ্রিয়ার বাবা-মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ছোট থেকেই দিতিপ্রিয়ার কেরিয়ারে তাঁর বাবা-মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। শত ব্যস্ততার মাঝেও জীবনের এই বিশেষ দিনটি পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে ভালোবাসেন তিনি।

২৭ বছরের এই দাম্পত্যের রসায়নই যে তাঁর জীবনের অন্যতম অনুপ্রেরণা, তা দিতিপ্রিয়ার হাসি দেখলেই বোঝা যায়। দিতিপ্রিয়ার শেয়ার করা ছবিতে অবশ্য তাঁর মনের মানুষের দেখা মেলেনি। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে একদম আড়ালে রাখাই পছন্দ তাঁর। এই মুহূর্তে ফুটবলার শমীক মিত্রর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন অভিনেত্রী।

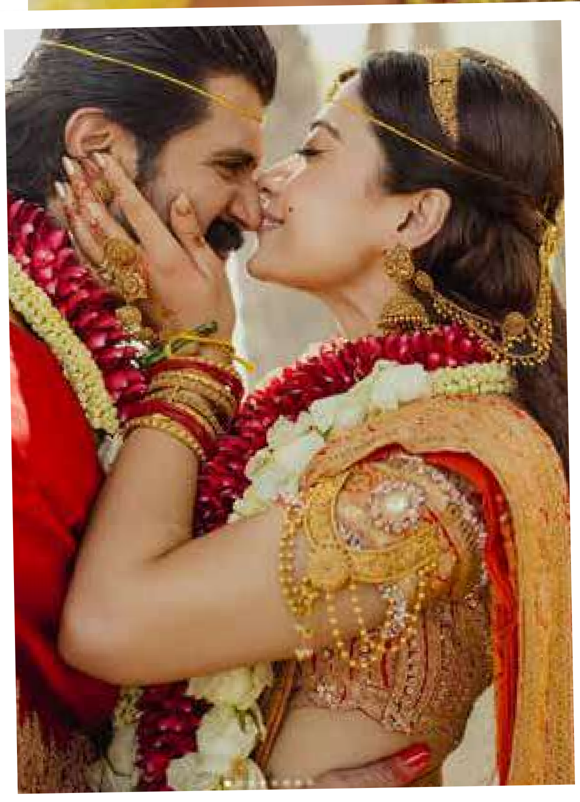

দু’বার বিয়ের পাকে রশ্মিকা, বিজয়

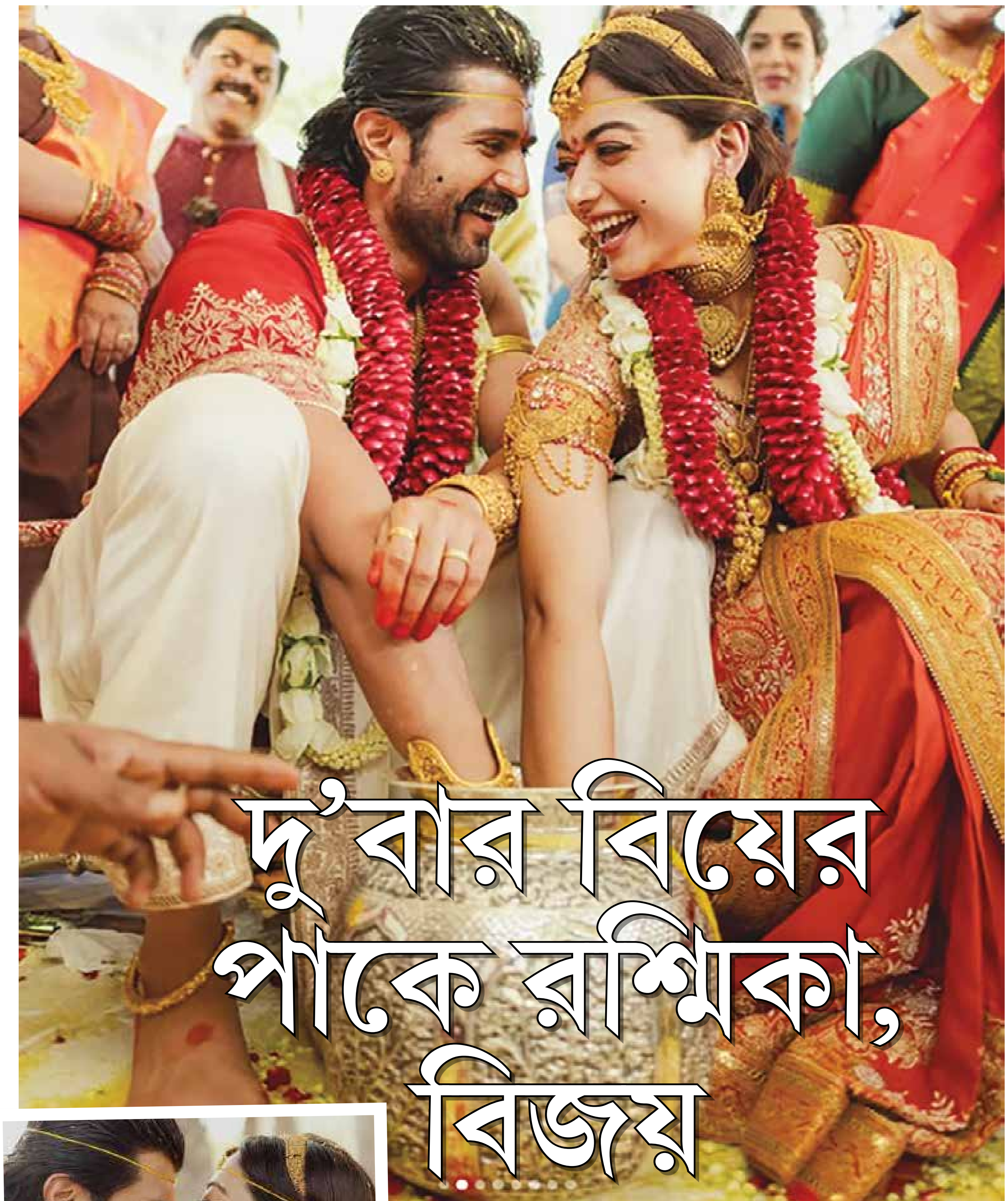

রাজস্থানের উদয়পুরে রাজকীয় হোটেলে বিয়ে হল রশ্মিকা মানডানা ও বিজয় দেবারাকোন্ডার। দুবার হল তাঁদের বিয়ে। প্রথমবার বিজয়ের পারিবারিক রীতি মেনে তেলুগু মতে বিয়ে হয়েছে সকাল ১১টা নাগাদ। পরে এই বিয়ের ছবি তাঁরা পোস্ট করেছেন। একটি ছবিতে বিজয়ের পরনে সাদা ধুতি, গায়ে লাল উত্তরীয়, রশ্মিকার পরনে লাল বেনারসি, জমকালো ব্লাউজ, মাথায় সোনার টায়রা। নজর যাতে না লাগে, তাই গালে কালো নকল তিল। পরের ছবিতে বিজয়ের নাকে রশ্মিকার চুম্বন। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিজয় ঘোড়ায় চড়ে আসছেন।

এরপর বিকেলে রশ্মিকার কুর্গি বা কোডাভা রীতি মেনে বিয়ে হয়। বাইরে অপেক্ষমান পাপারাৎজিদের মিষ্টি দেওয়া হয়েছে ভিরোশ-এর তরফে। ইন্ডাস্ট্রির অনেক মুখ বিয়েতে আছেন। মধ্যাহ্নভোজনে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার খাবারের বিভিন্ন পদ।

উল্লেখ্য, রশ্মিকা ও বিজয়ের প্রথম দেখা হয় গীতা গোবিন্দম-এর সেটে। এরপর তাঁরা তেলুগু ছবির জনপ্রিয় জুটি হয়ে ওঠেন। তাঁদের জুটির তৃতীয় ছবি রণবলী আসছে ১১ সেপ্টেম্বর। অনুরাগীরাও তাঁদের বিয়েকে দ্য ওয়েডিং অফ ভিরোশ নাম দিয়েছেন।

অভিমান নিয়ে আসছেন প্রসেনজিৎ

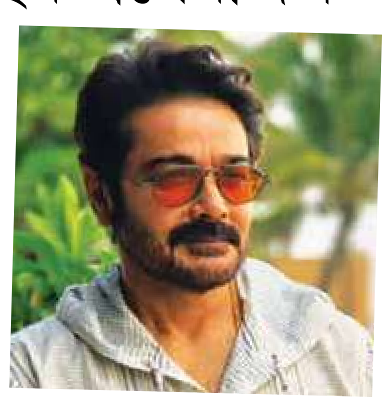

গত বছরই যিশু সেনগুপ্ত, সৌরভ দাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের প্রযোজনা সংস্থা শুরু করেছেন। চলতি বছর তিনি আনছেন অভিমান—তাঁর প্রযোজনার প্রথম ছবি। ছবির নায়ক প্রসেনজিৎ, নায়িকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সে ছবির মহরৎ হল। উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ, শুভশ্রী, যিশু নিজে, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, সৌরভ দাস প্রমুখ।

ছবিতে প্রসেনজিৎ হয়েছেন ঋষি চট্টোপাধ্যায়। যিশু নিজেও অভিনয় করবেন, তাঁর নাম আকাশ চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে তিনি গায়ক, জীবনের অনেক জটিলতার পর তিনি গান থেকে দূরে চলে গিয়েছেন। ছবিতে ত্রিকোণ প্রেম আছে। তিন নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক নিয়েই ছবি। পরিচলনায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। গৃহপ্রবেশ ছবির পর শুভশ্রী আবার তাঁর পরিচালনায় আসছেন। চিত্রনাট্য ও সংলাপে শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫ মার্চ থেকে শুটিং শুরু। সম্ভবত চলতি বছর ছবির মুক্তি।

একনজরে সেরা ৫

বিক্রম, তৌফিক জুটি

শেখর কাপুর ও সুচিত্রা কৃষ্ণমূর্তির মেয়ে কাবেরীর প্রথম ছবি অপরাজিতা। ছবিতে কম্পোজার বিক্রম ঘোষ ও তৌফিক কুরেশি। বিক্রমের কথায়, ছবির প্রথমার্ধে থাকবে শুধুই প্রকৃতি, তাই ‘অ্যাকাপেলা’ অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে উদ্ভূত শব্দ থেকেই যে মিউজিকের জন্ম, তার ব্যবহার হবে। তেলুগুতে ছবিটি হবে, অন্য ভাষায় ডাবিং হবে। পরিচালক সেশু কুমার।

বাংলা টিআরপি

এ সপ্তাহে বাংলা ধারাবাহিকের তালিকায় প্রথম পরিণীতা। দুয়ে পরশুরাম, তিনে জোয়ার ভাটা, চারে প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি ও রাঙামতী তিরন্দাজ, পাঁচে ও মোর দরদিয়া, ছয়ে আমাদের দাদমণি ও তারে ধরি ধরি মনে করি, সাতে লক্ষ্মী ঝাঁপি, আটে চিরদিনই তুমি যে আমার ও চিরসখা, নয়ে বেশ করেছি প্রেম করেছি, দশে কুসুম।

ফিরছে সোনামণি-প্রতীক জুটি

সোনামণি সাহার ‘শুভবিবাহ’ শেষ হওয়ার পরই প্রতীক সেনের পোস্ট, অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসো। উত্তরে, সোনামণি, একা ফিরব বুঝি। তারপরই নেটমহলের ভাবনা, ওঁরা আবার একসঙ্গে পর্দায় আসছেন। দুজনের জুটি দারুণ হিট, পর্দার বাইরে দুজনের সম্পর্কও বেশ স্পষ্ট।

রাজের ধারাবাহিক

রাজ চক্রবর্তীর নতুন ধারাবাহিক আসছে। অভিনয়ে রণজয় বিষ্ণু ও অভিকা মালাকার। দক্ষিণের ব্যারিস্টার বোধিস্বত্ত্বর আদলে হবে এই ধারাবাহিক। রণজয় আইনজীবীর ভূমিকায় আসবেন। রাজের অন্য ধারাবাহিক গৃহপ্রবেশ অবশ্য যেমন চলছে চলবে। মার্চ মাস থেকে নতুন ধারাবাহিকের শুটিং শুরু হতে পারে, নাম এখনও ঠিক হয়নি।

শ্বশুর অরিন্দম

অরিন্দম শীল ও শুক্লা দাসের কন্যা সেনিকা শীলের বিয়ে হল। সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ে-জামাইয়ের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এ তাঁর জীবনের সবথেকে আনন্দের মুহূর্ত। ৮-১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিয়ের অনুষ্ঠান চলেছে। পরিচালক এখন কর্পূর ছবি নিয়ে ব্যস্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক মণীষা মুখোপাধ্যায়ের জীবন অবলম্বনে নির্মীয়মান ছবিটিতে প্রধান ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

কেমন আছেন সেলিম খান?

সেলিম খান এখন কেমন আছেন? খান পরিবারের তরফে এর কোনও সদুত্তর আসেনি। তাঁরা কেউই মিডিয়ার মুখোমুখি হচ্ছেন না। তবে সলমন খানের নায়িকা আলভিরা কিছু কিছু জানাচ্ছেন বটে, তবে সলমন এখনও সামনে আসেননি।

ইতিমধ্যে আমির খান গিয়েছিলেন হাসপাতালে। মিডিয়ার প্রশ্নের জবাবে আমির জানিয়েছেন, তিনি গিয়েছিলেন বটে কিন্তু সেলিম খান আইসিসিইউতে আছেন বলে দেখা হয়নি। তবে তিনি খান পরিবারের বাকিদের সঙ্গে দেখা করেছেন। আলভিরাজি তাঁকে সেলিম সাহেবের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খবর দেন বলে জানিয়েছেন আমির। আমির খান এও জানান যে, সেলিম খানের সুস্থতার জন্যে তিনিও প্রার্থনা করে চলেছেন। সেলিম খানের চিকিৎসক ড. জলিল পার্কার জানান, তিনি ভালো আছেন এবং স্থিতিশীল আছেন, তবে এখনও ভেন্টিলেশনে আছেন। আশা করি, আগামীকাল আমরা তাঁকে ভেন্টিলেটর থেকে সরিয়ে নিতে পারব। তবে সেরে উঠতে বেশ সময় লাগবে।

মেয়ের জন্মের পর পিগির আশ্রয় শুধু মহাদেব

প্রিয়াংকা চোপড়া আর নিক জোনাসের কন্যা মালতি মেরির জন্ম হয় সারোগেসির মাধ্যমে, ২০২২ সালে। সে জন্মের মুহূর্ত সুখের ছিল না। সে সময় পিগির আশ্রয় ছিল ওঁ নমঃ শিবায়, মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র। সেই ভয়ংকর সময়ের কথা বলেছেন পিগি। তাঁর কথায়, ‘আমাদের জানানো হয়, ও জন্মাবে ২৭ সপ্তাহে। আমি ভেঙে পড়েছিলাম। বাড়ির অগ্নিকুণ্ডে ৯ ঘণ্টা বসেছিলাম, একটু আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। নিক এসে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর আমরা হাসপাতালে দৌড়োই। কোভিডের সময় জন্ম হয় মালতির। ওর জন্মের সময় ওর গায়ের রং ছিল নীল, যখন প্রথম কাঁদল, মনে হল যেন বিড়াল কাঁদছে। ১১০ দিন হাসপাতালে ছিল। সেই সময়টা খুব চাপের ছিল। আমি ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্র, গায়ন্ত্রী মন্ত্র ও মহাদেবের মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করতাম। ছোট্ট আইপডে সব সময় মন্ত্র চলত। নিক ওর জন্য গিটারে গান বাজাত। আমরা পালা করে হাসপাতালে থাকতাম।’

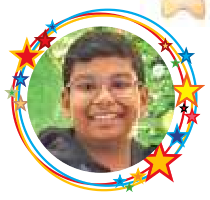

সেন্ট জোসেফ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ভিভান মাইতি ভ্রমণ এবং খেলাধুলোয় খুবই মনোযোগী। তার এই আগ্রহ সকলের নজর কেড়েছে।

অধ্যাত্ম-কথা শুনতে ভিড় নবীনদের

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ক্রমেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ গোটা বিশ্ব হাতের মুঠোতে বন্দি। এআই আরও এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। এক ক্লিকেই হাজারো অজানা প্রশ্নের উত্তর মেলে। যদিও এ যুগেও উপনিষদ যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকার একটি ভবনে আধ্যাত্মিক ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার ইন চার্জ স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজ। শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হায়দরাবাদের রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বোধমায়ানন্দ মহারাজ এবং শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বধারানন্দ মহারাজ।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যরা। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বামী বোধমায়ানন্দ মহারাজ মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব ইস্যুতে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজ প্রায় ৪৫ মিনিটের বক্তব্যে মানবজীবনে উপনিষদের প্রয়োজনীয়তা তথা গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। দীর্ঘ বক্তৃতার শুরুতেই তিনি স্পষ্ট করেন, উপনিষদ আমাদের সভ্যতার উৎস। তিনি বলেন, 'বিজ্ঞানের যুগে উপনিষদের উত্তরগুলি আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এ যুগেও উপনিষদ যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক।

> **আমেরিকাতে ৭৫ জন বসে অনুষ্ঠান দেখেন। এখানে এত উপস্থিতি নজরে আসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।**
>
> **-স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজ**
> মিনিস্টার ইন চার্জ
> নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি

উপনিষদ অনুপ্রেরণা জোগায়, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।'

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল। সেই ভিড়ে তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। যা দেখে রীতিমতো আপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, 'আমেরিকাতে ৭৫ জন বসে অনুষ্ঠান দেখেন। এখানে এত উপস্থিতি নজরে আসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।' এদিন মূল অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। দর্শকাসনে থাকা তরুণ-তরুণীদের প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজ।

বৃহস্পতিবার সেবক রোডের আলোচনা সভায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

১ মার্চ চারু মজুমদারকে নিয়ে নাটক

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সৃজনসেনার আয়োজনে দীনবন্ধু মঞ্চে মঞ্চস্থ হতে চলেছে কলকাতার প্রাচ্য প্রযোজনার এবং নাট্যকার চন্দন সেনের লেখা 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' নাটক। আগামী ১ মার্চ নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম মুখ চারু মজুমদার।

নাটকটির পরিচালনায় রয়েছেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ জন কলাকুশলী অংশগ্রহণ করছেন নাটকে। তবে এটি যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, তা জানিয়েছেন সৃজনসেনার নাট্য পরিচালক পার্থপ্রতিম মৈত্র। তিনি বলছেন, 'শিলিগুড়ি শহরের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ চারু মজুমদার, তাঁর জীবনাশ্রয়ী এই নাটক। এই নাটককে আমরা শুধু নাটক বলছি না। এটা আসলে একটা গবেষণামূলক কাজ। এই প্রযোজনাটি সমস্ত শিলিগুড়িবাসীর দেখা উচিত। এই নাটকে অভিনয় করছেন চারু মজুমদারের স্ত্রী এবং ছেলেও।'

এছাড়া শিলিগুড়ি শহরের গ্রুপ থিয়েটার 'কথা ও কলম'-এর কর্ণধার বিজন চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে সেদিন। ১ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা থেকে নাটকটি প্রদর্শিত হবে।

ফুটবল বিলি

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ফিফা এবং শিক্ষামন্ত্রকের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুলে ফুটবল বিতরণ করা হল বৃহস্পতিবার। ফুটবল খেলাকে বিদ্যালয় স্তরে জনপ্রিয় করে তুলতে ফিফা এবং শিক্ষামন্ত্রকের উদ্যোগে এদিন প্রায় একশোটি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং পড়ুয়াদের হাতে ফুটবল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মণীশকুমার যাদব সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

ভোটের মুখে অস্ত্র নিয়ে তর্জা

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ভোটের আগে কি শহরে আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে? একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুষ্কৃতী বা পাচারকারী গ্রেপ্তারে এমন প্রশ্ন উঠছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা বেছে নিচ্ছে টোটো। যা আরও চিন্তা বাড়িয়েছে। ঝামেলা বাধানোর জন্য দুষ্কৃতীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই রাজনৈতিক দলগুলির। তবে এক্ষেত্রে পরস্পরের দিকে অভিযোগ তুলছে যুযুধান তৃণমূল ও বিজেপি। শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ বলছেন, 'সম্প্রতি আমরা দেখেছি, হাওড়ায় কীভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র জোগান ও দুষ্কৃতীদের জমায়েত করেই তৃণমূল অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে ভোট বৈতরণি পার হওয়ার লক্ষ্যে।' পালটা বিজেপির ঘাড়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরির দায় চাপিয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি (সমতল) সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'শহর শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের পরিবেশ একেবারেই শান্ত। বহিরাগত কোনও দুষ্কৃতী এসে যাতে শহরে কোনও অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে না পারে, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নজরদারির অনুরোধ করেছি।'

যাত্রীবেশে টোটোয় থাকা রোহিত দাসের থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজে নাম জড়িয়েছে রোহিতের। প্রধাননগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ওই তরুণ চেকপোস্ট থেকে মাল্লাগুড়ির উদ্দেশ্যে একটি টোটো করে আসছিলেন। চম্পাসারির স্টেট গেস্টহাউসের সামনে টোটোটি আসতেই দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। রোহিতের কোমর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র মিলতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোহিতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই ঘটনা নিয়ে চলতি মাসে মেট্রোপলিটান কমিশনারেট এলাকার বিভিন্ন থানা মিলিয়ে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে প্রধাননগর থানা এলাকায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই টোটোয় যাত্রীবেশে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের উদ্দেশ্য ছিল দুই দুষ্কৃতীর।

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ সহ শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে বুধবার রাতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম অভিজিৎ সোনার। তিনি দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে প্রথমে আটক করা হয়। এরপর তাঁর স্কুটারে তল্লাশি চালাতেই কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়।

নাবালিকা উদ্ধার, ধৃত প্রেমিক

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : তিন মাস আগে নিখোঁজ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা এলাকার এক নাবালিকাকে কানপুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই নাবালিকার প্রেমিককে। সে কানপুরের বাসিন্দা। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। নাবালিকাকে একটি হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গত বছর নভেম্বর মাসের ২০ তারিখ মাটিগাড়া থানায় ১৪ বছর বয়সি একটি মেয়ের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই নাবালিকার সঙ্গে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। আর এই বিষয়টি পুলিশ জানতে পারে নাবালিকার সামাজিক মাধ্যমের প্রোফাইল খুঁটিয়ে দেখে। এরপর নাবালিকার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে সে কানপুরে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত শিলিগুড়িতে এসে নাবালিকাকে কানপুরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা বিগত তিন মাস একসঙ্গে থাকত। মাটিগাড়া পুলিশের একটি দল কানপুরে গিয়ে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

বৈঠকী আড্ডা

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : এবছরের কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে শুভাশিস ঘোষের লেখা বই 'আমলা মধুর'। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় এই বই নিয়ে একটি বৈঠকী আড্ডার আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকী আড্ডায় সাহিত্যপ্রেমীদের পাশাপাশি সরকারি আমলা এবং লেখকরা উপস্থিত ছিলেন।

এই বইয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে ৪১ খানা মজার গল্প তুলে ধরেছেন উত্তরকন্যার মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) শুভাশিস ঘোষ। তিনিও বইতে লেখা নানা মজার ঘটনা এদিন গল্পচ্ছলে তুলে ধরেন। আড্ডায় উপস্থিত অন্য আমলারাও কাজ করতে গিয়ে নিজেদের কিছু মজার অভিজ্ঞতা নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা করেন। এদিনের আড্ডায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনী রায়, পুরনিগমের সচিব অনাবিল দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (নকশালবাড়ি) সৌম্যজিৎ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলবাসের ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ফের নিয়ন্ত্রণ হারাল একটি স্কুলবাস। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় ওই স্কুলবাসের চালক হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি টোটো ও একটি বাইকে ধাক্কা মারেন। একটি ভ্যানেও ধাক্কা মারেন। ঘটনায় ওই ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাও আহত হয়েছেন। যদিও বাসটি ফাঁকা থাকায় কোনও পড়ুয়া আহত হয়নি।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' অন্যদিকে, আহত মহিলা ও বাসচালক বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

লন চেয়ারে আকাশভ্রমণ

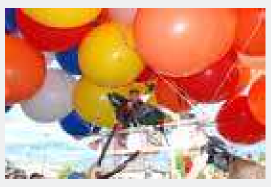

উড়োজাহাজ ছাড়া আকাশে ওড়ার স্বপ্ন অনেকেই দেখেন। কিন্তু আমেরিকার ল্যারি ওয়াল্টার্স যা করেছিলেন, তা রীতিমতো পাগলামি। পেশায় ট্রাক ড্রাইভার ল্যারি ১৯৮২ সালে নিজের বাড়ির বাগানের লন চেয়ারের সঙ্গে ৪৫টি বিশাল হিলিয়াম গ্যাস ভরা বেলুন বেঁধে বসেন। সঙ্গে নেন স্যান্ডউইচ, বিয়ার এবং একটি পেলেট গান—যাতে দরকার মতো বেলুন ফাটিয়ে নীচে নামতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন বড়জোর ১০০ ফুট উঠবেন। কিন্তু দড়ি কাটতেই তিনি সোজা ১৬ হাজার ফুট ওপরে উঠে যান। লস অ্যাঞ্জেলেসের ব্যস্ত আকাশসীমায় পাইলটরা এক ব্যক্তিকে চেয়ারে বসে উড়তে দেখে চোখ কপালে তোলেন। পরে তিনি কোনওমতে কয়েকটি বেলুন ফাটিয়ে বেঁচে ফেরেন। এই বিপজ্জনক উড়ানের জন্য তাঁকে সে সময় জরিমানাও দিতে হয়েছিল।

চুরির পরেই বিখ্যাত মোনালিসা

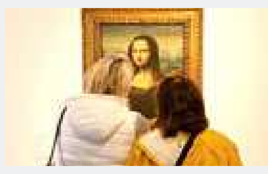

মোনালিসার ছবি আজ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, ১৯১১ সালের আগে সাধারণ মানুষ এই ছবির কথা খুব একটা জানতেন না। ওই বছর ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে ভিনসেঞ্জো পেরুজিয়া নামের এক সাধারণ কর্মী ছবিটি চুরি করে। পরদিন সকালে মিউজিয়াম খুলে দেখা যায় দেওয়াল ফাঁকা। ব্যাস, সারা বিশ্বের খবরের কাগজে রাতারাতি এই চুরির খবর ছাপা হয়। রাতারাতি মোনালিসা হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে চর্চিত পেইন্টিং। দু'বছর পর চোর ধরা পড়ে এবং ছবিটি উদ্ধার হয়। পেরুজিয়া ভেবেছিল সে ইতালির জিনিস ইতালিতে ফিরিয়ে এনে দেশপ্রেমিকের কাজ করেছে। কিন্তু তার এই চুরির কারণেই মোনালিসা আজকের এই অভাবনীয় খ্যাতি পেয়েছে, তা বলা যায় নির্দ্বিধায়।

নুড়ি পাথরের রাজপ্রাসাদ

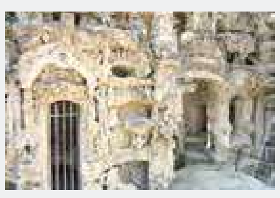

তাজমহল বানাতে লেগেছিল হাজার হাজার শ্রমিক। আর ফ্রান্সের ফার্দিনান্দ শেভাল নামের এক সাধারণ পিয়ন একাই বানিয়ে ফেলেছিলেন আস্ত এক রাজপ্রাসাদ। চিঠি বিলি করতে গিয়ে তিনি রোজ অদ্ভুত সুন্দর সব নুড়ি পাথর কুড়িয়ে পকেটে ভরে বাড়ি আনতেন। এরপর সেই পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে তিনি নিজের বাড়ির বাগানে এক বিশাল প্রাসাদ বানাতে শুরু করেন। টানা ৩৩ বছর ধরে তিনি প্রতিদিন একা কাজ করেছেন। হিন্দু, খ্রিস্টান আর ইসলামি স্থাপত্যের এক অদ্ভুত মিশেল রয়েছে এই প্রাসাদে। তাঁর তৈরি এই প্যালাইস আইডিয়াল বা আদর্শ প্রাসাদ দেখতে আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় জমান। একজন সাধারণ মানুষের পাগলামি যে এমন কালজয়ী শিল্প হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

বারো দিন ট্রাফিক জ্যামে

অফিস যাওয়ার সময় আধ ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকলেই আমাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু চিনের ন্যাশনাল হাইওয়ে ১১০-এ ২০১০ সালে যে ট্রাফিক জ্যাম হয়েছিল, তা ইতিহাসে রেকর্ড। সেই জ্যাম একটানা ১২ দিন ধরে চলেছিল এবং লম্বায় তা ছিল প্রায় ১০০ কিলোমিটার। হাজার হাজার ট্রাক আর গাড়ি রাস্তায় আটকে পড়ে। মানুষ গাড়ির ভেতরেই ঘুমাতে, খেতে আর তাস খেলতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে, স্থানীয় মানুষেরা সাইকেলে করে জল আর খাবার নিয়ে এসে দশগুণ দামে আটকে পড়া চালকদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করে। হাইওয়ের মেরামতি এবং অতিরিক্ত কয়লার ট্রাকের কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছিল। ভাবুন তো, ১২ দিন ধরে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকার কথা।

ই-মেলের জেরে ডাকঘর থেকে পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে হুলুস্থুল

বোমাতঙ্কে কাঁপল উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৬ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহার, একটি ই-মেলকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বোমাতঙ্ক দেখা দিল উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র। স্নিফার ডগ, পুলিশি তল্লাশিতে শেষপর্যন্ত কিছু না মিললেও কয়েক ঘণ্টা আতঙ্কে থাকতে হল সাধারণ মানুষকে। ব্যাহত হল ডাকঘর থেকে পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রের কাজ। বুধবার এমনই মেলকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন আদালতে দেখা দিয়েছিল বোমাতঙ্ক। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাকঘর, পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়, এর পিছনে কী রয়েছে, তা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

বোমাতঙ্কের জেরে এদিন আলিপুরদুয়ার কোর্ট পোস্ট অফিসে প্রায় দুই ঘণ্টা পরিষেবা বন্ধ ছিল। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ এখানকার পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রের অফিশিয়াল মেলে সতর্ক থাকার

মাটিগাড়া পাসপোর্ট পরিষেবাকেন্দ্রের বাইরে উৎকণ্ঠা। বৃহস্পতিবার।

নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেই কর্মী ও গ্রাহকদের বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। প্রথমে সেখানে থাকা লোকজন কিছু বুঝতে না পারলেও মেলের বিষয়টি জানাজানি হতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ছুটে আসে। দুপুর আড়াইটার পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। পোস্টাল এজেন্ট গৌতম শীল বলেন, 'প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। পরে শুনি মানববোমার আক্রমণ ঘটতে পারে বলে মেল এসেছে।' আলিপুরদুয়ার কোর্ট পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার সিমরন সিং বলেন, 'হেড অফিসের নির্দেশমতো কাজ করা হয়েছে।'

এমনই মেলের জেরে একই পরিস্থিতি হয় কোচবিহার মুখ্য ডাকঘরে। দুপুর ১২টা নাগাদ ডাকঘর খালি করে তড়িঘড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন কর্মীরা। গ্রাহকদেরও দ্রুত বের করে দেওয়া হয়। ছুটে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। বেলা ২টার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অজয় শেরপা বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো অফিস ফাঁকা করে বেরিয়ে পড়ি এবং পুলিশকে খবর দেই।' পোস্টাল এজেন্ট পঙ্কজ দত্ত বলেন, 'শুনেছি পাসপোর্ট সেন্টারগুলিতে অ্যাটাক হওয়ার কথা জানিয়ে মেল এসেছে।' হেড পোস্ট মাস্টার অদিতি পাটোয়ারি বলেন, 'হঠাৎ করেই খবর পেলাম আমাদের অফিসটা নিরাপদ নয়।'

জলপাইগুড়ি বড় পোস্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল এদিন। যে কারণে এখানে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ সহ জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র থেকে শুরু করে পোস্ট অফিস চত্বরে পুলিশ কুকুর এবং মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চলে পুলিশের চিরুনি তল্লাশি। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পোস্ট অফিসে আসা গ্রাহকরা। যদিও পোস্ট অফিস চত্বর থেকে সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার হয়নি। সিনিয়ার পোস্ট মাস্টার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা পুরোটাই আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তার বিষয়।'

এদিন দুপুরে একইরকম বোমাতঙ্ক ছিল শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারের পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে। মাটিগাড়া থানার পুলিশ, সিআইডির বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড প্রায় আড়াই ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েও কিছু পায়নি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা প্রচুর মানুষকে ফিরে যেতে দেখা যায়। ইসলামপুর থেকে এসেছিলেন দীনেশ রায়। তিনি বলেন, 'আমাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। এত দূর থেকে এসেও কাজ করতে পারলাম না।' মাটিগাড়া থানার সেকেন্ড অফিসার কল্যাণ সাহা বলেন, 'প্রায় আড়াই ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হলেও কিছুই পাওয়া যায়নি।'

বাজিমাত

প্রথম পাতার পর

চিপকের পিচ ঐতিহ্যগতভাবে স্পিনারদের সাহায্য করে। কিন্তু এদিন সেই চেনা হিসেবনিকেশ স্রেফ উড়িয়ে দিলেন অভিষেক শর্মা, সূর্যকুমার যাদবরা। শুরু থেকেই তাঁদের শরীরী ভাষা পরিষ্কার করে দিচ্ছিল, প্রোটিয়াদের কাছে হারের যন্ত্রণা জিম্বাবোয়ের বোলারদের ওপর দিয়ে সুদে-আসলে উশুল করা হবে।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ওপেনিংয়ে সঞ্জু স্যামসন (২৪) দ্রুত ফিরলেও, অভিষেক শর্মা এদিন ছিলেন রুদ্রমূর্তিতে। মাত্র ৩০ বলে তাঁর ৫৫ রানের আগুনে ইনিংস বুঝিয়ে দিল, কেন তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর সুপারস্টার ভাবা হচ্ছে। তাঁর ইনিংসে সাম্প্রতিক অফফর্মের কোনও জড়তা ছিল না, ছিল স্রেফ নিখাদ টাইমিং আর বলকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠানোর অদম্য জেদ। তিনে নামা ঈশান কিষানও ৩৮ রানের এক জমাট ইনিংস খেলে ভিত শক্ত করেন। এরপর মিডল অর্ডারে শুরু হয় আসল ঝড়। অধিনায়ক সূর্যকুমার ক্রিজে এসেই নিজের চেনা মেজাজে ১৩ বলে ৩৩ রানের এক ঝোড়ো ক্যামিও খেলেন।

সূর্য ফেরার পর রানের গতি কিছুটা কমার আশঙ্কা তৈরি হলেও, তখনই শুরু হার্দিক পান্ডিয়া এবং তিলক ভার্মার নারকীয় তাণ্ডব। এই জুটির মারা প্রতিটি ছক্কা যেন চিপকের দর্শকদের পয়সা উশুল করে দিল। মাত্র ২০ বলে জুটির ৫০ রান বিপক্ষের বোলারদের কাছে স্রেফ দুঃস্বপ্নের মতো। ম্যাচের সেরা হার্দিক পেশিশক্তি আর টাইমিংয়ের মিশেলে ২৩ বলে অপরাজিত ৫০। অন্যদিকে তিলক সমান দাপটে করলেন অপরাজিত ৪৪। গুমোট গরমে বারবার জল খেয়েও জিম্বাবোয়ের বোলাররা নিজেদের স্নায়ু শান্ত রাখতে পারলেন না। রিচার্ড এনগারাভা কিংবা ব্লেসিং মুজারাবানিদের মতো পেসারদের বিরুদ্ধে হার্দিক-তিলকদের সাবলীল শটগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, নেটে যেন প্র্যাকটিস সেশন চলছে!

জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজাও নিজের স্পিন-ম্যাজিক দিয়ে এই তাণ্ডব রুখতে ব্যর্থ। ভারতীয় দল যেন ঠিক করেই নিয়েছিল, আজ কাউকে রেয়াত করা হবে না। চ্যাম্পিয়নদের এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের গল্পটাই তো দেখতে চায় ক্রিকেটবিশ্ব। কোনও চাপ বা ভয় নয়, নিজেদের ক্ষমতার ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখেই চিপকে আজ বাজিমাত, অনায়াস জয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেন ব্যাটাররা। যদিও ২৫৬/৪-এর বিশাল স্কোর চাপিয়ে দিয়ে ষোলোকলা অবশ্য পূরণ হয়নি গৌতম গম্ভীরের দলের।

নেট রানরেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পিছনে ফেলতে প্রয়োজন ছিল ১০৮ রানে জয়। হিসেব মেলাতে জিম্বাবোয়েকে ১৪৮-এ বেঁধে রাখতে হত। যদিও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ম্যাচেও নিজেদের দক্ষতার ছাপ রাখলেন ব্রায়ান বেনেট (অপরাজিত ৯৭), সিকান্দার রাজারা (৩১)। ১৪৮-এর গণ্ডী ছাড়িয়ে জিম্বাবোয়ের ইনিংস শেষপর্যন্ত পৌঁছে যায় ১৮৪/৬ স্কোরে। জয়ের স্বস্তির মধ্যেও গ্রুপ টেবিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের (১,৭৯১) পিছনে তৃতীয় স্থানে থেকে ইডেন ম্যাচে নামার আগে অজানা আশঙ্কা নিয়ে ফেরা ভারতের (-০.১০০)।

কোনও কারণে যদি ম্যাচ ভেস্তে যায়? দুই দলের পয়েন্ট তিন হবে। টাই ভাঙতে নেট রানরেটই তখন শেষ কথা বলবে। খেসারত চোকাতে হবে ভারতকে।

পাহাড়ের অবস্থা বুঝতে সমীক্ষার সিদ্ধান্ত

লাগাতার কম্পনে বাড়ছে ভয়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : দার্জিলিংয়ের কোচবিহার রোড থেকে কয়েক বছর আগেও স্পষ্ট দেখা যেত কাঞ্চনজঙ্ঘা। এখন 'ঘুমন্ত বুদ্ধ' ঢাকা পড়েছে বহুতলে। ম্যাল থেকে যে রাস্তাটা আস্তাবলের দিকে গিয়েছে, সেখান থেকেও এখন বছরভর দেখা যায় না কাঞ্চনজঙ্ঘা। পাহাড়ের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো বহুতলগুলির 'শিখর' কতটা গভীরে, তা নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয় রয়েছে। কিন্তু এমন বহুতলের জন্য পাহাড়কে ধরে রাখা গাছের শিকড়গুলি যে কাটা পড়েছে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তাই বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৩৪ মিনিটে যখন ফের কেঁপে উঠল পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের বড় একটা অংশ, তখন দার্জিলিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল নতুন করে। আকাশ ছুঁতে চাওয়া বিল্ডিংগুলি মাটিতে মিশবে না তো, এখন প্রশ্ন এটাই। তথ্য বলছে, এদিন মোট ১৪ বার কেঁপেছে মাটি। যার মধ্যে ৯টির উৎসস্থল সিকিম। ১১টা ৩৪ মিনিটে ঘটে যাওয়া কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ৪.৬। বাকিগুলি তিনের মধ্যে।

প্রায় দুই সপ্তাহের ব্যবধানে এমন ধারাবাহিক কম্পনের মূলে কি শুধুই টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ, নাকি ম্যান্টলের ওপর ভাসমান প্লেটগুলি সমান্তরাল অবস্থানে আসছে, এমন প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ গবেষণা ছাড়া রাতারাতি সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এখনই সতর্ক না হলে যে অদূরভবিষ্যতে চরম মাশুল গুনতে হবে, সে ব্যাপারে সতর্কতা ভূ-বিজ্ঞানীদের। তাঁদের সাফ কথা, এখনই বৃক্ষচ্ছেদন, পাহাড়ি অঞ্চলে বহুতল নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ না আনা গেলে সমূহ বিপদ ঘটবে। যদিও এই পরামর্শ বা সতর্কবার্তা নতুন নয়। দার্জিলিং যখন সিসমিক জোন-৪'এ ছিল, তখন থেকেই ভূ-বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞরা

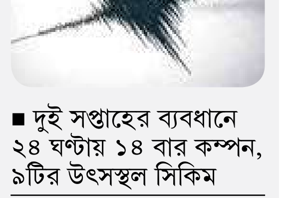

- দুই সপ্তাহের ব্যবধানে ২৪ ঘণ্টায় ১৪ বার কম্পন, ৯টির উৎসস্থল সিকিম
- তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিকিমের প্রত্যেকটি ভূকম্পনের উৎসস্থল তিস্তা সংরক্ষণ অঞ্চল
- বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে রাশ টানা এবং নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ ভূ-বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞদের

সতর্ক করে আসছেন। মূলত বড় নির্মাণের ক্ষেত্রে রাশ টানা এবং নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তাতে কোনও আমল দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতেও ঝুঁকির বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে নজরদারি রাখা বা রাশ টানা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা কঠোর পদক্ষেপ করতে চাইছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। যে বহুতলগুলি রয়েছে, তার স্ট্যাটাস জানার পাশাপাশি ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ করা উচিত, তা নির্দিষ্ট করতে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। সংস্থার জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'ছোট ছোট ভূকম্পন হলেও আমরা সতর্ক। যে কারণে একটি সংস্থাকে দিয়ে কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার ওই সংস্থার সঙ্গে আমাদের পর্যালোচনা বৈঠক হবে।' কেন এত চিন্তা? প্রথমত, ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ডস সম্প্রতি ভূকম্পপ্রবণ এলাকার যে মানচিত্র প্রকাশ করেছে, তাতে এই অঞ্চলের অবস্থান সিসমিক জোন-৬'এ। অর্থাৎ হিমালয় এবং হিমালয় সংলগ্ন এলাকা রয়েছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়। দ্বিতীয়, এখন অধিকাংশ কম্পনের উৎসস্থল তিস্তা সংরক্ষণ অঞ্চল। উল্লেখ্য, ২০১১-র ১৮ সেপ্টেম্বর ঘটে যাওয়া ভূকম্পনের উৎসস্থল ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা সংরক্ষণ এলাকা। ওইদিন ৬.৯ মাত্রার কম্পনে সিকিম তো বটেই, কেঁপে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও তিব্বত। একাধিক বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সবমিলিয়ে মৃত্যু হয়েছিল ১১১ জনের। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সতর্কতাই একমাত্র পথ।'

মন খারাপের ছবি

প্রথম পাতার পর

আবর্জনা মূল সড়কে পড়ে। সেই ভ্যাটের আবর্জনার মধ্যে কেউ বা কারা আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় ধোঁয়া বেরিয়ে সবার ভোগান্তির একশেষ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই চঞ্চলা বর্মনের চায়ের দোকান। মহিলা আক্ষেপ করে বললেন, 'ঠিকমতো আবর্জনা না তোলায় এলাকায় খুব খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।'

প্রকাশনগর লিম্বু বস্তি এলাকার ছবিটি আরও ভয়াবহ। এলাকার প্রধান রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত ভাঙা গাড়িকে কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ড বানানো হয়েছে। ঠিক তার পাশেই রয়েছে সঞ্জয় ঠাকুরের ওষুধের দোকান। তাঁর কথায়, 'তিন বছর ধরে এভাবে গাড়ির মধ্যে আবর্জনা ফেলে রাখা হয়। পুরকর্মীরা ঠিকমতো আবর্জনা তুলতে আসেন না। পানীয় জলও ঠিকঠাক মেলে না।' এই এলাকায় রাস্তা বা আলোর দশা মোটামুটি ঠিক থাকলেও পানীয় জল আর আবর্জনা নিয়েই মানুষের ক্ষোভ পাহাড়প্রমাণ। কাউন্সিলার শোভা সুব্বা আবর্জনার এই সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এলাকায় অনেকেই ভাড়া থাকেন। কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফিরে রাস্তায় আবর্জনা ফেলেন। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকা বড় আবাসনের আবর্জনা আমাদের এলাকায় ফেলা হচ্ছে।'

৪৩ নম্বর ওয়ার্ডেও একই ছবি। এখানে জঞ্জালের সঙ্গে ভাঙা রাস্তা নিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের শেষ নেই। ওয়ার্ডের মনপরিবস্তির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এলাকায় যত্রতত্র খাটাল গড়ে উঠেছে। সেখানে দেখা গেল একটি পাকা নর্দমা তৈরির কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে আছে। এলাকার বাসিন্দা অভিষেক গুপ্তা বলেন, 'যে ঠিকাদার সংস্থা এই নালা বানিয়েছে, তারা যে কতটা অনিয়ম করেছে তার ঠিক নেই।' গান্ধিনগর, হিমালি শহিদনগর ও লোয়ার ভানুনগরে প্রধান রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে বাসিন্দারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সঞ্জয় ঠাকুর হিমালি শহিদনগরে একটি সেলুন চালান। আক্ষেপের সুরে তিনি বললেন, 'আর কতদিন এভাবে ধুলো সহ্য করতে হবে জানি না।' এখানকার কাউন্সিলার সুখদেও মাহাতোও আবর্জনার দায় ভাড়াটেদের ওপর চাপিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গান্ধিনগরের প্রধান রাস্তাটির টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। কিন্তু যাঁরা কাজের জন্য এলাকায় ঘরভাড়া নিচ্ছেন, তাঁরাই রাতে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। প্রচুর আবর্জনা তুলেও তাল সামলাতে পারছি না।'

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শিউমঙ্গল স্কুলের মোড়ের বাঁদিকে একটি বিশাল আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে। চারপাশে আরও অনেক ছোট-বড় আবাসন গড়ে উঠেছে। শিউমঙ্গল মোড়ের উলটো দিকের রাস্তা ধরে তিরঙ্গা মোড়ের দিকে এগোতেই রাস্তার আসল কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ে। গোটা রাস্তাটি সম্পূর্ণ ভাঙা এবং সেখানে পিচের কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। একটি ছোট যান গেলেও এলাকা ধুলোয় ভরে যায়। আশিস বণিক এই রাস্তাতেই মুদি দোকান চালান। ১৫ বছর আগে তিনি কলকাতা থেকে এসে এখানে জমি কিনে বাড়ি করেছেন। ধুলোর হাত থেকে বাঁচতে আশিস দিনে তিনবার দোকানে জল ছেটান। তাঁর দোকানের পাশের ফাঁকা জায়গাটি এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। আশিস বলেন, 'শেষ কবে রাস্তাটিকে পাকা দেখেছি, তা ঠিক মনে পড়ছে না। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অবশ্য আসেন। তিনি দেখেও গিয়েছেন।' কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তল বললেন, 'ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা পাকা করেছি। বাকিগুলিও পাকা করা হবে। বাইরে থেকে বহু মানুষ আসছেন। তাই জঞ্জাল অপসারণে জোর দেওয়া হচ্ছে।'

৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনি এলাকায় রাস্তার ওপর আবর্জনা ফেলার নিয়মিত দৃশ্য চোখে পড়ে। এলাকার চায়ের দোকানদার তাপস রায়ের অভিযোগ, 'এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকায় এলাকায় প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়ায়।' তবে দশরথপল্লির বাসিন্দারা কিছুটা খুশি, কারণ মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের সামনে জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাস ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অভিযান ঘিরে

প্রথম পাতার পর

পরে নেতৃত্ব দেন দুর্গা। ছিলেন শিখা চট্টোপাধ্যায়, পদ্ম শিবিরের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক যুব মোর্চার সভাপতি সৌরভ সরকার সহ বহু নেতা-কর্মী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদেরও একাধিক নেতাকে দেখা গিয়েছে।

প্রায় ২০০০ লোক নিয়ে জলপাই মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। অনেকের হাতেই ছিল তিরধনুক। মিছিলটি নৌকাঘাট মোড় হয়ে তিনবাত্তির দিকে এগোতে শুরু করে। তিনবাত্তি মোড়ের খানিকটা আগে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। তিনবাত্তি এবং নৌকাঘাটের মাঝে দ্বিস্তরীয় ব্যারিকেড তৈরি করেছিল পুলিশ। পেছনে ছিল জলকামান, বজ্র, ফায়ার ব্রিগেড। নৌকাঘাট মোড় থেকে ব্যারিকেড অবধি আসার পথে জায়গায় জায়গায় রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর যুব মোর্চার কর্মীরা এসে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন আরও কয়েকশো সাধারণ বিক্ষোভকারী। ব্যারিকেডের প্রথমস্তরটি ভাঙার পরই জলকামান চালানো হয়। এরপর পুলিশকে লক্ষ্য করে পরপর ঢিল উড়ে আসে। শুরু হয় লাঠিচার্জ। ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে শুরু করে। ঝাঁঝালো ধোঁয়া আর শব্দে বিক্ষোভকারীরা পিছু হটেন। তবে 'রণে' ভঙ্গ দেননি।

কখনও ঢিল হাতে পুলিশকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছিল জনতার অংশ, আবার কখনও পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছিল। তাড়া করে বিক্ষোভকারীদের নৌকাঘাট মোড় পার করাতেই তড়িঘড়ি যান চলাচল স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়। এদিকে, তখনও বাতাসে কাঁদানে গ্যাসের উপস্থিতি ভালোরকম। ফলে পথচলতিদের সমস্যায় পরতে হয়। সুব্রত ভৌমিকের বক্তব্য, 'হঠাৎ দেখছি, চোখ জ্বালা করছে। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছিল। বাইক দাঁড় করিয়ে পাশের দোকান থেকে জলের বোতল কিনে চোখেমুখে দিলাম।'

পাকিস্তানে আফগান হানা

কাবুল, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পাক-আফগান সীমান্তে যুদ্ধের দামামা। আফগানিস্তানের তালিবান সরকার পাকিস্তান সীমান্তে আক্রমণ করেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই দাবি করেন কাবুল সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ। সেই দাবি অনুযায়ী, ইতিমধ্যে পাকিস্তানের ১৫টি সীমান্ত চৌকি আফগানিস্তানের দখলে চলে এসেছে। ওই হামলায় ৪০ জন পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর মিলেছে। এছাড়া বহু সেনাকে তালিবান সরকার জীবিত অবস্থায় আটক করেছে।

গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তান সেনা সীমান্তে প্ররোচনা ছড়াচ্ছিল ও আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করছিল বলে কাবুল প্রশাসনের অভিযোগ। ওই ঘটনার প্রত্যাঘাতে এই তালিবান সেনার হামলা। মূলত মুজাহিদিন বাহিনী এই হামলার নেতৃত্ব দিয়েছে। আফগানিস্তানের সেনাপ্রধান দাবি করেছেন, সেনা প্রত্যক্ষভাবে এই হামলার তদারকি করেছে। তাঁর কথায়, সীমান্ত বরাবর উন্নত প্রযুক্তির লেসার সিস্টেম মোতায়েন করা হয়েছে যাতে অন্ধকারের মধ্যেও শত্রুপক্ষের মোবাইল ইউনিটকে ধ্বংস করা যায়। তালিবানের এই হামলা পাক-আফগান সীমান্তে যুদ্ধের সূচনা করল কি না, তা অবশ্য বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সীমান্তের কাছাকাছি কর্মরত পাকিস্তানের দুই ঊর্ধ্বতন আধিকারিক অবশ্য নিশ্চিত করেছেন যে, বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ শুরু করে আফগানিস্তান। এতে সীমান্তে উত্তেজনা চরম আকার নিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৩টি দেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেছে মুজাহিদিন বাহিনী।

এর আগে গত রবিবার পাকিস্তানের বিমান হানায় মহিলা ও শিশু সহ কয়েক ডজন আফগান সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়। তখন থেকে দুই দেশের মধ্যে সামরিক টানাপোড়েন চলছিল। শেষপর্যন্ত আঘাত হানল কাবুল।

রঙ্গবিভূষণ, রঙ্গভূষণ

প্রথম পাতার পর

গানমেলায় গেয়ে পূর্ণদাস বাউলের মতো নব্বই পেরোনো শিল্পীরাও প্রাপ্য সম্মান পান না। সংস্কৃতির এই সঙ্গীরা মমতাকে রাজনীতিতেও অনেকবার অস্বস্তিতে ফেলেছেন। এখানেও অস্বস্তিতে ফেলেছেন।

ইমন সম্প্রতি মমতা সরকারের প্রচারে পাঁচালির গান বেঁধেছেন! তাঁকে বিধানসভার টিকিট দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা! একবার সাধিলেই খাইবেন। শুধু এজন্যই তিনি বঙ্গবিভূষণ, একেবারে সর্বোচ্চ ধাপে! যতদূর মনে পড়ছে, বছর চারেক আগে তাঁকে যে বার বঙ্গভূষণ দেওয়া হয়, তাঁর সঙ্গে পুরস্কৃত হয়েছিলেন কৌশিকী চক্রবর্তী। শ্রেয়া ঘোষালকে বাইরের ধরলে অরিজিৎ সিং ছাড়া একমাত্র কৌশিকী সর্বভারতীয় পর্যায়ে বাংলা থেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী। এই দুজন তাহলে বঙ্গবিভূষণ পেলেন না কেন?

অদিতি মুন্সিও শুধু তৃণমূল করেন বলে পুরস্কার পেলেন। ইদানীং কোনও হিট গান নেই তাঁর। কীর্তনকেই অগ্রাধিকার দিতে হলে তো সুমন ভট্টাচার্যকে আগে পুরস্কার দিতে হয়, কীর্তনকে যিনি আবার জনপ্রিয় করেছেন বাংলায়। ভূষণের মঞ্চে সিনেমার একমাত্র মুখ দেখলাম পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। যাঁকে দীর্ঘদিন স্বরূপ বিশ্বাসরা সিনেমাই করতে দিচ্ছিলেন না। যিনি আগে চরম বিদ্রোহী ছিলেন। এখন ডিগবাজি খাওয়ায় রাজনীতিকদেরও ছাপিয়ে গিয়েছেন। এবং সোজাসুজি মমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আর ফলম ফলৌ ফলাঃ বঙ্গভূষণ। আর কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। অদ্ভুত। পরমব্রত যদি বঙ্গভূষণ পান, তা হলে তো স্বরূপ বিশ্বাসদের শাস্তি দেওয়া উচিত এত যোগ্যতাসম্পন্নকে অযথা দীর্ঘদিন শাস্তির কবলে রাখার জন্য।

যেমন অদ্ভুত সাহিত্যে শুধু শ্রীজাতর স্বীকৃতি এবং সেটা একেবারে বঙ্গবিভূষণ! মমতার ভালো দিক হল, গান-সিনেমার কিছু লোককে একেবারে উজাড় করে দিচ্ছেন। আগের দুই মুখ্যমন্ত্রীর মতো তিনি এসব ক্ষেত্রে উন্নাসিক নন। সমস্যা হল, এই উজাড় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কানা ছেলেরা পদ্মলোচন হয়ে যান অনেক সময়। মমতার নজরে পড়লে অনেক সময় স্বীকৃতি পেয়েছেন তথাকথিত তৃণমূল বিরোধী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, সব্যসাচী চক্রবর্তী বা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। পার্টির ঊর্ধ্বে ওঠা সবসময় ভালো কাজ। কিন্তু মমতার সঙ্গে যাঁরা ঘোরেন, তাঁরা যদি এই পুরস্কার বাছাইয়ের দায়িত্বে থাকেন, তাহলেই হয়ে গেল। তাহলে অপাত্রে দান আরও বেড়ে যায়। এবার যেমন হল। সিনেমার মতো খেলাতেও মাত্র একজনই পেয়েছেন বঙ্গ পুরস্কার। সমরেশ চৌধুরী। ইমন বঙ্গবিভূষণ, সমরেশ বঙ্গভূষণ। মোহন-ইস্ট সমর্থকরা, কিছু বলবেন? নবান্নের পুতুল হয়ে ওঠার জন্য বিখ্যাত মোহন-ইস্টের দুই প্রধান কর্তা দেবব্রত সরকার, দেবাশিস দত্ত কিছু বলবেন এ নিয়ে? সমরেশ ছাড়া কোনও খেলোয়াড় কি আর ছিলেন না বঙ্গ পুরস্কার পাওয়ার মতো? বোঝা যাচ্ছে, রাজ্যের সরকারি কর্তাদের মতে, সিনেমা বা খেলায় বা নাটকে বা সাহিত্যে আর যোগ্য কেউ নেই পুরস্কার পাওয়ার মতো। ফলে এই পুরস্কারগুলো হয়ে উঠেছে হাস্যকর। পার্টি করলেই এমন পুরস্কার জুটবে। এবং গায়ক-গায়িকারা এখানে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছেন।

গণেশ হালুইকে বঙ্গবিভূষণ দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব পাবে রাজ্য সরকার। সেইসঙ্গে দুটো প্রশ্ন থাকবে। এক, এতদিন তিনি পুরস্কার পাননি কেন? দুই, যাঁদের সঙ্গে বঙ্গবিভূষণ দেওয়া হল কিংবদন্তি চিত্রকরকে, হাঁটুর বয়সিদের সঙ্গে পুরস্কার পাওয়ায় গণেশবাবুর কতটা সম্মান বাড়ল? পদ্ম পুরস্কারগুলো ইদানীং বিজেপি নিজেদের দলের লোকদের দেওয়া অভ্যেস করে ফেলেছে। বিজেপি নেতাদের ধরলেই পদ্মশ্রী বাঁধা, পদ্মভূষণ বাঁধা। কলকাতার অনেক উচ্চাঙ্গসংগীতশিল্পী লাইনটা ঠিক ধরে ফেলেছেন। অথচ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়রা এই ধরাধরিতে নেই বলে পুরস্কারও নেই। রাজ্যের কোনও পার্টিই এ নিয়ে সোচ্চার হয় না, এই লজ্জা রাখার জায়গা নেই আমাদের। এই একটা জায়গায় তৃণমূল এবং বিজেপি সমান-সমান। পুরস্কার বিতরণের ক্ষেত্রে। তৈল দাও, আর সরকারি পুরস্কার নাও।

বাংলার ক্ষেত্রে আরেকটা সমস্যা। যোগ্য সবাইকেই পুরস্কার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। যোগ্য লোক পাওয়া মুশকিল। কিন্তু পুরস্কার দিতে হবে তো, তাই তালিকা পাঠানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী দ্বারস্থ হন তাঁর কাছের লোকদের। তাঁরাও আবার তাঁদের কাছের লোকদের ঢালাও পুরস্কার দিতে শুরু করেন। বঙ্গবিভূষণ, বঙ্গভূষণ, বঙ্গরত্নের মতো পুরস্কারগুলো তাই ধুলোয় লুটোয়। রঙ্গবিভূষণ, রঙ্গভূষণ এবং রঙ্গরত্ন হয়ে।

পাহাড়ের বাঁকে বুনোফুলের কান্না

প্রথম পাতার পর

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মনোরঞ্জন চৌধুরীর কথা, 'আবহাওয়া বা জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে গোটা ব্যবস্থাই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে ফুল ফুটলে তা আগেই ঝরে গিয়ে বীজ তৈরি করছে। সেই বীজ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বা উপাদান (যেমন-জল) না পেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে বড় সংকট তৈরি হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ না করলে এই সমস্যা বাড়তেই থাকবে।'

সাম্প্রতিক নানা বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, ফুল ফোটা এবং পতঙ্গদের জেগে ওঠার মধ্যে যে হাজার বছরের সূক্ষ্ম সমন্বয় ছিল, হিমালয়ের এই অঞ্চলে তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। একে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'ট্রফিক মিসম্যাচ'। উদাহরণ দিয়ে গবেষকরা জানিয়েছেন, একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির অর্কিড ফোটার সময় যদি এক মাস এগিয়ে আসে, তবে সেই সময় ওই ফুলের পরাগায়ন ঘটানো নির্দিষ্ট পতঙ্গটি বা মৌমাছিটি হয়তো ডিম ফুটে বেরোয়নি। এর ফলে ফুলটি পরাগায়িত না হয়েই ঝরে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে সেই প্রজাতির বংশবৃদ্ধি থেমে যাচ্ছে। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি উপত্যকায় এভাবেই নানা প্রজাতির অর্কিড হারিয়ে যেতে বসেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাপমাত্রা বাড়ার ফলে অর্কিডগুলো এখন আরও ওপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা তো আর অসীম নয়, ফলে একসময় তাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাবে এবং বিলুপ্তিই হবে একমাত্র ভবিতব্য।

গবেষকরা বলছেন, কেবল অর্কিড নয়, উত্তরবঙ্গের গর্ব রডোডেনড্রন এবং ম্যাগনোলিয়ার অবস্থাও তথৈবচ। রডোডেনড্রন মূলত মার্চের শেষে বা এপ্রিলের শুরুতে রক্তিম আভা ছড়াত, এখন তা জানুয়ারির শেষে বা ফেব্রুয়ারির শুরুতেই প্রস্ফুটিত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'অসময়ে ফুল ফোটার ফলে ফুলে মধুর পরিমাণ কমে যাচ্ছে, যা সরাসরি প্রভাব ফেলছে পাহাড়ি পাখি এবং পোকামাকড়ের খাদ্যশৃঙ্খলেও। হিমালয়ের এই পরিবর্তন আসলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এক স্থানীয় প্রতিচ্ছবি।'

মনোরঞ্জন জানিয়েছেন, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিদেশি উদ্ভিদ বা 'এলিয়ান স্পিসিস'-এর চাইতেও বেশি ক্ষতি হচ্ছে স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদকুলের। ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিংয়ের যেসব ঢালে অর্কিডের মেলা বসত, আজ সেখানে কংক্রিটের জঙ্গল অথবা বিদেশি প্রজাতির পাইন গাছের একচেটিয়া রাজত্ব। ওই পাইন গাছের পাতা মাটি অম্লীয় করে তোলে, যা দেশি বন্যফুল বা বিরল প্রজাতির ফার্ন জন্মানোর পরিপন্থী। হিমালয়ের অর্কিড নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই কাজ করছেন সুরজিৎ রায়। তাঁর কথা, '১৯৫০-এর দশকেও সুকিয়াপোখরি, মানেভঞ্জন, বিজনবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় যেসব অর্কিড অনায়াসে মিলত, এখন সেগুলো খুঁজে পাওয়া কার্যত অসম্ভব। হারিয়ে যেতে বসা এই অর্কিডের তালিকা বেশ লম্বা।'

তথ্য বলছে, দার্জিলিং হিমালয়ের তিনশোর বেশি প্রজাতির অর্কিডের মধ্যে অন্তত তিরিশ শতাংশ এখন 'বিপন্ন' তালিকায়। যদি বনসৃজন নীতিতে বৈজ্ঞানিক বদল না আনা যায় এবং পাহাড়ি ঝরনা ও আর্দ্র এলাকাগুলো সংরক্ষণ করা না হয়, তাহলে পাহাড়ের জীবন্ত রত্নগুলো কেবল ইতিহাসের পাতায় বা পুরোনো হারবেরিয়াম শিটেই বন্দি থাকবে বলেই মনে করছেন গবেষককুল। প্রকৃতির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে গড়ে তোলা দার্জিলিংয়ের কংক্রিটের জঙ্গলের আড়ালে এখন তাই এক নিঃশব্দ হাহাকার জমেছে। জলবায়ুর এই বিরূপ আচরণ রুখতে না পারলে কেবল বুনো ফুলই হারিয়ে যাবে না, তারসঙ্গে হারাবে পাহাড়ের আদিম ঘ্রাণ। বিবর্তন নয়, আসলে মানুষের লোভ আর অবহেলার বলি হতে হতে অর্কিডেরা আজ যেন ধূসর পাহাড়ের বুকে এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চিপকের বাইরে হকি স্টিক ছেড়ে ধোনির ব্যাটে শাহবাজ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : চেন্নাইয়ে আমার অস্থায়ী ঠিকানা থেকে চিপক স্টেডিয়াম মেরেকেটে মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ। চিপকের গা ঘেঁষে চলে যাওয়া ওয়াল্লাঝা রোড ধরে এগোলেই কলকাতার ময়দান মার্কেটের এক টুকরো প্রতিচ্ছবি। রাস্তার একাধারে সারি সারি সরকারি অফিস, আর উলটো দিকে হ্যাপি স্পোর্টস, ফ্যাব স্পোর্টস বা মাদ্রাজ স্পোর্টসের মতো খেলার সরঞ্জামের রকমারি মেলা।

এই ভিড়েই হঠাৎ দুটো সাইনবোর্ডে চোখ আটকে যেতে বাধ্য। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুই কিংবদন্তি- 'শচীন স্পোর্টস' এবং 'ধোনি স্পোর্টস'! নব্বইয়ের দশকে চিপকে যখন শচীন তেন্ডুলকারের জাদুতে বুঁদ গোটা দেশ, ঠিক তখনই মাস্টার ব্লাস্টারের নামে প্রথম দোকানটির পথ চলা শুরু। পরে চেন্নাইয়ের ক্রিকেট আবেগে ভাগ বসান মহেন্দ্র সিং ধোনি। আশ্চর্যের বিষয়, 'ধোনি স্পোর্টস'-এর শুরু ২০১৬ সালে, ঠিক যখন সিএসকে নির্বাসিত। ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং 'থালা'-র সবচেয়ে কঠিন সময়েই নিঃশর্ত ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছিল ওয়াল্লাঝা রোডের এই দোকান! স্বয়ং 'ক্যাপ্টেন কুল' হয়তো সশরীরে কখনও আসেননি, কিন্তু নিজের ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে চূড়ান্ত খুঁতখুঁতে ধোনিও 'সেকেন্ড হোম'-এর এই ভালোবাসার টান অস্বীকার করতে পারেননি। তাই নিজের নাম ব্যবহার নিয়ে কখনও কোনও আইনি পদক্ষেপ নেননি।

চিপক স্টেডিয়াম থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে -'শচীন স্পোর্টস' এবং 'ধোনি স্পোর্টস'। ছবি : প্রতিবেদক

বুধবার রাতে চিপক থেকে ফেরার পথে ঢুঁ মেরেছিলাম এই 'ধোনি স্পোর্টস'-এ। সাংবাদিক বুঝতে পেরেই হাসিমুখে স্বাগত জানালেন দোকানে থাকা মালিক সৈয়দ নাসিরুদ্দিন শাহবাজের এক আত্মীয়। বৃহস্পতিবারের মরণ-বাঁচন ম্যাচ নিয়ে তাঁর আক্ষেপ, 'প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ের বদলে অস্ট্রেলিয়া হলে পারদ আরও চড়ত। মাঠ ভরলেও, বিক্রিবাটা কতটা হবে নিশ্চিত নই।' কয়েক দিনে নীল জার্সির বিক্রি বাড়লেও, শুধু ম্যাচ-ডের ভরসায় দোকান চলে না। ক্রেতাদের বছরভর টানতে তাই ব্র্যান্ডেড জিনিসের গুণমানে জোর দেন তিনি। কারণ, 'ধোনি' নামের একটা ওজন আছে, সেখানে আপসের জায়গা নেই! আইপিএলের পরিচিত মুখ, বিস্ফোরক ব্যাটার এম শাহরুখ খানও তাঁর নিয়মিত ক্রেতা।

কথায় কথায় জানা গেল, মালিক শাহবাজের অতীত বেশ চমকপ্রদ। একসময় তিনি গোটা দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় হকি খেলোয়াড় ছিলেন! বর্তমান তারকা গোলকিপার কৃষাণ বাহাদুর পাঠকের সতীর্থ শাহবাজ ডাক পেয়েছিলেন ২০১৫ জুনিয়ার হকি বিশ্বকাপের সম্ভাব্য দলেও। খেলেছেন আটটি ন্যাশনাল গেমস। কিন্তু জুনিয়ার বিশ্বকাপের মূল দলে সুযোগ না পাওয়ার হতাশাতেই হকি থেকে সরে এসে অল্প বয়সেই পারিবারিক ব্যবসায় হাল ধরেন। বর্তমানে চেন্নাইয়ে পরিবারের একাধিক দোকান থাকলেও, প্রাক্তন এই হকি খেলোয়াড়ের আবেগের কেন্দ্রবিন্দু চিপকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ওই 'ধোনি স্পোর্টস'-ই।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, কলম্বো

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ইংরেজ বধে নিখুঁত হওয়ার হুংকার

কলম্বো, ২৬ ফেব্রুয়ারি : লর্ডসের সেই স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনাল হোক বা টি২০ বিশ্বকাপের মহারণ- ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হওয়া মানেই বাইশ গজে বারুদ আর আবেগের জোরালো ককটেল। তবে এবার আর শুধুই আবেগের স্রোতে গা ভাসাতে নারাজ কিউয়ি শিবির। মেগাফাইটের আগে ডাগআউটের দুই মাস্টারমাইন্ড- হেডকোচ রব ওয়াল্টার এবং বোলিং কোচ টিম সাউদির গলায় শোনা গেল নিখুঁত ক্রিকেট আর মগজাস্ত্রের হুংকার।

একদিকে সাউদি খুঁজছেন 'পারফেক্ট গেম', অন্যদিকে ওয়াল্টারের তুরুপের তাস হল মাঠে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামলানোর দক্ষতা। হেড কোচ রব ওয়াল্টার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মাঠে মুহূর্তের মধ্যে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাই এবারের বিশ্বকাপে তাঁদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তাঁর কথায়, 'টি২০ মঞ্চে প্রতি মুহূর্তে চিত্রনাট্য বদলায়। ইংরেজদের আগ্রাসী ক্রিকেটের সামনে ঘাবড়ে না গিয়ে, বিপদের গন্ধ পেয়ে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপরই সবটা নির্ভর করছে। আমাদের দল সেই কাজটায় এখন অনেক বেশি পরিণত।'

ওয়াল্টারের এই 'প্রবলেম সলভিং' থিওরির সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে বোলিং কোচ সাউদির নিখুঁত ব্লু প্রিন্ট। প্রাক্তন এই তারকা পেসারের মতে, জস বাটলারদের মতো ভয়ংকর ব্যাটিং লাইনের বিরুদ্ধে আবেগে ভেসে গেলে চলবে না। পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর একটাই রাস্তা- মাথা ঠান্ডা রেখে বিপক্ষের দুর্বল জায়গায় নিখুঁত আঘাত হানা। শুরুতে সুইংয়ের মায়াজাল বুনে ইংরেজ টপ অর্ডারকে ছন্নছাড়া করে দেওয়াই তাঁর প্রধান রণনীতি। এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নয় নিউজিল্যান্ডের বোলাররা।

খাতায়-কলমে ইংল্যান্ড যতই আগ্রাসী হোক না কেন, কিউয়িরা যে এবার ডাগআউটের কড়া শাসনে পুরোনো হিসেব মেটাতে মরিয়া, তা দুই কোচের শরীরী ভাষাতেই পরিষ্কার। একদিকে ইংরেজ ব্যাটারদের রূঢ় আগ্রাসন, অন্যদিকে ওয়াল্টার-সাউদি জুটির ঠান্ডা মাথার নিখুঁত ছক। এই ব্লকবাস্টার থ্রিলারে শেষপর্যন্ত পেশিশক্তি জেতে নাকি মগজাস্ত্র, সেটাই এখন দেখার।

জয়ের হ্যাটট্রিকে নজর লাল-হলুদ শিবিরের

অন্তঃকলহ ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত ইস্টবেঙ্গল

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : যেখানে টানা দুই ম্যাচ জিতে মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকার কথা, সেখানে হঠাৎ করেই অধিনায়ককে সাংবাদিক সম্মেলনে নিয়ে এসে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে, দলের মধ্যে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই।

পরিস্থিতি দেখেশুনে মনে হচ্ছে, জামশেদপুর এফসি ম্যাচের থেকেও ইস্টবেঙ্গলের ফোকাস বেশি সংবাদমাধ্যমে কী বের হচ্ছে সেইদিকে। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে লাল-হলুদ অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো নিজে থেকে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমে দল নিয়ে কিছু গুজব রটেছে। অধিনায়ক হিসেবে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, দলের অভ্যন্তরে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। আমরা সবাই একটা পরিবার। কোচ, খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফ সকলেই এক সুতোতে বাঁধা রয়েছে।' অধিনায়কের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোচ অস্কারও বলেছেন, 'ভুয়ো খবরের ফলে খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। আমার কাজ খেলোয়াড়দের এই সমস্ত বিষয় থেকে রক্ষা করা। দলের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই।'

শুক্রবার জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়ানো ইস্টবেঙ্গল খেলবে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে। প্রথম দুটি ম্যাচে লাল-হলুদ শিবির জয় পেলেও তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল ছিল। সেই নিরিখে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের আসল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে। ফলে অনেক ভেবেচিন্তে দল সাজাতে হচ্ছে কোচ অস্কারকে। ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরা ফিট। তিনি দলে থাকছেন। তবে অধিনায়ক সাউলকে নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। ম্যাচের দিন সকালে মেডিকেল টিমের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন অস্কার। যা পরিস্থিতি, হয়তো এই ম্যাচে না খেলার সম্ভাবনাই বেশি ইস্টবেঙ্গল অধিনায়কের।

অনুশীলনে হাসিখুশি মেজাজে অ্যান্টন সোজবার্গ, জিকসন সিংরা। -ডি মণ্ডল

প্রতিপক্ষ জামশেদপুরও প্রথম দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছে। দলে গত মরশুমে লাল-হলুদে খেলা মাদিহ তালাল, রাফায়েল মেসি বাউলি, মার্ক জো-র মতো খেলোয়াড় রয়েছেন। বিশেষ করে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারেন তালাল। মরোক্কান এই মিডিও ছন্দে থাকলে কপালে অশেষ দুর্গতি রয়েছে লাল-হলুদ শিবিরের। পাশাপাশি জামশেদপুর সেটপিসেও বেশ ভয়ংকর। তা নিয়ে বাড়তি সতর্ক অস্কার। তাই ঘরের মাঠে খেলা হলেও রক্ষণ জমাট রেখেই আক্রমণের ভাবনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোলের নীচে প্রভসুখান সিং গিল খেলবেন। চার ডিফেন্ডার হিসেবে লালচুংনুঙ্গা, আনোয়ার আলি, জিকসন সিং ও জয় গুপ্তাকে দেখা যেতে পারে। মাঝমাঠে মিগুয়েলকে বসানোর সাহস বোধহয় দেখাবেন না অস্কার। ব্রাজিলীয় তারকার সঙ্গে মহম্মদ বসিম রশিদ মিডফিল্ডে জুটি বাঁধবেন। দুই উইংয়ে বিপিন সিং ও এডমুন্ড লালরিনডিকা রালতে। নন্দকুমার সেকারকে এই ম্যাচে প্রথম একাদশ থেকে বসানো হচ্ছে। আপফ্রন্টে ইউসেফ এজেজ্জারির সঙ্গে নবাগত অ্যান্টন সোজবার্গের শুরু করার কথা। আপাতত জামশেদপুরকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল জয়ের হ্যাটট্রিক করতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম **জামশেদপুর এফসি**

সময় : বিকাল ৫টায়
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

উইন্ডিজকে গুঁড়িয়ে ভারতের ত্রাতা প্রোটিয়ারা

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার আইডেন মার্করাম।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৭৬/৭
দক্ষিণ আফ্রিকা-১৭৭/১
(১৬.১ ওভারে)

আহমেদাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটের মঞ্চে ক্যারিবিয়ানদের কার্যত উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর প্রোটিয়াদের এই দাপুটে জয়েই বদলে গেল ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের সমীকরণ। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারতেই, আগামী রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচটি এখন রূপ নিয়েছে অলিখিত কোয়ার্টার ফাইনালে। যে মেগা-মহারণের দিকে এখন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে গোটা ক্রিকেটমহল।

এদিন প্রোটিয়াদের দাপট দেখে স্বস্তির হাওয়া ভারতীয় শিবিরে। সমীকরণটা ছিল পরিষ্কার— ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারলে সেমিফাইনালের রাস্তা অনেকটাই মসৃণ হবে টিম ইন্ডিয়ার। আর ঠিক সেটাই করে দেখাল দুরন্ত ফর্মে থাকা আইডেন মার্করামের দল। টানা ছয় ম্যাচে জিতে উইন্ডিজদের অপরাজিত থাকার অহংকার তো চূর্ণ করলই, সঙ্গে তাদের নেট রান রেট ৫.৩৫০ থেকে একধাক্কায় নামিয়ে আনল ১.৭৯১-এ। ফলে রবিবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে ভারতীয় দলের সেমিফাইনালের ভাগ্য এখন পুরোটাই নিজেদের হাতে। আর এই স্বস্তির খবরের জন্যই এদিন আহমেদাবাদের গ্যালারিতে কাগিসো রাবাদা-মার্করামদের প্রতিটা পদক্ষেপে গলা ফাটিয়েছেন হাজার হাজার ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী। প্রোটিয়াদের জয় যেন ভারতেরই জয়— এমন একটা উৎসবের আবহই তৈরি হয়েছিল মাঠে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বসিত লুঙ্গি এনগিডি।

ম্যাচের চিত্রনাট্য এদিন শুরু থেকেই লিখেছিলেন প্রোটিয়া পেসাররা। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামা উইন্ডিজ টপ অর্ডারকে পাওয়ার প্লে-তেই দুমড়ে-মুচড়ে দেন রাবাদা (২২/২) এবং লুঙ্গি এনগিডি (৩০/৩)। মাত্র ৮৩ রানে ৭ উইকেট খুইয়ে রীতিমতো খাদের কিনারে দাঁড়িয়েছিল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সেখান থেকে জেসন হোল্ডার (৪৯) ও রোমারিও শেফার্ডের (অপরাজিত ৫২) অষ্টম উইকেটে রেকর্ড ৮৯ রানের লড়াকু জুটিতে ভর করে কোনওক্রমে ১৭৬ রানে পৌঁছায় উইন্ডিজ।

কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে প্রোটিয়া ব্যাটারদের বিধ্বংসী মেজাজের সামনে এই লড়াই নেহাতই মামুলি হয়ে দাঁড়ায়। পাওয়ার প্লে-তেই ৬৯ রান তুলে ক্যারিবিয়ান বোলারদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন কুইন্টন ডি কক (৪৭) এবং ক্যাপ্টেন মার্করাম। ডি ককের ঝোড়ো ইনিংস শেষ হওয়ার পর, রায়ান রিকেলটনকে (অপরাজিত ৪৫) সঙ্গে নিয়ে মাত্র ১৬.১ ওভারেই ম্যাচ পকেটে পোরেন অপরাজিত ৮২ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলা মার্করাম।

সব মিলিয়ে, বাইশ গজে প্রোটিয়াদের এই 'পারফেক্ট গেম' উইন্ডিজদের শুধু মাটিতেই নামাল না, রবিবারের ইডেনকে উপহার দিল এক বারুদে ঠাসা মেগা 'কোয়ার্টার ফাইনাল'।

ট্রোলিংয়ের শিকার পাক অধিনায়কের স্ত্রী-পুত্র

ইসলামাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সুপার এইটে ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর পাক সমর্থকদের ট্রোলিংয়ের শিকার পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন অলি আঘার স্ত্রী সাব্বা মানজির ও তাঁর পুত্র সালাহ।

সমাজমাধ্যমে এই নিয়ে পোস্ট করেছেন সাব্বা। লিখেছেন, 'পাকিস্তানের হারের পর থেকেই আমাকে ও আমার ছেলেকে ক্রমাগত কটূক্তি করে যাচ্ছেন সমর্থকরা।' সাধারণত লাইমলাইট থেকে বেশ দূরেই থাকেন সাব্বা। তবে বরাবরই সলমন নিজের সফল কেরিয়ারে পুরো কৃতিত্বটা তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছেন।

সুপার এইটে ইংল্যান্ডের কাছে হারার ফলে টি২০ সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্ন ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তানের। এই নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনার শিকার সলমনরা। সেই সমালোচনা থেকে এবার বাদ গেল না ক্রিকেটারদের স্ত্রী-পুত্ররাও।

সমালোচনা মানসিক চাপ শনাকার কাছে

কলম্বো, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ। গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কাছে ৬১ রানে হেরে বিশ্বকাপ থেকে লজ্জার বিদায় নিল শ্রীলঙ্কা। জিম্বাবোয়ে, ইংল্যান্ড এবং সবশেষে কিউয়িদের কাছে হার- সুপার এইটেই সলিলসমাধি আয়োজকদের। এই চরম ভরাডুবির পর হারের কারণ হিসেবে স্পিন-বান্ধব পিচ বা চোট-আঘাতের সঙ্গে চারপাশের 'নেতিবাচক পরিবেশকেই' কাঠগড়ায় তুললেন লঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শনাকা।

বুধবার আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ১০৭ রানেই শেষ শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকারের পাশাপাশি রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন শনাকা। প্রেমাদাসার পিচ বুঝতে যে টিম ম্যানেজমেন্ট ডাহা ব্যর্থ, তা মেনে নিয়ে তিনি জানান, পিচ এতটা স্পিন-বান্ধব হবে তা তাঁরা আশা করেননি। ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ স্ট্রাইক রেট থাকা ব্যাটারদের দলে নেওয়া সত্ত্বেও, নিজেদের ডেরায় অচেনা পিচের ফাঁদে পড়ে ৬ উইকেট কেবল স্পিনারদের ঝুলিতেই দিয়ে আসতে বাধ্য হয় শ্রীলঙ্কা।

গত এক বছর ধরে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতার জেরে সমালোচনার ঝড় বইছিল লঙ্কান ক্রিকেটে। শনাকার সাফ কথা, চারপাশের এই তীব্র সমালোচনা দলের অন্দরমহলে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। 'আমরা ক্রিকেটার হিসেবে যতই ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করি না কেন, বাইরের এই নেতিবাচক পরিবেশ আমাদের বিরাট ক্ষতি করছে,' আক্ষেপের সুরে বলেন লঙ্কান অধিনায়ক। স্টেডিয়ামের বাইরে মাইক হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সমালোচকদের একহাত নিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, 'অনেকেই আছেন যাঁরা ম্যাচ না দেখেই যা খুশি তাই বলছেন। শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেটই আমাদের একমাত্র সম্বল, আর এভাবে চললে আমরা সেটাকেও বাঁচাতে পারব কি না সন্দেহ।'

> **অনেকেই আছেন যাঁরা ম্যাচ না দেখেই যা খুশি তাই বলছেন। শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেটই আমাদের একমাত্র সম্বল, আর এভাবে চললে আমরা সেটাকেও বাঁচাতে পারব কি না সন্দেহ।**
>
> **-দাসুন শনাকা**

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভবিষ্যতের ক্রিকেটারদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সরাসরি সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন শনাকা। তাঁর মতে, দলের ব্যর্থতার কারণ খোঁজার চেয়ে সমালোচনাটাই এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'আমরা হয়তো খেলে চলে যাব, কিন্তু ভবিষ্যতের ক্রিকেটারদের কথা ভেবে সরকারের উচিত এই নেতিবাচকতায় লাগাম টানা।'

আর সমালোচনার পাশাপাশি লঙ্কান শিবিরের সবচেয়ে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল চোট-আঘাত আর ফিটনেসের অভাব। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই ছিটকে যান পেসার এহশান মালিঙ্গা। প্রথম ম্যাচেই হ্যামস্ট্রিংয়ের

দ্বারস্থ হচ্ছেন সরকারের

চোটে মাঠ ছাড়েন দলের অন্যতম সেরা স্পিন অস্ত্র ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে কাফ মাসলে চোট পান ডেথ ওভারের স্পেশালিস্ট মাথিশা পাথিরানা। ফিটনেসের সঙ্গে যে আপস চলে না, তা স্বীকার করে নেন শনাকা।

সবশেষে, কলম্বো এবং ক্যান্ডিতে গ্যালারি ভরিয়ে তোলা অগণিত লঙ্কান সমর্থকের কাছে মাথা নত করে ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি। শনাকার কথায়, 'আমরা সমর্থকদের প্রত্যাশার প্রতি সুবিচার করতে পারিনি। ওদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারার জন্য আমরা সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী।'

চার্চিলে আপত্তি, ১৩ ক্লাবের চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : আইএসএল শুরু হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ দল দুটি করে ম্যাচও খেলে ফেলেছে। তারপরও এই মরশুমেই দেশের সর্বোচ্চ লিগে চার্চিল ব্রাদার্সকে খেলানোর জন্য ফেডারেশনের চেষ্টা অব্যাহত।

বুধবারই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে চিঠি পাঠানো হয় আইএসএলের ক্লাবগুলিকে। যেখানে চার্চিলকে আইএসএলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। আইএসএলের ১৩টি ক্লাব অবশ্য নিজেদের অবস্থানে অনড়। বৃহস্পতিবারই চিঠি দিয়ে ক্লাবগুলি জানিয়ে দিয়েছে, এই মরশুমেই চার্চিলকে আইএসএলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে তাদের তীব্র আপত্তি রয়েছে।

চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মরশুম শুরুর আগেই সূচি, খেলোয়াড়দের চুক্তি, স্পনসরশিপ, সম্প্রচার সহ সমস্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মাঝপথে নতুন দল অন্তর্ভুক্ত করা হলে প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি আইনি ও বাণিজ্যিক জটিলতাও তৈরি হতে পারে বলে মত ক্লাবকর্তাদের। এখন দেখার, ফেডারেশন ক্লাবগুলোর অবস্থান মেনে নেয়, নাকি নতুন করে লিগ সম্প্রসারণের অর্থাৎ গোয়ার ক্লাবটির অন্তর্ভুক্তির পথ খোঁজে।

ঝলমলে শুরু, আরও ক্ষুধার্ত ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : দুই ম্যাচে দুই গোল। এই মরশুমে আরও ঝলমলে জেমি ম্যাকলারেন।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে প্রথম মরশুমে মানিয়ে নিতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। তারপরও আইএসএলে ১২ গোল। ভারতে নিজের দ্বিতীয় মরশুমে ম্যাকলারেন আরও পরিণত, আরও ক্ষুধার্ত। স্বাভাবিকভাবেই অজি তারকাকে ঘিরে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের প্রত্যাশাও বাড়ছে।

শনিবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে এই মরশুমের আইএসএলে তৃতীয় ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। তার আগে ম্যাকলারেনও আরও আত্মবিশ্বাসী। বলছিলেন, 'গতবার চোট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুরুর দিকে। এবার প্রথম দুই ম্যাচে দুই গোল, আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। একজন স্ট্রাইকারের কাছে এটাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র।' জানিয়ে রাখলেন, আরও একবার 'ফক্স ইন দ্য বক্স' হয়ে উঠতে তৈরি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার 'এ' লিগে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার ম্যাকলারেন। পাঁচবারের সোনার বুটজয়ী। আইএসএলে গোল্ডেন বুটের প্রসঙ্গ উঠতেই হাসির ঝিলিক খেলে গেল জেমির মুখে। বললেন, 'গোল্ডেন বুট জিততে পারলে অবশ্যই ভালো লাগবে। তবে আমার কাছে ব্যক্তিগত সাফল্য পরে, আগে দল।'

নতুন কোচ সের্জিও লোবেরা দায়িত্ব নেওয়ার পর মোহনবাগানের আক্রমণভাগের ঝাঁঝ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। আসলে দিমি-জেমি জুটির রসায়নই অনেক কিছু বদলে দিয়েছে। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ছবির মতো গোলটাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। দিমিত্রিস পেত্রাতোস যেন জানতেন, পেনাল্টি স্পটে অপেক্ষা করছেন জেমি। দিমির নিখুঁত পাস, দ্রুত ঘুরে ম্যাকলারেনের ক্লিনিক্যাল ফিনিশ। যেন বহুদিনের অভ্যাস। এই প্রসঙ্গে ম্যাকলারেনের মন্তব্য, 'এর আগেও একসঙ্গে খেলেছি। আমাদের বোঝাপড়া তখন থেকেই ভালো। এত বছর পর আবার দিমির সঙ্গে খেলার অনুভূতি দারুণ।' ২০১৫ থেকে ১৭ সাল পর্যন্ত ব্রিসবেন রোর-এ একসঙ্গে খেলেছেন দিমি-জেমি। লোবেরার ছোঁয়ায় সেই পুরোনো জুটি আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

গোলের খিদে নিয়ে মহমেডান ম্যাচে নামবেন জেমি।

সবে দুটো ম্যাচ হলেও এখন থেকেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন ম্যাকলারেন। তবে এবার খেতাব জিতলেও এএফসি-র মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে না মোহনবাগান। সেই বিষয়ে ম্যাকলারেনের মন্তব্য, 'যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে সেটুকু ভাবাই ভালো। আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়ছি। এর বাইরের বিষয়ে আমাদের হাত নেই।'

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ শ্রী মৃগাঙ্ক গুহ (বাবা) ও শ্রীমতী অনুরাধা গুহ (মা) : রজত জয়ন্তীর শুভদিনে প্রণাম, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই মনে প্রাণে। তোমরা দুজন থেকো পরম আনন্দে, সুস্বাস্থ্যে ও দীর্ঘায়ু নিয়ে। মেঘরূপ গুহ (আকাশ), সুভাষপল্লি, কোচবিহার।

ইডেনে চিপকের পুনরাবৃত্তি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

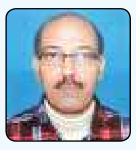

সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ম্যাচ সবে শেষ।

দর্শকরা বাড়ির পথে। যদিও বিশ্রাম নেই হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবের! বোলিং কোচ মর্নি মরকেলকে সঙ্গে নিয়ে বোলিং প্র্যাকটিসে দুইজনেই। জিম্বাবোয়েকে গুঁড়িয়ে দিলেও কাজ শেষ হয়নি। সেই তাগিদ হার্দিকদের মধ্যে। চিপকেই নিজেদের অস্ত্রে শান দিয়ে রবিবারের ইডেন গার্ডেন্স ম্যাচের জন্য তৈরি থাকা।

সাংবাদিক সম্মেলনেও 'ইডেন' চলোর সুর তিলক ভার্মার গলায়। হুংকার, চিপকের ইনটেন্ট নিয়েই ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঝাঁপাবেন। শুরুটা যদি ঠিকঠাক হয়, তাহলে কার্যত 'কোয়ার্টার ফাইনালে'ও সবাই মিলে ব্যাটিং বিস্ফোরণ ঘটাতে চান।

গত কয়েক ম্যাচে স্পিনের বিরুদ্ধে নড়বড়ে হাল। সেখান থেকে স্বমেজাজে ফেরা। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের যে পরিবর্তনের রহস্য ফাঁসও করে দিলেন তিলক। বলেছেন, 'গত কয়েক ম্যাচের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। গৌতম স্যর (গম্ভীর) সবাইকে বলেছিল, গত দেড় বছরে আমরা যে ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট খেলেছি, তার থেকে মানসিক রসদ খুঁজে নিতে হবে। আগেও যখন পেরেছি, এখন কেন হবে না!'

আজ সেই মাইন্ড সেট নিয়ে সবাই মেনেছিলাম। টার্গেট ছিল, প্রথম বল থেকে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলা। বিগহিটে প্রতিপক্ষ বোলারদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেওয়া। তবে টসে জিতে জিম্বাবোয়ের বোলিং নেওয়া ভারতের জন্য 'শাপে বর' মানতে নারাজ। তিলকের যুক্তি, পিচ বরং শেষ দিকে ভালো হয়ে গিয়েছিল। আর আহমেদাবাদ, দিল্লিতেও পিচ ভালো ছিল। কিন্তু শুরুতে উইকেট হারানোর ফলে পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়।

খুশির ঝলক অভিষেক শর্মার কথাতেও। শূন্য রানের হ্যাটট্রিকের ব্যর্থতা ঝেড়ে রানে ফেরার স্বস্তি নিয়ে যুবরাজ সিংয়ের প্রিয় ছাত্রের অকপট স্বীকারোক্তি, বেশ কিছু ম্যাচের পর দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে ভালো লাগছে। 'এই রকম একটা ইনিংসের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। আমি খুশি। দারুণ খুশি। ক্রিজে কিছুটা সময় কাটাতে চাইছিলাম। তাই প্রথমে কিছু বল দেখে খেলা। অন্য কিছু নয়।'

সাফল্যের ট্র্যাকে ফেরার দিনে দলের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানাতেও ভুললেন না। অভিষেকের কথায়, 'সবসময় দলকে পাশে পেয়েছি। ওরা বারবার বুঝিয়েছে, আমার সময় খুব দ্রুত আসছে। আজ যেভাবে আমরা ইনিংস শেষ করেছি, 'টিম ইন্ডিয়া ইজ ব্যাক' বলতেই পারি। আমরা ঠিক এই খেলাটাই বের করে আনতে মরিয়া ছিলাম। মুখিয়ে ছিলাম ব্যাটার হিসেবে সহজাত ক্রিকেট খেলতে।'

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও জানান, ব্যর্থতা পিছনে ফেলে সামনের দিকে তাকানোর লক্ষ্য ছিল। আজ টিম হিসেবে সেই চাহিদাপূরণ। ব্যাটাররা সবাই রান পেয়েছে। বোলিংয়ে হয়তো আরও ক্লিনিক্যাল হওয়ার প্রয়োজন। তবে ৭২ রানে জয় স্পেশাল দলের জন্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগে বোলিংয়ের যে ভুলভ্রান্তি শুধরে নিতে হবে।

হুংকার তিলকের

প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ব্রায়ান বেনেট, সিকান্দার রাজাকেও। সূর্য বলেছেন, 'জিম্বাবোয়েও খুব ভালো ব্যাট করল। ওদেরও কৃতিত্ব দেব। তবে একইসঙ্গে বোলিংয়েও উন্নতিও জরুরি। কলকাতায় পৌঁছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের পরিকল্পনা নিয়ে বলব।'

১৬ বলে ৪৪ রানের ইনিংসে ভারতকে আড়াইশোর গণ্ডি পার করালেন তিলক ভার্মা।

টিকিটের হাহাকারে তিলোত্তমা
'কোয়ার্টার ফাইনাল' নন্দনকাননে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : টিভির পর্দায় আহমেদাবাদের স্কোরবোর্ড যখন স্থির হল, তখন থেকেই কলকাতার রক্তচাপ যেন একধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে। আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দেওয়ার সঙ্গেই ইডেন গার্ডেন্সের রবিবারের ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। চেন্নাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং শুরু হতেই তিলোত্তমায় একটাই জল্পনা শুরু হয়েছে- ইডেনের টিকিট কোথায়? সুপার এইটের অঙ্কে প্রোটিয়ারা সেমিফাইনালের টিকিট প্রায় পাকা করে ফেলায় ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই কার্যত টি২০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিতলেই সেমিফাইনাল, এই সমীকরণ স্পষ্ট হতেই শহরের আট থেকে আশি- সবার এখন একটাই আবদার, 'দাদা, অন্তত একটা টিকিট হবে'?

টিকিটের এই হাহাকার কলকাতাজুড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সুযোগ বুঝে পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে কালোবাজারিও। অনলাইনে টিকিট তো কবেই শেষ, ময়দানে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠের সামনের টিকিট কাউন্টার থেকেও টিকিট বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে আগেই। পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে যে, খোদ সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও নাজেহাল হতে হচ্ছে। বিকেল থেকেই সিএবি-তে হাজির প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক, কিন্তু তাঁর কাছে আসা পরিচিতদের টিকিটের পাহাড়প্রমাণ আবদার মেটাতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন তিনি।

কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের এই উন্মাদনার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দীর্ঘসময় পর চেন্নাইয়ের বাইশ গজে অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা রানে ফিরেছেন, তাই নন্দনকাননের গ্যালারিতে বসে তাঁদের বিধ্বংসী ব্যাটিং চাক্ষুষ করার জন্য বাড়তি আবেগের স্ফুরণ তৈরি হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় চেন্নাই থেকে ভারতীয় দল কলকাতায় পা রাখছে, আর অন্যদিকে আহমেদাবাদ থেকে উড়ে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবির। রবিবার সূর্যকুমার যাদব ও শিমরন হেটমেয়ারদের এই মহারণে ইডেন যে কানায় কানায় হাউসফুল হতে চলেছে, তা সিএবি সূত্র একপ্রকার নিশ্চিত করেছে। দর্শকদের উন্মাদনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে এই মেগা ম্যাচের আসরে চোখধাঁধানো আতশবাজি ও লেজার শোয়ের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকছে বলে খবর মিলেছে।

খেলার আসল মঞ্চ, অর্থাৎ গঙ্গার ধারের ইডেনের বাইশ গজ নিয়েও দুই দল শহরে পা রাখার আগে থেকেই জোর আলোচনা চলছে। হাইভোল্টেজ এই থ্রিলারের আগে পিচ নিয়ে সিএবি-র অন্দরে ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের স্পষ্ট দাবি, উইকেটের চরিত্র হবে পুরোপুরি স্পোর্টিং। ফলে ব্যাটাররা যেমন রান পাবেন, বোলাররাও ঠিকমতো বল রাখলে উইকেট তুলতে পারবেন এবং ক্রিকেটপ্রেমীরা একটি দারুণ ও আকর্ষণীয় ম্যাচ দেখতে পাবেন। সব মিলিয়ে, একটা জমজমাট ডু অর ডাই ক্রিকেট যুদ্ধের জন্য একেবারে বারুদ ঠাসা অবস্থায় প্রহর গুনছে ক্রিকেটের নন্দনকানন।

অভিষেক শর্মার ব্যাট আকাশে উঠতেই চিপকে খেলল নীল ঢেউ।

চালকের আসনে জম্মু ও কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর-৫৮৪
কর্ণাটক-২২০/৫
(তৃতীয় দিনের শেষে)

হুবলি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির ফাইনালে চালকের আসনে জম্মু ও কাশ্মীর। বল হাতেও দাপট আকিব নবি দারদের। তৃতীয় দিনের শেষে আরও কোণঠাসা কর্ণাটক।

দ্বিতীয় দিনের শেষে জম্মু ও কাশ্মীরের রান ছিল ৬ উইকেটে ৫২৭। তৃতীয় দিন সকালে ইনিংসে আরও ৫৭ রান যোগ করে তারা। সাহিল লোত্রা আউট হন ৭২ রানে। এরপর উল্লেখযোগ্য স্কোর বলতে আবিদ মুস্তাকের ২৮ ও যুধবীর সিংয়ের করা ৩০ রান। কর্ণাটকের বোলারদের মধ্যে সফল বলতে একমাত্র প্রসিধ কৃষ্ণা। ৫টি উইকেট নেন তিনি।

এরপর বল হাতেও দাপট দেখাল জম্মু ও কাশ্মীর। সেমিফাইনালে শতরান করা লোকেশ রাহুলকে শুরুতেই সাজঘরে ফেরান আকিব নবি। করুণ নায়ার ও গত ম্যাচে শতরান করা রবিচন্দ্রন স্মরণকেও শূন্য রানে আউট করেন তিনি। এছাড়া ব্যক্তিগত ১১ রানে আউট হন দেবদত্ত পাডিক্কাল। মাত্র ৫৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো চাপে পড়ে যায় কর্ণাটক। এরপরও মাটি আঁকড়ে শতরান করলেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। দিনের শেষে ১৩০ রান করে অপরাজিত রয়েছেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করলেও ২৭ রানে আউট হন শ্রেয়স গোপাল। দিনের শেষে ২৭ রান করে মায়াঙ্কের সঙ্গে উইকেটে রয়েছেন ক্রুথিক কৃষ্ণা। কর্ণাটকের স্কোর ৫ উইকেটে ২২০। এখনও ৩৬৪ রানে পিছিয়ে তারা।

এই পরিস্থিতিতে কর্ণাটকের একমাত্র আশার প্রদীপ মায়াঙ্ক। যদিও তাদের পক্ষে লিড পাওয়া কঠিন। ফলত প্রথম ইনিংসের লিডের ওপর নির্ভর করেই ম্যাচের ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়ে খেলতে হোবার্টে পৌঁছে গেলেন রিচা ঘোষ। শুক্রবার তাঁদের ম্যাচ রয়েছে।

জয়ী ফাইটার্স

নকশালবাড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ভারত-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি জয়গুরু ফাইটার্স ৪-২ গোলে হারিয়েছে ডিএসএম পাথরঘাটাকে। ম্যাচের সেরা সৌদীপ রায়।

ভিনি-স্পর্শে নকআউটে রিয়াল
বিদায় জুভেন্তাস ও বরুসিয়ার

মাদ্রিদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : তিনি নাচলেন। প্রতিপক্ষকে কাঁদালেন। দলকে নকআউটে নিয়ে গেলেন। তিনি ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

মরশুমের শুরুতে জাভি অলন্সোর প্রশিক্ষণে নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন ব্রাজিলীয় তারকা। আলভারো আরবেলোয়া রিয়ালের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে মাদ্রিদ সমর্থকদের আদরের ভিনি। ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের অনুপস্থিতিতে তিনিই রিয়ালের পরিত্রাতা। যেমনটা দেখা যেত, কার্লো আন্সেলোত্তি জমানায়।

বুধবার ভারতীয় সময় রাতে প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ গোলে হারিয়েছে বেনফিকাকে। প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছিলেন ভিনিরা। ঘরের মাঠে প্রথম লেগে হারলেও সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে অলৌকিক প্রত্যাবর্তনের আশায় হাজির হয়েছিলেন প্রায় ৩০০০ সমর্থক। তাঁদের নিশানায় ছিলেন ব্রাজিলীয় তারকা ভিনিসিয়াস। তিনি বলের দখল হারালেই উৎসবে মেতে উঠছিলেন তাঁরা। প্রথম লেগে বর্ণবিদ্বেষী আচরণের শিকার হয়েছিলেন ভিনি। এদিন ঘরের মাঠে মাদ্রিদ সমর্থকরা বর্ণবিদ্বেষী কার্যকলাপের বিরোধিতা করে পালটা ব্যানার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

এদিন ম্যাচের ১৪ মিনিটে রাফা সিলভার গোলে এগিয়ে যায় বেনফিকা। দুই মিনিটের মধ্যে মাদ্রিদকে সমতায় ফেরান অরেলিয়েন চৌয়ামেনি। ৮০ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ভিনিসিয়াস। গোলের পর কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে নাচতে শুরু করেন ভিনি। যেমনটা প্রথম লেগে গোল করার পর করেছিলেন। আপাতত দুই পর্ব মিলিয়ে ৩-১ গোলে প্লে-অফ জিতে নকআউটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ।

তবে বেনফিকা না পারলেও নয়া প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে আটালান্টা। প্রথম লেগে জার্মান জায়েন্ট বরুসিয়ার কাছে ২-০ ফলে হেরেছিল ইতালিয়ান ক্লাবটি। কিন্তু ঘরের মাঠে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবলের নিদর্শন দেখিয়ে ৪-১ গোলে জয় পেয়েছে তারা। আটালান্টা জিতলেও প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে জুভেন্তাস। প্রথম লেগে তুরস্কের গালাতাসারের কাছে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল তুরিনের ক্লাবটি। এদিন ঘরের মাঠে ৩-২ গোলে জিতলেও তা পরের রাউন্ডে ওঠার জন্য যথেষ্ট ছিল না। দুই লেগ মিলিয়ে ৭-৫ ফলে হেরে বিদায় জুভেন্তাসের।

এদিকে মোনাকোর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করলেও পরের রাউন্ডে উঠেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। প্রথম লেগে ৩-২ গোলে জিতেছিল লুইস এনরিকের ছেলেরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফে

আটালান্টা ৪-১ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
(দুই লেগ মিলিয়ে আটালান্টা ৪-৩ গোলে জয়ী)

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ বেনফিকা
(দুই লেগ মিলিয়ে রিয়াল ৩-১ গোলে জয়ী)

প্যারিস সাঁ জাঁ ২-২ মোনাকো
(দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস সাঁ জাঁ ৫-৪ গোলে জয়ী)

জুভেন্তাস ৩-২ গালাতাসারে
(দুই লেগ মিলিয়ে গালাতাসারে ৭-৫ গোলে জয়ী)

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় গোলটি করার পর ভিনিসিয়াস জুনিয়ার (উপরে)।

অতিরিক্ত সময় গোল করে ভিক্টর ওসিমহেন। তাঁর গোলেই গালাতাসারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের রাস্তা সহজ হয়।

চিপকের নীল সমুদ্রে ছোট্ট 'দ্বীপ'

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

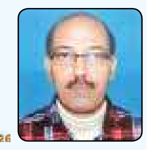

সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : আইসিসির আগে থেকে ঠিক করে রাখা সুপার এইটের সূচিকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে জিম্বাবোয়ে। চেন্নাইয়ে আজ ক্যাঙারু বাহিনীর বদলে তাই ভারতের সামনে সিকান্দার রাজারা। কিন্তু প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে থোড়াই কেয়ার ক্রিকেটপাগল চেন্নাইবাসীর! বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের সমস্ত রাস্তার অভিমুখ যেন একটাই- চিপক স্টেডিয়াম।

আইপিএলের সময় যে গ্যালারি সর্ষে খেতের মতো হলুদ হয়ে থাকে, আজ তা আক্ষরিক অর্থেই এক বিশাল নীল জনসমুদ্র। যেন ঢিল ছোড়া দূরত্বের বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি সটান আছড়ে পড়েছে স্টেডিয়ামের অন্দরে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেদার বিকোচ্ছে 'মেন ইন ব্লু'-র জার্সি আর রিস্ট ব্যান্ড। গালে তেরঙা এঁকে আট থেকে আশি- সকলেই তৈরি গলা ফাটানোর জন্য।

আর ৩৮ হাজারি এই নীল গর্জন এবং 'ইন্ডিয়ান ওয়েভ'-এর মাঝেই নজর কাড়ল এক ছোট্ট বিচ্ছিন্ন 'দ্বীপ'-জিম্বাবোয়ের সমর্থক গ্রুপ 'ক্যাসেল কর্নার'। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মোটে জনা ছয়েকের এই ফ্যান গ্রুপ কলম্বো, মুম্বই ঘুরে আজ হাজির চেন্নাইয়ে। সুপার এইটে দল ওঠার পর পকেটে রেস্তো ছিল না, তবু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভারতে এসেছেন তাঁরা প্রিয় দলকে তাতাতে। মাঠে সঞ্জু স্যামসন বা অভিষেক শর্মাদের দাপটের সামনেও তাঁদের গান আর উদ্দাম উল্লাস কিন্তু থামার নয়। ধারেভারে তারা ইংল্যান্ডের 'বার্মি আর্মি' বা 'ভারত আর্মি'র মতো বিশাল না হলেও, আবেগের লড়াইয়ে এই ক্যাসেল কর্নার একশোয় একশো।

ম্যাচ ঘিরে এমনিতেই উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে। তার ওপর ফ্যান গেমসের পাশাপাশি গ্যালারির মুড এক ধাক্কায় সেট করে দিলেন 'কোলাভরি ডি' খ্যাত তামিল কম্পোজার অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্র। তাঁর ২০ মিনিটের জমজমাট পারফরমেন্স টি২০ মেজাজে একেবারে বারুদ ঢেলে দিল। সব মিলিয়ে ভারত সেমিফাইনালের টিকিট পাবে কি না সেই ধোঁয়াশা থাকলেও, চিপকের উৎসবের মেজাজে আজ বিন্দুমাত্র খাদ নেই।

জিম্বাবোয়ে ম্যাচ দেখতে চিপকের বাইরে ভিড় সমর্থকদের। -প্রতিবেদক

জাতীয় পতাকার রংয়ে দাড়ি রাঙিয়ে এক ভারতীয় সমর্থক। ছবি : প্রতিবেদক

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অমিত ঘোষ - কে

02.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89J 35451 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " ডিয়ার লটারি এক কোটি টাকা থাকার শক্তিকে জাগিয়ে তোলার সাহায্য করে। কোটিপতি হওয়ার জন্য আমাদের কাছে দ্রুত কোনও পদ্ধতি নেই, তাই ডিয়ার লটারি কয়েক দশ টাকা খরচ করে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি উন্নত ব্যবস্থা প্রদান করে দিয়েছে। এটি সাধারণ মানুষকে কোটিপতি করে তোলে যা কেউ করে না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

আইএফএ-র ট্রায়াল

কোচবিহার, ২৬ ফেব্রুয়ারি : আইএফএ-র অনূর্ধ্ব-১৫ বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পস ফুটবলের জন্য কোচবিহারে ট্রায়াল হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত জানিয়েছেন, ৫ মার্চ কোচবিহারের হরিণচওড়া ফুটবল মাঠে ট্রায়ালে অংশ নেবে ফুটবলাররা।

চ্যাম্পিয়ন অতনু

কুমারগঞ্জ, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সাফানগরের চাঁদগঞ্জ দক্ষিণ মিলন সংঘের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল অতনু ইলেভেন। রানার্স পোওর দল। চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ট্রফিসহ পঁচিশ হাজার টাকা। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন হাওড়ার এলআরএস-এর রূপাল পাত্র।

হারল আরএসসি, জয়ী পল্লিশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেটে প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপে বৃহস্পতিবার হেরে গিয়েছে জলপাইগুড়ির আরএসসি। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফিতে তাদের ৫ উইকেটে হারিয়েছে হাওড়ার এলআরএস। টসে জিতে আরএসসি ৮ উইকেটে ১২৫ রান করে। মর্জিনা খাতুন ২৯ ও অবন্তিকা রায় ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা রূপাল পাত্র ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এলআরএস ১৭.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৭ রান তুলে নেয়। যোগিতা রাওয়াত ৪৪ ও রূপাল ২০ রান করেন। পাপরিয়া দাস ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

এর আগে মধ্যমগ্রামের পল্লিশ্রী ৭১ রানে হারিয়েছে বেলুড়ের শ্রীগুরু সংঘকে। টসে হেরে পল্লিশ্রী ৬ উইকেটে ১৫৯ রান তোলে। শ্রাবণী পাল ৬৩ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন। রিধি শা ৩১ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে শ্রীগুরু ১৬.২ ওভারে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বোচ্চ ২১ রান বর্ণালি তামুলির। স্বস্তিকা কুন্ডু ১৭ রানে ও তপতী পাল ২৫ রানে ৩ উইকেটে পেয়েছেন। শুক্রবার খেলবে এলআরএস-চাকদহের আরকেএস ও শ্রীগুরু-বারাণসীর পিএসসি।

নকশালবাড়ি লিগে জিতল ডিএফইউসি

নকশালবাড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগে বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি ৯ উইকেটে জিতেছে অতুল ইলেভেন আরা দলের বিরুদ্ধে। অতুল প্রথমে ১১ ওভারে ৯৬ রানে অল আউট হয়। জবাবে পানিট্যাঙ্কি ৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা র‍্যাঞ্চো জলন্ধর।

পরে ডিএফইউসি ৯ উইকেটে হারায় পানিট্যাঙ্কিকে। পানিট্যাঙ্কি প্রথমে ৮ ওভারে ২৯ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে ডিএফইউসি ৩ ওভারে ১ উইকেটে ৩৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শশী।

প্রধান অতিথি হিসেবে খালপাড়া নিখিল স্মৃতি ময়দানে উপস্থিত ছিলেন আইএসপিএল-এর মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার জগৎ সরকার। এদিন মাঠে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন তিনি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে প্রথম দিনেই জমে গিয়েছে ভলিবল লিগ।

ভলিবলে হ্যাটট্রিক বাঘা যতীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ৮ দলীয় অসিত রায়, জয়শ্রী গুপ্তা ও শান্তিরঞ্জন সাহা ট্রফি ভলিবল লিগ বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। আবার বাঘা যতীনের বিরুদ্ধে ২৫-১০, ২৫-১৪ পয়েন্টে হার দিয়ে শুরু করা জিটিএসসি জোড়া জয় তুলে নিয়েছে। জিটিএসসি ২৫-২২, ২৫-১৯ পয়েন্টে হারিয়েছে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে। পরে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে ২৫-১৭, ১৭-২৫ ও ২৫-২০ পয়েন্টে তাদের জয় এসেছে। বাঘা যতীন ২৫-১২, ২৫-১৮ পয়েন্টে ফ্রেন্ডসকে ও ২৫-১৫, ২৫-১৩ পয়েন্টে উল্কাকে হারিয়ে দেয়। উল্কা ২৫-২৭, ২৫-২০ ও ২৫-২৪ পয়েন্টে জিতেছে ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে।